অনার্য্য-নন্দিনী

পৌরাণিক নাটক

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ

"ভাণ্ডারী অপেরা" কর্ত্তৃক অভিনীত

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—
৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

সন ১৩৫৮ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণ]

মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা

ভূমিকা

যুগধর্ম্মের মান যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, অতীত যুগের অগ্নি-উপাসক অনার্য্য-সম্প্রদায়ের একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা লইয়া এই নাটকখানি রচনা করিয়াছি। আর্য্য-অনার্য্যের চিরন্তন বিদ্বেষ—কি ভাবে কেমন করিয়া—কোন্ অজানিত ঘটনাচক্রে এক নিমেষে কালের একটী ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইয়া মধুর মিলনানন্দে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহাই নাটকের বর্ণিত বিষয়। আর ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, মানুষ যে ধর্ম্মাবলম্বী এবং যে সমাজভুক্ত হউক না কেন, সাধনার ইষ্টদেবতা যে সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বরের রূপান্তর মাত্র—তাহাই সপ্রমাণ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, তাহার বিচারের ভার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার উপর নির্ভর করিলাম।

নানাপ্রকার অস্বাচ্ছন্দ্যতার ভিতর দিয়া নাটকখানি মুদ্রণ ও প্রকাশে নিজের অসমর্থতা নিবন্ধন পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান গোবর্দ্ধন শীল মহাশয়ের হাতে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

বিনীত—

গ্রন্থকার

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নাটক

গীতা নট-নাট্যকার শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নিউ নারায়ণ অপেরায় অভিনীত। মহেশ্বরের হস্তে ত্রিপুরাসুরের মৃত্যুর পর তার ষষ্টিশত বংশধর রুদ্রভয়ে বহুকাল জান্বমার্গে বাস করিতে-ছিল। দ্বাপর কলির সন্ধিক্ষণে ব্রহ্মার ইঙ্গিতে রুদ্রবরে ভূ-ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ষট্‌পুর গুহা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতের ক্ষত্রকুল ধ্বংসের পর আর্য্যকুলশ্রেষ্ঠ ঋষিগণের সহিত সমান মর্য্যাদা লাভ করিবার আশায় ঋষিগণের যাগ-যজ্ঞ পণ্ড করিয়া তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ এই দুরন্ত দানব বিনাশের জন্য কুরু-ক্ষেত্র বিজয়ী মহারথী অর্জ্জুনকে ষট্‌পুরে প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুন মহানন্দে যাদব-সৈন্যের সেনাপতি রূপে ষট্‌পুরে প্রবেশ করিলেন। নিকুম্ভ আসুরিক মায়ায় অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নসহ সমস্ত যাদব-সৈন্যকে ষট্‌পুর গুহায় বন্দী করিলেন। শেষে শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার মাহাত্ম্যে অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন মুক্তি-লাভ করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জ্জুন মহামায়া আদ্যাশক্তির সাধনা করিয়া অসুরবিনাশী অস্ত্র লাভ করতঃ দুরন্ত নিকুম্ভাসুরকে বধ করিলেন। মূল্য—২৲ টাকা।

নটীর অভিশাপ সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত—সুপ্রসিদ্ধ নাট্য-কার শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত মর্ম্মস্পর্শী পৌরাণিক চিত্র। অর্জ্জুনের স্বর্গগমনে দেবতাদের পরীক্ষা—কলম্বাসুরের স্বর্গ অধিকার—দেবতাদের নির্য্যাতন—দানবদলের উপায় উদ্ভাবনে লোক হ'তে লোকান্তরে গমন—অর্জ্জুনের হস্তে দেবেন্দ্র-বিজয়ী কলম্বাসুরের পরাজয়। বিজয়ী অর্জ্জুনের দেবলোকে অভিনন্দন—অপ্সরাকুলরাণী উর্ব্বশীর অর্জ্জুনের নিকট প্রেমনিবেদন—অর্জ্জুনের প্রত্যাখান—উর্ব্বশীর অভিশাপ প্রভৃতি। মূল্য ২৲দুই টাকা।

যুগনেতা শ্রীনন্দলাল রায় চৌধুরী প্রণীত। (চণ্ডী অপেরায় অভিনীত) দুর্ব্বাসার অভিশাপে গোলকের দ্বারী জয় বিজয়ের শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে জন্মগ্রহণ। বিষ্ণুদ্বেষী অত্যাচারী অভিশপ্ত ভক্তদের উদ্ধার হেতু শ্রীভগবানের মর্ত্ত্যলোকে আগমন। শিশু-পালসহ ভীষণ সংঘর্ষ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকুল আহ্বান। বর্ত্তমান যুগোপযোগী নাটক। মূল্য ২৲ টাকা।

নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণ

—পুরুষ—

শালিবান	... ...	মগধের অধীশ্বর
অম্বুজাক্ষ	... ...	ঐ সেনাপতি (পিতৃব্য)
অরুণাক্ষ	... ...	সহকারী সেনাপতি
দারুকেশ্বর ও মন্দার	... ...	অম্বুজাক্ষের অনার্য্য পত্নীর গর্ভজাত পরিত্যক্ত পুত্রদ্বয়
ঘটীরাম	... ...	ভক্ত বৈষ্ণব
ভদ্রেশ্বর	... ...	অম্বুজাক্ষের সহচর
আপস্তম্ভ	... ...	অগ্নি-দেবতার পূজারী
বিরোচন ও দেবদত্ত	... ...	আপস্তম্ভের শিষ্যদ্বয়

সুখন, সাপুড়ে, পত্রবাহক, রক্ষী, সৈন্যগণ, অগ্নি-উপাসকগণ,
অনুচরগণ, বন্দীগণ, নাগরিকগণ।

—স্ত্রী—

মহামায়া	... ...	শালিবানের জননী
শোভা	... ...	শালিবানের ভগিনী
চন্দ্রা	... ...	অনার্য্য-নন্দিনী
মলয়	... ...	চন্দ্রার কন্যা (পুরুষবেশিনী)

সুখিয়া, দেবদাসীগণ, নাগরিকাগণ, অগ্নি-উপাসিকাগণ, অনার্য্য-রমণীগণ,
বন্দিনীগণ, বেদেনীগণ, নর্ত্তকীগণ, নারী-সৈন্যগণ।

অনার্য্য-নন্দিনী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অগ্নি-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

যজ্ঞাগ্নি ও যজ্ঞসম্ভার লইয়া দেবদত্ত ও
বিরোচনের প্রবেশ।

আপস্তম্ভ আসিয়া যজ্ঞাসনে উপবিষ্ট হইলেন,
অগ্নি-উপাসক নরনারীগণের প্রবেশ।

সমবেত গীত।

সকলে।— নমঃ নমঃ দেব হুতাশন।
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা সকল বিপদত্রাতা
সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন॥

পুরুষগণ।— সর্ব্বভুকদেব সহস্র রসনা,
লক্ লক্ জ্বলে যেন ফণী ফণা,

স্ত্রীগণ।— লোকত্রাস তুমি বিশ্বগ্রাসী প্রভু
সকল কলুষ নাশন॥

পুরুষগণ ।— আপনি স'য়েছ সকল সন্তাপ,
তাইত তোমাতে প্রচণ্ড যে তাপ,

স্ত্রীগণ ।— প্রদাহিকা শক্তি পাপের দহনে
তব ভৃত্য মত্ত প্রভঞ্জন ॥

পুরুষগণ ।— তুমি স্বরূপ—তুমি অরূপ—
তুমি তেজোময়,

স্ত্রীগণ ।— সর্ব্বশক্তিমান তুমি
অনন্ত অব্যয়,

সকলে ।— তুমি গতি, তুমি মুক্তি,
জীবের জীবন-শক্তি,
নমস্তে অনলদেব মঙ্গল কারণ ॥

[প্রণামান্তে নরনারীগণের প্রস্থান]

আপস্তম্ভ। ওঁ স্বাহা—ওঁ স্বাহা—ওঁ স্বাহা—[আহুতি দান] শোন তোমরা দেবদত্ত, বিরোচন—

উভয়ে। আদেশ করুন প্রভু—

আপস্তম্ভ। সম্মুখের চির-জাগ্রত দেবতা হুতাশন সমক্ষে শপথ কর যে, আমাদের ধর্ম্মের জন্য—এই পবিত্র দেব মন্দির রক্ষার জন্য প্রয়োজন হ'লে তোমরা প্রাণ দেবে—[দেবদত্ত ও বিরোচন উভয়ে তরবারি কোষমুক্ত করিয়া সম্মুখে রক্ষা করিলেন]

উভয়ে। শপথ করছি গুরুদেব, ধর্ম্মের জন্য—আমাদের পবিত্র দেব-মন্দির রক্ষার জন্য প্রয়োজন হ'লে আমরা প্রাণ দেব।

আপস্তম্ভ। সমস্ত শিষ্যগণকে এই মন্ত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিও। [দেবদত্ত ও বিরোচনের অস্ত্র উভয়কে দিলেন]

উভয়ে। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

আপস্তম্ভ। ক্ষত্রিয়ের দম্ভ, ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য আমরা কোন মতে সহ্য করবো না! তাদের এতদূর স্পর্দ্ধা যে তারা আমাদের হীন চণ্ডালের অধম ব'লে মনে করে—মানুষ ব'লে গ্রাহ্য করে না—অসভ্য বন্য বর্ব্বর ব'লে বন হ'তে বনান্তরে বিতাড়িত ক'রে নিয়ে যায়! বল দেবদত্ত—বল বিরোচন! তোমরা এর প্রতিশোধ নিতে পারবে?

দেবদত্ত। নিশ্চয় পারবো প্রভু—যদি আপনার আশীর্ব্বাদ থাকে!

বিরোচন। শক্তিতে না কুলায়—মরতে ত পারবো প্রভু!

আপস্তম্ভ। উত্তম, আজ হ'তে এই মন্দির রক্ষার ভার আমি তোমাদের উপর দিলুম; আগামী শুক্লা অষ্টমীতে আমাদের এই দেব-মন্দিরের শত বার্ষিকী উৎসব। এই উৎসবের দিন সকলে অগ্নিবর্ণের বস্ত্র পরিধান করবে, প্রত্যেক শিষ্য স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে স্বহস্তে আহুতি প্রদান করবে। তোমরা ঘোষণা ক'রে দাও—ঐ দিন যে এই মন্দিরে উপস্থিত না হবে, তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। বুঝেছ দেবদত্ত—বুঝেছ বিরোচন?

একটি শিশুকন্যাকে বক্ষে লইয়া চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। ঠাকুর! তোমাদের দেবতা বলি গ্রহণ করেন না?

আপস্তম্ভ। তোমার এ কথার অর্থ কি রমণী? তুমি কে? কি চাও?

চন্দ্রা। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও পূজারী, তোমাদের দেবতা বলি গ্রহণ করেন কি-না?

আপস্তম্ভ। উদ্দেশ্য না বল্‌লে আমি তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

চন্দ্রা। কাপুরুষ তুমি! একজন অপরিচিতা নারীর একটা সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে যার আতঙ্ক হয়, সে এই অগ্নি-মন্দিরের পূজারী—

শক্তিমান ক্ষত্রিয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ? নেমে এসো পূজারী, ঐ পুণ্য বেদিকা থেকে—তোমার শিষ্য-সঙ্ঘের মধ্যে যদি শক্তিমান কর্ত্তব্যপরায়ণ কেউ থাকে—সেই বসুক ঐ পুণ্য বেদিকায়।

আপস্তম্ভ। নারী—

দেবদত্ত। রসনা সংযত কর নারী—জানো তুমি কার সঙ্গে কথা কইছো ?

চন্দ্রা। জানি—জানি, অগ্নিদেবের পূত-মন্দিরের পূজারীনামধারী এক অপদার্থ, হীনচেতা কাপুরুষের সঙ্গে—যার যোগ্য সহকারী তোমরা !

দেবদত্ত। প্রগল্‌ভা নারী—[তরবারী উত্তোলন]

আপস্তম্ভ। [ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করিয়া] তেজস্বিনী নারী ! আমি তোমায় চিনতে পারিনি মা আমার ত্রুটী মার্জ্জনা কর ! তুমি তিরস্কারের ছলে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছ যে, তুমিও আমাদের সঙ্ঘের একজন অগ্নি-দেবতার উপাসিকা। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে, যে তুমি অগ্নি-দেবতার উপাসিকা হয়েও জান না যে দেবতার বলির বিধান আছে কিনা ?

চন্দ্রা। জানি বলির বিধান আছে, কিন্তু জানতে চাই, নারী-বলি—শিশু-বলির বিধান আছে কি না ?

আপস্তম্ভ। নারী বলি ! শিশু-বলি ! এ যে বড় সমস্যায় ফেললে মা ? তুমি নারী বক্ষে তোমার ক্ষুদ্র শিশু—তুমি কি তোমাদের উৎসর্গ করতে চাও দেবতার উদ্দেশ্যে বলিরূপে ?

চন্দ্রা। না—

আপস্তম্ভ। তবে ?

চন্দ্রা। দেবতার উদ্দেশ্যে বলিরূপে উৎসর্গ করবো আমি মা—এই অবোধ শিশুকন্যাকে ! বলি গ্রহণ কর পূজারী, নূতন ক'রে পূজার আয়োজন ক'রে এই শিশুকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দাও !

আপস্তম্ভ। রাক্ষসী! মা হ'য়ে শিশু-সন্তানকে বলি দিতে চাও কোন্ স্বার্থের জন্য বল্‌তে পার?

চন্দ্রা। স্বার্থ! স্বার্থের আশা এখন আর নেই পূজারী পরার্থের জন্যই আজ এই মহান্ উৎসর্গ।

আপস্তম্ভ। হেঁয়ালী রাখ মা! স্পষ্ট ক'রে বল তোমার উদ্দেশ্য কি?

চন্দ্রা। আমার উদ্দেশ্য পূরণের পথে অনেক বাধা পূজারী, তাই আমি সে আশা ছেড়ে ছুটে এসেছি এই মহান্ উৎসর্গের পথে। বলি গ্রহণ কর পূজারী—

আপস্তম্ভ। মা! আমার বড় অহঙ্কার ছিল যে, অগ্নিদেবের পূজারী আপস্তম্ভকে উদ্যত বেত্রহস্তে দাড়িয়ে রক্ত চক্ষ দেখিয়ে আদেশ করতে পারে, এমন শক্তিমান সাহসিক কেউ নেই। আজ তুই-ই আমার সে দর্প চূর্ণ ক'রে দিলি, আজ আমি তোর নারীত্বের মাতৃত্বের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করছি—সকাতরে অনুরোধ করছি বল্ মা, কিসের অসহনীয় মর্ম্ম-ব্যথায় ক্ষিপ্তা হ'য়ে স্নেহময়ী জননী হ'য়েও আজ তুই রাক্ষসী হয়েছিস্ রক্তমুখী পিশাচীর মত সন্তানের রক্ত পান করতে উন্মাদিনী হ'য়ে ছুটে এসেছিস্?

চন্দ্রা। ব্যথা! বুঝতে পারবে কি পূজারী আমার কিসের ব্যথা? বুকের রক্ত দিয়ে গড়া সন্তানের রক্ত পান করতে কেন আমি আজ রাক্ষসী হ'য়েছি? এর কারণ—অগ্নি-উপাসকের চির-শত্রু ক্ষত্রিয়ের নির্ম্মম আচরণ!

আপস্তম্ভ। [সদর্পে উঠিয়া] ক্ষত্রিয়ের নির্ম্মম আচরণ!

চন্দ্রা। জীবনে একটা ভুল ক'রেছিলুম—সেই এক ভুলের জন্য আজ আমি স্নেহ, মমতা, ধর্ম্ম, নারীত্ব, সব বিসর্জ্জন দিয়ে মানবী থেকে পিশাচী হ'য়েছি।

আপস্তম্ভ। ক্ষত্রিয়ের আচরণ—ক্ষত্রিয়ের আচরণ!

চন্দ্রা। হ্যাঁ ক্ষত্রিয়—স্বার্থান্বেষী হীন ক্ষত্রিয়! যৌবন-সুলভ চপলতায় আমার দুর্ব্বল বালিকা-হৃদয় আকৃষ্ট হ'য়েছিল এক স্বার্থান্ধ ক্ষত্রিয় রাজকুমারের প্রতি। সে বিবাহ করবে ব'লে আমায় প্রলুব্ধ করেছিল। ভবিষ্যৎ সুখের আশায় আমি তার মিথ্যা প্রলোভনে ভুলেছিলুম। তারপর যখন বুঝলুম আমি সন্তান-জননী হ'তে চলেছি, তখন আমি তাকে বিবাহ করবার জন্য অনুরোধ করলুম—কিন্তু স্বার্থপর নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়—

আপস্তম্ভ। প্রত্যাখ্যান করলে? কি ব'লে প্রত্যাখ্যান করলে?

চন্দ্রা। আরণ্য-বর্ব্বর—হীন অনার্য্য-কন্যার সঙ্গে আর্য্য-কুল-গৌরব ক্ষত্রিয়-রাজকুমারের বিবাহ অসম্ভব! মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতা আমার সে আঘাত সইতে পারলেন না—শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আমায় অভিশাপ দিয়ে গেলেন, সেই দিন থেকে আমি আশ্রয়হীনা—সহায়হীনা—পথের কুক্কুরী। শুনলে ত পূজারী আমার জীবন-কাহিনী! এইবার নাও, ক্ষত্রিয়-সন্তানকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দাও।

আপস্তম্ভ। দাও, [শিশুকন্যাকে বক্ষে লইয়া] বলি গ্রহণ করলুম নারী—কিন্তু আমি বলি দেবো না। তবে আত্ম-বলিদানের মন্ত্র শেখাবো এই শিশুকে, দাম্ভিক ক্ষত্রিয়ের দর্প চূর্ণ করতে এই শিশু হবে ভবিষ্যতে অগ্নি-মন্দিরের পূজারিণী।

[অগ্রে আপস্তম্ভ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মগধ রাজ-প্রাসাদ।

মহামায়া ও ঘটীরাম।

মহামায়া। তোমার সেই মধুর কীর্ত্তন একখানা শোনাও ত বাবা!

ঘটীরাম। আজকাল হরিনাম কীর্ত্তন ছেড়ে দিয়েছি মা।

মহামায়া। কেন?

ঘটীরাম। মহারাজের আদেশ—রাজ্যে কেউ হরিনাম করতে পাবে না!

মহামায়া। সে আদেশ আমার জন্য নয়। তুমি গাও—

গীত।

ঘটীরাম।—

কটিতটে তোর কে পরালো ধটি,
চরণ কে দিল রাঙিয়া।
কে দিল পরায়ে শিরে শিখিচূড়া,
অঙ্গে রঙিন আভিয়া॥
কে তোরে সাজালো রাখাল সাজে,
করেতে পাঁচনী কাদের বাছনী
পাঠাইল গোঠে বিহনে কি কাজে
শাওনে ভরা গাঙিয়া॥

শালিবানের প্রবেশ।

শালিবান। কে তুই দুর্ব্বৃত্ত আমার আদেশ অমান্য ক'রে প্রাসাদের ভেতর—একি মা! তোমারই আদেশ বোধ হয়?

মহামায়া। হরিনাম গান করছে? হ্যাঁ, আমারই আদেশ। তাতে হ'য়েছে কি বৎস?

শালিবান। আমি রাজ্যে হরিনাম-গান নিষেধ করেছি আর তুমি—

মহামায়া। আর আমি—বল পুত্র থাম্‌লে কেন—বল আমি তোমার সে আদেশ অমান্য ক'রেছি, ব্যস্ এইত? না এ ছাড়া—আরও কিছু তোমার বক্তব্য আছে?

শালিবান। আর কিছু নেই—কিন্তু যা ক'রেছ তা অন্যায়।

মহামায়া। কিন্তু এ আদেশ আমার জন্য নয় শালিবান।

শালিবান। শুধু তুমি নহ মাতা!
এ আদেশ মোর
সমগ্র প্রজার তরে।

মহামায়া। দাম্ভিক নৃপতি! পেয়ে রাজাসন
দুঃসাহস বাড়িয়াছে তব,
তাই লঘু গুরু ভেদাভেদ ভুলি
মাতারে আদেশ কর?

শালিবান। ভুল কেন বুঝিতেছ মাতা?
অন্তঃপুর মাঝে, আমি তব
স্নেহের নন্দন—
আজ্ঞাধীন চরণ সেবক!
কিন্তু মাতা!
মগধের পুণ্য সিংহাসন—
শুধু তুমি—আমি নই,
সম্মুখে যাহার—আভূমি হইবে নত

রাজ্যবাসী সবে।
যে আসনে বসেছেন
মগধের পুণ্যশ্লোক নরপতিগণ
পিতা পিতামহ আদি,
সম্মান সে আসনের
নহেক আমার মাত্র !

মহামায়া — হ'তে পারে।
সেই সম্মানের অধিকারী তুমি ততক্ষণ
যতক্ষণ ক্ষুণ্ণ নাহি হয় তব করে
ন্যায়ের মর্য্যাদা।

শালিবান — মা ! মা !
এ কি অনুযোগ তব ?
চিরদিন ন্যায়বান রাজা শালিবান
কবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে— বল গো জননী,
কোন্ স্বার্থ হেতু ন্যায়ের মর্য্যাদা ?

মহামায়া — নাহি প্রয়োজন পুত্র অন্য প্রমাণের।
স্বার্থপূর্ণ আদেশ তোমার—
ক্ষুণ্ণ করিয়াছে ন্যায়ের মর্য্যাদা !
ভিন্ন মতে ভিন্ন পন্থী জগতে মানব।
কেহ শক্তি উপাসক,
সকাম সাধনা ল'য়ে
করিতেছে জীবন যাপন।
বিষ্ণুভক্ত কোন মহাজন—
প্রবর্ত্তক অহিংস নীতির

নিষ্কাম সাধনায় রত।
বল ন্যায়বান রাজা!
কোন্ অপরাধে বৈষ্ণব সাধক
আপনার ইষ্ট মন্ত্র ভুলি
শক্তির সাধক হবে—তোমার আজ্ঞায়?

শালিবান। প্রকৃত ভক্তের তরে
নহে এ আদেশ মাতা।
প্রকৃত বৈষ্ণব যেই—
তার কাছে শ্যাম শ্যামা নাহি ভেদাভেদ।
আদেশ আমার
নহে মাগো অন্তরায় তাঁর সাধনায়।
চেয়ে দেখ মাতা!
বিলাস ব্যসন-প্রিয় ক্ষত্রিয়-সন্তান,
ভুলিয়াছে কর্ত্তব্য আপন,
দিবানিশি রয়েছে ডুবিয়া
প্রমোদ পল্বল মাঝে,
দিনে দিনে হইতেছে শক্তিহীন।
এ আদেশ মোর
জাগাতে তাদের শুধু।

মহামায়া। কিন্তু রাজ-অন্তঃপুর মাঝে
এ আদেশ কেন পুত্র?

শালিবান। রাজ্যের বাহিরে নয় রাজ-অন্তঃপুর,
তাই এ আদেশ মাতা!
মগধের রাজমাতা ক্ষত্রিয়াণী তুমি,

তুমি যদি না দেখাও পথ,
কাহার আদর্শে মাগো
রাজ্যবাসী ক্ষত্রিয়-নন্দন
জনে জনে হবে শক্তির সাধক ?
কবে কোন্ সুদূর অতীতে
হয়েছিল খাণ্ডব দাহন,
নির্য্যাতিত অনার্য্যের দল,
অত্যাচার প্রতিবিধিৎসিতে তার
আজিও করিছে প্রাণপণ —
আর্য্যের নিধন হেতু ।
দিকে দিকে নানা ভাবে
অনার্য্য সকল সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে
আছে শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় ।
আপস্তম্ভ অগ্নি-উপাসক
তার মাঝে একজন,
নামে সে পূজারী অগ্নি-মন্দিরের,
কিন্তু উদ্দেশ্য তাহার—ক্ষত্রিয়দলন ।
তাই সন্দ জাগে সদা মনে,
কোন্ দিন সুযোগ বুঝিয়া
আক্রমণ করিবে মগধ ।
ভেবে দেখ মাতা—
ক্ষাত্রশক্তি যদি এইভাবে
দিনে দিনে লুপ্ত হ'য়ে যায়,
কি হইবে ক্ষত্রিয়ের পরিণাম ?

মগধ-শাসন-দণ্ড কতক্ষণ রবে মাতা
তোমার পুত্রের করে ?

মহামায়া। যদি তাই হয় -বুঝিব তখন
কিষণজীর ইচ্ছা তাহা।
দ্বিতীয় পরশুরাম অবতীর্ণ ধরাতলে
নিঃক্ষত্রিয় করিতে ধরণী।

শালিবান। ক্ষত্রিয়াণী ! এই কি প্রাণের কথা তব ?
কিম্বা ঘোর নিরাশায়
আর্ত্তনাদ—ভগ্ন-হৃদয়ের ?
শক্তিহীন নহে মাগো পুত্র তব।
চাই শুধু আশীষ তোমার,
করো না —করো না দেবী,
আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত সন্তানে।
মুমূর্ষু ক্ষত্রিয়কুল আজি,
রক্ষা কর, রক্ষা কর দেবী তাহাদের।

ঘটারাম। মহারাজের যুক্তি অসঙ্গত নয় মা !

মহামায়া। অসঙ্গত না হ'লেও এ অন্যায়—স্বার্থের জন্য তুমি যে কারো ধর্ম্মে আঘাত করবে -এ আমি সইতে পারবো না।

শালিবান। স্বার্থ ? এখানে আমার স্বার্থ কোথায় দেখলে মা ?

মহামায়া। কেন পুত্র—স্বার্থ তোমার ঐ সিংহাসন ! ঐ সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে চাও—এই অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়ে ?

শালিবান। রাজ-আজ্ঞা পালন করতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সকলেই বাধ্য !

মহামায়া। ভুলে যেও না শালিবান, আমি তোমার মা—আর আমার জন্যই আজ তুমি মগধ-সিংহাসনে ! নইলে --

শালিবান। ফিরিয়ে নাও মা তোমার অনুগ্রহের দান এই রাজ-মুকুট। যেখানে রাজদণ্ড পরিচালনা করতে পরমুখাপেক্ষী হ'তে হয়—তেমন রাজা হ'তে আমি চাই না।

মহামায়া। বেশ, অবসর নাও শালিবান। মগধের রাজদণ্ড পরিচালনা করবার যোগ্য লোকের বোধ হয় অভাব হবে না।

শালিবান। শিরোধার্য্য আদেশ তোমার।
স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি গো জননী,
পারিব না তব আজ্ঞা করিতে হেলন।
এই নাও মাতা—
তোমার কৃপার দান এ রাজ-মুকুট
রাখিলাম তব পদতলে। [মুকুট রাখিয়া]
রাজদণ্ড ইচ্ছামত কর মা চালনা,
মগধের দীন প্রজা আমি—
রাজ্যের কল্যাণ হেতু
চলে যাই—আঁখি যথা লয়ে যায়।
তবে যাইবার আগে
বলে যাই জননী তোমায়—
বহু কষ্টে, বহু যত্নে রাজ্যবাসী জনে
শক্তি-মন্ত্রে করেছি দীক্ষিত,
ক'রনা ক'রনা ব্যর্থ সে সাধনা মোর
প্রশ্রয় দানিয়া এই ভিক্ষুকের দলে।

প্রস্থান]

ঘটীরাম। কি করলে মা—কি করলে ?

মহামায়া। যা ক'রেছি কর্ত্তব্য মনে ক'রেই ক'রেছি—তুমি এখন যাও—আমায় ভাবতে দাও।

[ঘটীরামের প্রস্থান]

শোভার প্রবেশ।

শোভা। দাদাকে কোথায় তাড়িয়ে দিলে মা?

মহামায়া। জানি না—বিরক্ত করিস্‌নি—তুই যা!

শোভা। কেন যাবো? আমিও রাজকন্যা; অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার অধিকার আমারও আছে।

মহামায়া। শোভা!

শোভা। চোখ রাঙাচ্ছো মা? কিন্তু আমি তাতে ভয় পাবো না! আমি যে তোমারই মেয়ে! তোমারই আদর্শে গঠিত! একবার ভেবে দেখ দেখি মা! আজ এ তুমি কি করলে? কি অপরাধ করেছেন দাদা—যার জন্য তুমি তাঁর প্রতি আজ এই অন্যায় রূঢ় আচরণ করলে? যে মগধের রাজ-মুকুট তুমি স্বহস্তে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলে, আজ কোন্ প্রাণে মা হ'য়ে সন্তানের মাথা থেকে সেই মুকুট ছিনিয়ে নিলে?

মহামায়া। সংযত হ'য়ে কথা ক' শোভা—নইলে—

শোভা। নইলে কি করবে মা? শাস্তি দেবে? কি শাস্তি দেবে মা? আমার ত আর রাজ্য নেই—রাজ-মুকুটও নেই যে ছিনিয়ে নেবে? সম্বলের মধ্যে আছে শুধু এই বিশাল প্রাসাদের একটা ক্ষুদ্র কক্ষ—আর তোমার করুণার দান গ্রাসাচ্ছাদন। চাই না মা তোমার এ করুণার দান। তোমার এই মগধরাজ্যে দুটী ভাগ্য-তাড়িত ভাই ভগ্নীর স্থান না থাকলেও, এই বিশাল বিশ্বের মুক্ত বক্ষে তাদের স্থান আছেই। [গমনোদ্যতা]

শালিবানের পুনঃ প্রবেশ।

শালিবান। শোভা!

শোভা। বাধা দিও না দাদা, সঙ্গে না নাও—পথ ছেড়ে দাও।

শালিবান। ক্ষুদ্র বালিকা তুই, ঐশ্বর্য্যের কোলে পালিতা রাজ-নন্দিনী, তুই কোথা যাবি বোন ?

শোভা। কষ্টের কথা বলছো দাদা ? মগধের রাজ-চক্রবর্ত্তী রাজা যদি সকল দুঃখ, সকল কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিতে পারে, তবে আমি পারবো না কেন দাদা ? আমি যে তোমারই বোন।

শালিবান। তবে আয় অভাগিনী বোনটি আমার, তোরও যে পথ—আমারও সেই পথ।

[শোভার হাত ধরিয়া প্রস্থান]

মহামায়া। এই সন্তান! এই সন্তানের জন্যই স্নেহান্ধ বাপ মা তাদের সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় শুধু অপত্য! অথচ এই অপত্যের একমাত্র অধিকারী যারা, তারা তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা দেখাতে সেদিকে একবারও ফিরে চায় না। কিন্তু এ মনস্তাপ আমাকে সইতেই হবে—যতই দুঃসহ হোক্; কারণ—আমি তাদের মা, এইমাত্র আমার অপরাধ।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্মশান-কালীর মন্দির।

দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া ঘটীরাম গাহিতেছিল।

গীত।

যশোদা নাচাতো তোরে ব'লে নীলমণি,
সেরূপ লুকালি কোথা করাল-বদনী ॥
কে নিল তোর পীতধটী পরালো মেখলা,
কেড়ে নিয়ে বনমালা দিল নরমুণ্ডমালা,
ব্রজবাসীর প্রাণ উদাসী,
কোথা গেল মোহন বাঁশী,
করে অসি কে দিল তোর রাখাল বাছনি ॥
কাবে দিলি শিখিচূড়া,
কেনরে কেশ এলো করা,
কে তোর হাসি হ'রে নিল, কেন হ'লি উন্মাদিনী ॥

দারুকেশ্বরের প্রবেশ।

দারুকেশ্বর। কালী তরাও—কালী তরাও--কালী কপালকুণ্ডলে মা [ঘটীরামকে দেখিয়া] একি বাবা—তুমি আবার কি পদার্থ? চাকুম চুকুম ভেকধারী -কেমন? ও সেনাপতি মশায়, এই দিকে —এই দিকে—একখানে একজন—একখানে একজন।

অরুণাক্ষের প্রবেশ।

অরুণাক্ষ। কৈ কোথায়?

দারুকেশ্বর। এই যে কালীমন্দিরে বেটা ঘটীচোর!

ঘটীরাম। আমি ঘটীচোর নই—আমি ঘটীরাম।

দারুকেশ্বর। ব্যস—ব্যস, তাহ'লেই হ'ল সেনাপতি মশায়।

অরুণাক্ষ। তুমি আমার বন্দী।

দারুকেশ্বর। আগে বন্দী করুন সেনাপতি মশায়—এই সব ঘটীচোর ব্যাটারা ভারি ফন্দিরাজ!

অরুণাক্ষ। এসো এদিকে!

[ঘটীরাম নিকটে আসিল]

দারুকেশ্বর। [ঘটীরামের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] ছাপকাটা, কচ্ছবিহীন, গলায় কাঠের ঢোলক, কপালে হাঁড়ীকাঠ, মাথায় টিকি, কাঁধে কুঁড়োজালি—একেবারে হু-বহু মিলে যাচ্ছে! সেনাপতি মশায়, এ আলবৎ ঘটীচোর।

ঘটীরাম। আমি ঘটীরাম।

দারুকেশ্বর। হুঁ বাবা, হ'তেই হবে—তুমি ঘটীচোর—নাম ভাঁড়িয়ে বলছো ঘটীরাম! বুঝেছেন সেনাপতি মশায়?

অরুণাক্ষ। তুমি মহারাজের আদেশ শুনেছ?

দারুকেশ্বর। যারা তোমার মত ঘটীচোর, তারা যদি শক্তিমন্ত্র না নেয়, তাদের ধ'রে ধ'রে কোতল করা হবে।

অরুণাক্ষ। মহারাজের রাজত্বে বৈষ্ণবের স্থান নেই—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ নিষেধ।

দারুকেশ্বর। বল বাবা ঘটীচোর, তুমি আমাদের মত শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হবে? কারণ চালাবে—মাংস ওড়াবে—দিব্বি মেটুলী চচ্চড়ী দিয়ে—চাই কি তাড়ির হাঁড়ি সাফ করতে পারো! দিব্বি মজায় থাকবে

বাবা, দিব্বি মজায় থাকবে! যদি হাঁড়িকাঠে মাথা দিতে না চাও, তাহ'লে আমাদের মত হও, কি বল?

ঘটীরাম। না।

দারুকেশ্বর। পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে! শাস্ত্রবাক্য কি মিথ্যা হয়! সেনাপতি মশায়, আর দেখছেন কি? হুকুম করুন, ব্যাটা ঘটীচোরকে জাগ্রত মায়ের সামনে বলি দেবার ব্যবস্থা ক'রে ফেলি।

অরুণাক্ষ। তুমি প্রাণের ভয় কর না?

ঘটীরাম। না—না!

দারুকেশ্বর। আরে ম'লো—সেই এক কথা শিখে রেখেছেন—না! আরে এ না-য়ের মানে বুঝিস্? কাঁচা মাথাটি কুচ ক'রে উড়িয়ে দেবে!

অরুণাক্ষ। তুমি ধর্ম্মত্যাগ করবে না?

ঘটীরাম। কখনই না!

অরুণাক্ষ। যদি তোমায় রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন করি?

ঘটীরাম। তথাপিও না!

অরুণাক্ষ। যদি তোমায় মৃত্যুদণ্ড দিই?

ঘটীরাম। তবুও না।

দারুকেশ্বর। আরে ম'লো; তবুও বলে 'না'।

অরুণাক্ষ। অবাধ্য ভিক্ষুক! তোমার প্রাণদণ্ড হবে!

শোভার হাত ধরিয়া শালিবানের প্রবেশ।

শালিবান। না বৈষ্ণব—মুক্ত তুমি, আমি আমার আদেশ প্রত্যাহার করেছি। অরুণাক্ষ, আজ হ'তে রাজ্যে বৈষ্ণবদের উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়—এই আমার অনুরোধ।

অরুণাক্ষ। মহারাজ—

শালিবান। আমি আর মহারাজ নই অরুণাক্ষ, রাজ্যেশ্বরী এখন আমার মা। আয় শোভা—

[শোভার হাত ধরিয়া প্রস্থান]

দারুকেশ্বর। এ কি রকমটা হ'লো সেনাপতি মশায় ?

অরুণাক্ষ। বুঝতে পারছি না, চল—উপস্থিত আমাদের কার্য্য শেষ।

দারুকেশ্বর। যা বেটা ঘটীচোর, এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলি !

[অরুণাক্ষ ও দারুকেশ্বর চলিয়া গেল, ঘটীরাম পূর্ব্ব গীতাংশ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল]

চতুর্থ দৃশ্য।

অগ্নি-উপাসকগণের উৎসব-মণ্ডপ।

উৎসববেশপরিহিতা রমণীগণের প্রবেশ ও নৃত্য-গীত

গীত।

গোরি মাটীর পাথে লো—
ঐ বাজে শোন্ মাদল কাড়া
আর বাঁশের বাঁশী।
মন লাগে না রইতে ঘরে
চল্ না লো সব দেখে আসি॥
সেই পুরাণো ঘর গোছানো,
নিত্য রান্না-বান্না,

হুকুম তামিল সাত সতেরো—
সইবো কত—আর না,
জীবনটা যে ভার হ'ল সই,
মন হ'লো লো উদাসী ॥
আজ আমাদের কাজের ছুটী,
চলনা খুঁজে দেখি জুটী,
গুটী গুটী ফিরবো ঘরে
মনোচোরার হাতটী ধ'রে—
নেচে গেয়ে হাসি মুখে, আমরা রূপসী ॥

[সকলের প্রস্থান]

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। আনন্দ কর—উৎসব কর। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন, দীর্ঘ শতবর্ষ পরে আজ যে দিন এসেছে---এমন দিন আমাদের জীবনে হয়ত আর আসবে না। এই মহান্ উৎসবের আনন্দ আমাদের প্রথম আর এই শেষ! ইষ্টদেবতার কাছে নিজের কামনা জানিয়ে পবিত্র চিত্তে আহুতি দাও।

দ্রুতবেগে আপস্তম্ভের প্রবেশ।

আপস্তম্ভ। আগা-গোড়াই ভুল হ'য়ে গেছে দেবদত্ত—আগা-গোড়াই ভুল হ'য়ে গেছে। আজকের সব আয়োজন ক'রেছ সত্য, কিন্তু আগামী শুক্লা অষ্টমীর আহুতির জন্য বলির ব্যবস্থা কি ক'রেছ? পশুবলি চলবে না—নর-বলি দিতে হবে। যেমন তেমন নর-বলি নয়, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দের দমন করতে ক্ষত্রিয়-বলি চাই! সে বলি সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা করেছ কি?

দেবদত্ত। সে আদেশ ত পাইনি প্রভু, তবে 'বলি' আমি পূর্ব্ব হ'তেই সংগ্রহ ক'রে রেখেছি !

আপস্তম্ভ। সংগ্রহ ক'রেছ দেবদত্ত—সাবাস্ ! ক্ষত্রিয়-বলি—সংগ্রহ করেছ নিশ্চয়ই !

দেবদত্ত। না প্রভু ; আমার সংগৃহীত বলি ক্ষত্রিয় নয়—চণ্ডাল।

আপস্তম্ভ। চলবে না দেবদত্ত, ক্ষত্রিয় চাই—ক্ষত্রিয় চাই—শুক্লা অষ্টমীর বলি কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র চলবে না। যাও দেবদত্ত ! বলির অনুসন্ধান কর—এখনই—এই মুহূর্ত্তে। মনে রেখো—নর-বলি—নারী নয় !

দেবদত্ত। যথাদেশ। [গমনোদ্যোগ]

আপস্তম্ভ। শোন দেবদত্ত, শুধু ক্ষত্রিয় হ'লে চলবে না—সুন্দর সুশ্রী যুবা চাই।

দেবদত্ত। যথাদেশ—[পুনঃ গমনোদ্যোগ]

আপস্তম্ভ। শোন, আর সে যুবা হবে রাজ-বংশজাত।

দেবদত্ত। এ যে অসম্ভব প্রভু !

আপস্তম্ভ। অসম্ভবকেই সম্ভবে পরিণত করতে হবে দেবদত্ত—আমাদের লক্ষ্যই তাই—অসম্ভকে সম্ভব করা।

দেবদত্ত। একটা মাস মাত্র সময়, তাই আশঙ্কা হচ্ছে যদি সফলকাম না হই !

আপস্তম্ভ। বিরোচন—

বিরোচনের প্রবেশ।

আপস্তম্ভ। তুমি পারবে বিরোচন ?

বিরোচন। কি করতে হবে প্রভু ?

আপস্তম্ভ। আগামী শুক্লা অষ্টমীর রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে অগ্নি-

দেবতার পূর্ণাহুতি দিতে রাজবংশীয় সুশ্রী যুবা ক্ষত্রিয় বলির প্রয়োজন। সংগ্রহ করতে পারবে বিরোচন ?

বিরোচন। আগামী শুক্লা অষ্টমীর রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে! এত অল্প সময়ে প্রভু ? সাধারণ নর-বলি নয়—রাজবংশজাত ক্ষত্রিয় ?

আপস্তম্ভ। অপদার্থ! এই অগ্নি-উপাসক-সঙ্ঘের মধ্যে এমন লোক কি কেউ নেই—যে আগামী শুক্লা অষ্টমীর রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে দেবতার পূর্ণাহুতি দিতে রাজবংশীয় সুশ্রী সুন্দর ক্ষত্রিয় যুবা সংগ্রহ করতে পারে ?

মন্দারের প্রবেশ।

মন্দার। আমি পারি প্রভু!

আপস্তম্ভ। যা কেউ পারলে না, ক্ষুদ্র বালক তুই, সেই অসম্ভব করবি ?

মন্দার। পরীক্ষা করুন প্রভু—

আপস্তম্ভ। পরীক্ষা! পরীক্ষা করবার সময় কৈ ? কিন্তু মন্দার, মনে থাকে যেন—নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বলি সংগ্রহ না করলে আমার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হবে।

মন্দার। যদি সক্ষম না হই, আমি নিজেকে আহুতি দেবো প্রভু।

আপস্তম্ভ। হাঁ, বুঝলুম—বালক হ'লেও তুই-ই পারবি! তবে যা মন্দার, বলি সংগ্রহে এখনি যাত্রা কর্—আমি তোরই উপর এই গুরুভার ন্যস্ত ক'রে নিশ্চিন্ত রইলুম।

[মন্দারের প্রস্থান]

আপস্তম্ভ। এসো দেবদত্ত!

[আপস্তম্ভ ও দেবদত্তের প্রস্থান]

বিরোচন। অদ্ভুত খেয়াল! অসম্ভবকে সম্ভব করতে চান! দেখা যাক্।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

বন-পথ।

একজন সাপুড়ে ভেঁপু বাজাইয়া সর্প অনুসন্ধান করিতেছিল।

সাপুড়ে। লাগ্—লাগ্—লাগ্ ভেল্কী লাগ্; লাগ্ মন্তর লাগ্; এহি জঙ্গলমে বিষওয়ালা সাপ, যে যেথাকে আছিস্ কেউ কুথাও না ভাগ্—কেউ কুথাও না ভাগ্। ঠাকুরজী বলিয়েছে ভারি বক্‌শিস্ মিলবে; ওহি লেগে একটা কালনাগিনীর হামার ভারি দরকার। [পুনরায় ভেঁপু বাজাইয়া] আরে কালনাগিনী, কোথা তু, বেরিয়ে পড়্—বেরিয়ে পড়্—জল্‌দি বেরিয়ে পড়্। তোকে যে হামার ভারি দরকার রে, ভারি দরকার। বেরিয়ে পড়্—বেরিয়ে পড়্—বেরিয়ে পড়! ঠাকুরজী বলিয়েছে, কালি-শঙ্খিয়া বানাতে হবে, ওহি লেগে তুহারে হামার ভারি দরকার—[চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান]

বালকবেশিনী শোভার হাত ধরিয়া শালিবানের প্রবেশ।

শালিবান। অমন কচ্ছিস্ কেন শোভা, তোর কি বড় কষ্ট হচ্ছে? এ কষ্ট ভোগের জন্য দায়ী তুই নিজে! ঐশ্বর্য্যকে পদাঘাত ক'রে স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ ক'রে নিয়েছিস্—এখন আর [মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া] আছে—এখনও পথ আছে—তুই ফিরে যাবি শোভা?

শোভা। রাজ্যেশ্বর শালিবান যদি সব সইতে পারে, তবে আমি

তার সহোদরা হয়ে পারবো না কেন? আমি ও কথা একবারও ভাবিনি —আমি—উঃ—আর পারছি না—দাদা—

শালিবান। কি হ'য়েছে তোর? কি পারছিস্ না? দেখি—দেখি—তোর হাত পা অমন নীল হয়ে উঠলো কেন শোভা? মুখখানাও যে কেমন কেমন মনে হচ্ছে! নে, বোস্ এইখানে—[উভয়ে উপবেশন করিলেন]

শোভা। উঃ, দাদা—[শালিবানের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল]

শালিবান। শোভা—শোভা! কি হ'ল তোর? বল আমায়—

শোভা। ঐ পথে আসতে আসতে স্নিগ্ধ মসৃণ কিসের উপর অন্যমনস্ক ভাবে পা দিয়েছিলুম, তারপর মনে হ'লো যেন কি আমার পায়ে দংশন করলে! গ্রাহ্য না ক'রে এই পথটুকু চলে এলুম, আর ত পারছি না দাদা—আমার মাথায় আগুন জ্বলছে—বুঝি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলে গেল! দাদা—দাদা—এ বুঝি সর্পাঘাত! ওঃ—

শালিবান। সর্পাঘাত! তাইতো, এখনো যে তোর পায়ের আঙ্গুলে রক্তবিন্দু—নীল হ'য়ে গেছে! হতভাগী, এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন? বিষ যে সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়েছে। কি করি? আর যে উপায় নেই; কি করলি হতভাগী—কি করলি!

শোভা। ঈশ্বর যা ক'রেছেন—ভালর জন্যই ক'রেছেন। আমি তোমার পায়ের বেড়ী হয়েছিলুম; এখন তুমি মুক্ত—স্বাধীন। আর আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি চল্লুম—পায়ের ধুলো দাও দাদা—আশীর্ব্বাদ কর দাদা—ওঃ, বড় যন্ত্রণা! সব জ্বলে গেল—সব জ্বলে গেল! ওঃ, মা—[সংজ্ঞা হারাইল]

শালিবান। শোভা—শোভা—বোনটী আমার! চলে গেছে; রাজনন্দিনী নিদারুণ দুঃখের জ্বালা সইতে পারবে না ব'লে—আগে থেকেই

নিজের পথ বেছে নিয়েছে। ঈশ্বর—ঈশ্বর! কখন তোমার কাছে কোন প্রার্থনা করিনি—আজ আমার এই একটী প্রার্থনা পূর্ণ কর—আমার শোভাকে ফিরিয়ে দাও! শোভা—শোভা! নেই—শোভা নেই! কি করি? আর ত ফিরবে না শোভা—তবে আর কিসের মায়া? পুড়িয়ে ফেলি—পুড়িয়ে ফেলি শোভার পার্থিব সকল স্মৃতি, জ্বলন্ত আগুনে দেহের সঙ্গে তার সমস্ত স্মৃতি জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্। না—না—তা তো পারবো না, এই শোভাকে যে আমি এতটুকু থেকে বুকে ক'রে এত বড়টী ক'রেছি; এই নবনীত কোমল দেহ আগুনে পোড়াতে পারবো না—প্রাণ থাক্‌তে আগুনে পোড়াতে পারবো না—মরবার আগে সে আগুনের জ্বালা অনুভব ক'রেছিল—হয়ত তার সে জ্বালা দ্বিগুণ বেড়ে উঠবে। ঐ স্নিগ্ধ সলিলা তরঙ্গিনী কুলুকুলু রবে বয়ে যাচ্ছে। বড় জ্বালায় জ্বলেছে শোভা, তরঙ্গিনীর স্নিগ্ধ বক্ষে আশ্রয় পেলে তার সব জ্বালা জুড়াবে। তাই করি—তাই করি। শোভা! বড় জ্বালায় জ্বলেছিস্, চল, দেখি যদি তরঙ্গিনীর চির-স্নিগ্ধ শান্তিময় কোলে তোর সে তীব্র জ্বালার এতটুকু উপশম হয়।

[শোভার সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া লইয়া প্রস্থান]

এক হস্তে একটা জীবন্ত সর্প, অপর হস্তে ভেঁপু এবং স্কন্ধে ঝাপি লইয়া সাপুড়ের পুনঃ প্রবেশ।

সাপুড়ে। এইবার তুহারে পাইয়েছি রে কালনাগিনী, এইবার তুহারে পাইয়েছি—আর তু যাবি কুথাকে? তুহারে লিয়ে বড় জরুরী কাম আছেরে—বড় জরুরী কাম আছে। তুহার জহর চাই, কালি-শঙ্খিয়া বানাতে হবে! ঠাকুরজী মাঙিয়েছে; তাইতো তুহারে ঢুঁড়ছিল! তুহার কুচ্ছু তক্‌লিক্ হোবে না! তু হামার কব্জিতে কাট্‌বি,

খুন নীল হোবে; ওহি খুন লিয়ে কালিশঙ্খিয়া বানাবো! [সহসা নদীর দিকে দেখিয়া] আরে, ওটা কি রে! দরিয়ার জলে একবার ডুবছে—একবার উঠছে? দেখতে হোবে—আরে কালনাগিনী! তু থাক্ ঝাঁপির ভেতর—হামি দেখবে ওটা কি!

[সর্পটাকে ঝাঁপির ভেতর রাখিয়া দ্রুত প্রস্থান]

সর্পের ঝাঁপি মস্তক রাখিয়া গীতকণ্ঠে
বেদিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

মোরা সাপ ধরি আর সাপ খেলাই
বন-বাদাড়ে রই।
আবরু ঘেরা ঘরের মোরা
পোষা চিড়িয়া নই॥
সাপের ওঝা মাগী, মরদ,
ছাওয়াল সমান সাপে দরদ,
বিষ নামাতে নিইনা কড়ি—
দেয় দুয়া মনসা মাই॥

[সকলের প্রস্থান]

———

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নদীতীর।

শোভার সংজ্ঞাহীন দেহ লইয়া সাপুড়ে প্রবেশ করিয়া শোভার দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

সাপুড়ে। সাপে কেটেছে! মনে করেছে মরিয়ে গেছে, তাই ইহারে দরিয়ায় ফেলিয়ে দিয়েছে! দুনিয়ার লোকগুলো কি বোকা! কোন্ সাপ কাটলো? যদি এই জঙ্গলে কাটিয়ে থাকে, তবে সে সাপ হামার ঝাঁপিতে আছে! দেখি—[ঝাঁপি হইতে একটির পর আর একটি সাপ বাহির করিয়া] কি রে তু কাটিয়েছিস্? [পরে অবশিষ্ট সাপটি বাহির করিয়া বলিল] কালনাগিনী! তু কাটিয়েছিস্? সব জহরটুকু উহার গায়ে ঢালিয়ে দিয়েছিস্? আরে করিয়েছিস্ কি? নে—নে জহর তুলিয়ে নে, নইলে শঙ্খিয়া বানাতে জহর দিবি কুথা থেকে? [সেই সাপটির মুখ শোভার পায়ের ক্ষতস্থানে ধরিল, সর্পটী সমস্ত বিষ তুলিয়া লইল] ব্যস, ঠিক হইয়েছে। [সর্প ঝাঁপিতে রাখিয়া] এইবার বাঁচিয়ে গেল! আরে লেড়কী, তু ওঠ—বাত কর হামার সাথে!

শোভা। [সংজ্ঞালাভ করিয়া] এ্যাঁ, একি! আমি কোথায়? দাদা—দাদা—

সাপুড়ে। কোই নেইরে কোই নেই, তুহারে সাপে কাটিয়েছিল—দরিয়ার জলে ভাসিয়ে যাচ্ছিলি—হামি তুহারে বাঁচায়েছে—এখন তু হামার—তু চল্ হামার সাথে।

শোভা। তোমার সঙ্গে আমি কোথায় যাবো? তুমি আমায় দাদার কাছে পাঠিয়ে দাও।

সাপুড়ে। না—না, সেটি হোবে না, তারা তুহারে ফেলিয়ে দিয়েছে,

কি জোর আছে তাদের তুহারে লিয়ে যেতে? তু এখন হামাদের— বেদিয়া লোকের। হামাদের জাত ছোটা ব'লে তু-লোক হামাদের দেখতে পারিস্‌নি—হামাদের জাত বি এক রোজ বড়া হোবে।

শোভা। আমি তোমার সঙ্গে যাবো না—বেদের দলে কখন যাবো না। আমি ক্ষত্রিয়—তোমাদের সংস্পর্শে থাক্‌লে আমার জাতি ধর্ম্ম সব যাবে। আমি কিছুতেই যাবো না।

সাপুড়ে। কি বল্লি—ধরম যাবে? আরে ছোঃ-ছোঃ! এতো ছোটা দিল্ তুহার? বেদিয়ালোক মানুষ না আছে? তাদের ধরম নেই বল্‌তে চাস্? না, হামি শুনবে না, হামি তুহারে বাচায়েছে, তু হামার— তু আলবৎ যাবি হামার সাথ্।

শোভা। তবে তুমি তোমার ঝাঁপি খুলে সাপ ছেড়ে দাও; আমায় আবার কামড়াক; তোমার সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যু শতগুণে ভাল।

সাপুড়ে। পাগলামী করিসনি লেড়কী— আয় হামার সাথে।

শোভা। আমি যাবো না—কিছুতেই যাবো না—

বেগে চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। ওর সঙ্গে না যাও, আমার সঙ্গে চল! ওকে আমার কাছে বিক্রয় কর ওস্তাদ, আমি তোমায় ন্যায্য মূল্য দোব।

সাপুড়ে। আরে মায়ী! তু ইহারে লিয়ে কি ক'রবি মায়ী?

চন্দ্রা। কাজ আছে ওস্তাদ, বল কত অর্থ চাও?

সাপুড়ে। এক কুড়ি টাকা দিবি?

চন্দ্রা। দোবো, এস আমার সঙ্গে।

সাপুড়ে। যা লেড়কী, ইহার সাথে; এ বেদিয়া না আছে, এ হামাদের মায়ী আছে! [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রণা-কক্ষ।

অম্বুজাক্ষ ও ভদ্রেশ্বর সুরাপান করিতেছিল
নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

ব'যে যায় এমনি ধারা ওরে ও দখিনে হাওয়া।
দোল দিয়ে ওই কনক চাঁপায়
তার কতদিনের চাওয়ার পাওয়া॥
আকাশে হেলান দিয়ে
দিন গেল তোর পথ চেয়ে,
এসেছে বঁধুর খবর নইলে শুধুই পথ চাওয়া॥

অম্বুজাক্ষ। এখন বুঝতে পারছ ভদ্রেশ্বর, নামে সেনাপতি হ'লেও বর্ত্তমানে মগধেশ্বর আমি স্বয়ং? কি, চুপ ক'রে যে? মহারাণীর কথা বল্‌ছো?

ভদ্রেশ্বর। তাঁর কথা ত কিছু বলিনি সেনাপতি মশায়—তাতে মহারাণী ত মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষের কথায় আমরা থাকি না। যে মেয়েমানুষের কথায় থাকে—সে কাপুরুষ।

অম্বুজাক্ষ। যে ভাবে চতুর্দ্দিকে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার ক'রেছি, তাতে সিদ্ধিলাভ আমার অনিবার্য্য; কেউ তা রোধ করতে পারবে

না। মহারাণী ত মহারাণী; সমস্ত মগধ রাজ্যটাই এখন আমার মুঠোর মধ্যে।

ভদ্রেশ্বর। আজ্ঞে, মুঠো বন্ধ করলেই টৌক্কা আর মুঠো খুললেই ফোক্কা! বলি, আমরা তাহ'লে এবার থেকে আপনাকে সেনাপতি-মহারাজ ব'লেই ডাকবো? কি বলেন? বিশেষতঃ রাজ্যটাই যখন মুঠোর ভেতর—তখন মহারাজ বলতেই বা দোষ কি?

অম্বুজাক্ষ। না বন্ধু, এখন একেবারে এতদূর এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়! অরুণাক্ষ যদিও আমার সহকারী, তবু বিশ্বাস করতে পারি না আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে!

ভদ্রেশ্বর। বরং কেউটে সাপকে বিশ্বাস করা চলে কিন্তু তাকে নয়। শাস্ত্রে বলে—বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ! অর্থাৎ স্ত্রীকে বরং বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু রাজকুলের সহকারী সেনাপতিকে মোটেই বিশ্বাস করা চলে না।

অম্বুজাক্ষ। আমার কাছে স্পষ্ট কথা! আগে অরুণাক্ষকে ডেকে তার মনের ভাব জানতে হবে; তারপর—কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ!

ভদ্রেশ্বর। আজ্ঞে, নির্দ্ধারণ ত হ'য়েই গেছে!

অম্বুজাক্ষ। কি নির্দ্ধারণ হ'ল!

ভদ্রেশ্বর। আজ্ঞে কর্ত্তব্য!

অম্বুজাক্ষ। কি কর্ত্তব্য?

[ভদ্রেশ্বর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এদিক ওদিক চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল]

অম্বুজাক্ষ। তুমি মূর্খ! জান না কি কঠোর কর্ত্তব্য আমার সম্মুখে; জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আমি! হয় স্বর্গ—নয় নরক!

ভদ্রেশ্বর। বুঝতে পেরেছি সেনাপতি-মহারাজ! তবে আমি

বলছিলুম—সম্মুখে নর্ত্তকীরা মুখটী বুঁজে চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে আছে. এখন কর্ত্তব্য—ওদের নাচ গান কর্‌তে বলা! কি বলেন? বলি—কৈ গো! দাঁড়িয়ে কেন তোমরা, গান ধর—আসর যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল?

অম্বুজাক্ষ। দাঁড়াও—আগে আমায় একটু ভাবতে দাও—আমার কঠোর কর্ত্তব্যের বিষয়। [চিন্তা] যদি অরুণাক্ষকে পৃথিবীর বুক থেকে—না; তাহ'লে সাধারণে সন্দেহ করবে; তার চেয়ে যদি কোন কৌশলে ঐ অনার্য্য-গুরু শক্তিমান আপস্তম্ভকে হাত করতে পারি গোপনে, তাহ'লে ঐ কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা হবে—অথচ কাকপক্ষীও টের পাবে না! ব্যস! এই ঠিক; এই যুক্তি চমৎকার! এইবার নাও, নাও বন্ধু! চালাও নাচ-গান! এন্‌তার!

ভদ্রেশ্বর। চট্‌পট্ ধর—সেনাপতি-মহারাজকে কঠোর কর্ত্তব্য পালন করতে হবে! অবস্থাটা এখন সকলে তাহ'লে বুঝেছ তোমরা? কোমলে কঠোরে মিলিয়ে আরম্ভ কর।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

ওগো মহুয়া-বনের বঁধু,
তুমি ত সুদূরে নও।
জাগরণে দেখা যদি নাহি পাই
স্বপনে কথা কও॥
নীরব যখন আমার বাণী,
তুমি গো তখন মোহন সুর,
ঐ সুরে আমি আমারে হারাই,
তুমি কাছে আছ নহে দূর,
আমার হিয়ার সকল ব্যথা
নিরালায় তুমি সও॥

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। অম্বুজাক্ষ!

অম্বুজাক্ষ। এঁ্যা! কে? মহারাণী? আপনি? এ সময় এখানে কেন? আমায় যদি প্রয়োজন ছিল, সংবাদ পাঠালেই হ'তো!

মহামায়া। কেন আমি এখানে? বলছি! আগে এই মন্ত্রণা-কক্ষ থেকে এই সব আবর্জ্জনা সরিয়ে দাও।

[অম্বুজাক্ষের ইঙ্গিতে ভদ্রেশ্বর সহ নর্ত্তকীগণের প্রস্থান]

মহামায়া। চর মুখে সংবাদ পেলুম, অনার্য্য-শক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ব'লে, তুমি মগধের শুভাকাঙ্ক্ষী অমাত্যদের নিয়ে মন্ত্রণা করছো—তাদের দমন করবার সুচিন্তিত উপায় উদ্ভাবন করতে। অম্বুজাক্ষ, এই বুঝি তোমার সেই মন্ত্রণা? চুপ ক'রে রৈলে যে? উত্তর দাও? কি, তব নিরুত্তর? বিশ্বাসঘাতক—

অম্বুজাক্ষ। মহারাণী, আপনি উদ্ধত হয়েছেন—প্রকৃতিস্থ হোন! রাজ্যের শুভাশুভের সমস্ত দায়িত্ব-ভার যখন আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, তখন রাজনীতি নিয়ে চর্চ্চা করা আপনার মত রমণীর শোভা পায় না। বিশেষতঃ এখন এ আপনার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা।

মহামায়া। কি বল্লে অম্বুজাক্ষ, এ আমার অনধিকারচর্চ্চা? মগধের রাজদণ্ড পরিচালনা করছে কে? আমি না—তুমি? নিমকহারাম ভৃত্য—

অম্বুজাক্ষ। চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে মহারাণী? মগধের সমস্ত শক্তি যার করতলগত, সে আপনার চোখ-রাঙানীকে ভয় করে না। আমি মনে করলে—

মহামায়া। [বাধা দিয়া], মনে করলে কি করতে পার তুমি বেইমান কুক্কুর?

অম্বুজাক্ষ। কি করতে পারি? মনে ক'রলে এই মুহূর্ত্তে আপনাকে আমি বন্দী করতে পারি।

অরুণাক্ষের প্রবেশ।

অরুণাক্ষ। শূন্যে প্রাসাদ রচনা করা কল্পনায় সম্ভব হয়, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা যায় না সেনাপতি।

অম্বুজাক্ষ। কে—অরুণাক্ষ! এসেছ—ভালই হ'য়েছে! তুমি নইলে মহারাণী বুঝবেন না! জানই ত চিরকেলে অভ্যাস; তার উপর এই কয় দিন কঠিন পরিশ্রম হ'য়েছে! তাই একটু আমোদ-আহ্লাদ কচ্ছি, আর উনি এসে একেবারে যা-তা বলতে সুরু করলেন! অবশ্য পুত্রশোকে ওঁর মাথাটা একটু খারাপ হয়েছে সত্য, কিন্তু আমাদেরও ধৈর্য্যের একটা সীমা ত আছে।

[প্রস্থান]

মহামায়া। অরুণাক্ষ!

অরুণাক্ষ। মা—

মহামায়া। বুঝতে পারছো অরুণ, ঝড় উঠতে আর বেশী বিলম্ব নেই?

অরুণাক্ষ। আমি তা আগেই সন্দেহ করেছিলাম মা! আর তার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত হ'য়ে আছি।

মহামায়া। কিন্তু মগধের সমস্ত সৈন্য যে অম্বুজাক্ষের করতলগত অরুণ!

অরুণাক্ষ। ভুল ধারণা মা! এত বড় একটা সেনাসমষ্টির সবাই অম্বুজাক্ষ নয় মা! প্রমাণ দেখবেন? দারুকেশ্বর—

দারুকেশ্বরের প্রবেশ ও অভিবাদন।

অরুণাক্ষ। যদি প্রয়োজন হয়, এই মুহূর্ত্তে কত বিশ্বাসী সৈন্য দিতে পারো দারুকেশ্বর ?

দারুকেশ্বর। বিশ হাজার।

অরুণাক্ষ। শুনলে মা, এখনো বিশ হাজার সেনা মগধের জন্য প্রাণ দিতে পারে !

মহামায়া। কে বলে আমি পুত্র-হারা ? এক পুত্রকে হারিয়ে আমি আর এক পুত্রকে পেয়েছি ! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজয়ী হও।

[প্রস্থান]

অরুণাক্ষ। এসো দারুক—

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অগ্নিমন্দির-সম্মুখ।

গীতকণ্ঠে মন্দির-প্রাঙ্গণে দেবদাসীগণের প্রবেশ।

গীত।

হুতাশন—তোমায় নমস্কার।
বিশ্বগ্রাসী শিখা তোমার,
তুমি শক্তির আধার॥
দেবতা তুমি সর্ব্বভুক্,
ধ্বংসে তুমি শতমুখ,
তোমার রোষে কি না হয়,
নিমিষেতে সৃষ্টি লয়,
সর্ব্বনাশী দৃষ্টি তোমার॥

[গীতান্তে দেবদাসীগণ গমনোদ্যতা হইলে, বালকবেশিনী মলয় আসিয়া প্রথমা দেবদাসীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল; অবশিষ্ট দেবদাসীগণ প্রস্থান করিল]

মলয়। দাঁড়াও—

দেবদাসী। কেন মলয়?

মলয়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো! তোমরা কি? আর তোমাদের জীবনের লক্ষ্যই বা কি? যতদিন জ্ঞান হয়েছে, ততদিন থেকে আমি নিত্যই দেখ্‌ছি তোমরা এমনিভাবে দেব-মন্দিরে এসে নিত্যই নৃত্য-গীত কর, নৃত্য-গীতান্তে ঠিক একই সময়ে চ'লে যাও! কোথা যাও জানি না—কেন যাও তাও জানি না। সবাই বলে তোমরা নারী—দেবদাসী,

তোমাদের কাজ এই অগ্নি-দেবতার সম্মুখে নৃত্যগীত করা! তোমাদের আর কিছু করতে নেই! সত্যই কি তাই?

দেবদাসী। হাঁ, এই আমাদের কাজ, আমরা যে দেবতার পায়ে নিবেদিতা; আমাদের আর কিছু করতে নেই।

মলয়। জগতের সকল নারীই কি তোমাদের মত?

দেবদাসী। তা কেন হবে? তবে আত্ম-নিবেদনের জন্য নারীর জন্ম, আর সে নিবেদন হয় দেবতার পায়ে—আর না হয় মানুষের পায়ে; কিন্তু মলয়! তুমি যে দেবতার চেয়েও সুন্দর।

[প্রস্থান]

মলয়। মানুষের পায়ে আত্ম-নিবেদন! এ আবার কি?

আপস্তম্ভের প্রবেশ।

আপস্তম্ভ। এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস্ মলয়? তোর যে শষ্কিয়া খাবার সময় হ'য়েছে। শষ্কিয়া খেয়ে কাওয়াজ করগে।

মলয়। হ্যাঁ যাচ্ছি—[যাইতে যাইতে ফিরিয়া] আচ্ছা বাবা!—

আপস্তম্ভ। কি মলয়?

মলয়। আচ্ছা বাবা, মানুষের পায়ে আত্ম-নিবেদন কি?

আপস্তম্ভ। [চমকিত হইয়া] মিথ্যা কথা! কে বলেছে তোকে মানুষের পায়ে আত্ম-নিবেদন করা যায়? আত্ম-নিবেদন করতে হয় দেবতার পায়ে –যিনি সকলের উপাস্য।

মলয়। কিন্তু আমি শুনেছি আত্ম-নিবেদনের জন্য নারীর জন্ম, আর সে নিবেদন হয় দেবতার পায়ে-–নয় মানুষের পায়ে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম না বাবা—মানুষের পায়ে আত্ম-নিবেদন কি!

আপস্তম্ভ। সে বোঝবার তোমার প্রয়োজন নেই মলয়? নারীর

আত্ম-নিবেদনের কথা নারী বুঝবে। তুই এ মন্দিরের ভাবী পূজারী, তোর আমার কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র! এখন আয়, আমি আজ স্বহস্তে তোকে শঙ্খিয়া খাওয়াবো; দেখবো তুই কেমন খেতে পারিস্।

[মলয়ের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রস্থান]

বিরোচনের প্রবেশ।

বিরোচন। সেই উন্মাদিনীর বলির জন্য উৎসর্গ করা ক্ষুদ্র শিশু-কন্যা আজ তরুণ মলয়! চলে গেল যেন মলয় উচ্ছ্বাসের মত। আর কতদিন লুকিয়ে রাখবে পূজারী, তরুণীর ঐ রূপ, ঐ ফুটন্ত যৌবন তুচ্ছ বস্ত্রের আবরণ দিয়ে? শঙ্খিয়ার উন্মাদনা আর কাওয়াজের কঠোরতা কতদিন ভুলিয়ে রাখবে নারীর নারীত্বকে! জাগবে—নিশ্চয়ই তার নারীত্ব জাগবে একদিন—দেখা যাক্।

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ বিরোচন?

বিরোচন। অঁ্যা! হঁ্যা—ভাবছি, ভাবছি অনেক কিছু দেবদত্ত। মন্দার কালকের ছেলে, সে সংগ্রহ করবে পূজার বলি; আর ঠাকুরও তার উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত রইলেন!

দেবদত্ত। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই বিরোচন, তার মনের দৃঢ়তা দেখে মনে হয়, সে পারবে। আমাদের হাতে গড়া মন্দার, সে কৃতকার্য্য হ'লে আমাদের গৌরব বাড়বে!

বিরোচন। এ গৌরব নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার দেবদত্ত, কিন্তু প্রকারান্তরে মন্দার যে অপমান ক'রেছে, সে অপমান আমি কিছুতেই পরিপাক করতে পারব না।

দেবদত্ত। ভুলে যেও না বিরোচন, দেবতার সম্মুখে আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা, তোমার এ বিদ্বেষের পরিণাম আর কিছু নয়—সমস্ত অনার্য্য জাতির ধ্বংস—বুঝে কাজ করো।

বিরোচন। সে বুদ্ধি আমার কাছে দেবদত্ত।

[প্রস্থান]

দেবদত্ত। বিরোচন, এখনো কি তুমি বালক? এ বালকসুলভ চপলতা এখন আর তোমার সাজে না বন্ধু।

বিরোচনের পুনঃ প্রবেশ।

বিরোচন। মগধের রাজ-সেনাপতি অম্বুজাক্ষ গুরুদেবের দর্শন-প্রার্থী! বুঝতে পারছি না, কি দুরভিসন্ধি নিয়ে ক্ষত্রিয়-শত্রু আমাদের দ্বারস্থ হ'য়েছে! এখন কি কর্ত্তব্য দেবদত্ত?

দেবদত্ত। উদ্দেশ্য মন্দ হ'লেও যখন সে আমাদের দ্বারস্থ—তখন তাকে বিতাড়িত করা আমাদের কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম নয়; তুমি তাকে মন্ত্রণামন্দিরে নিয়ে যাও, আমি গুরুদেবের কাছে চল্লুম।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

বন-পথ।

গীতকণ্ঠে মন্দারের প্রবেশ।

গীত।

আজি খুঁজে বেড়াই আপনহারা
আপনজনা কে আমার।
সবাই বলে—সবাই আপন
তবু প্রাণে কেন হাহাকার॥
তরুলতা পশু পাখী,
আপন ব'লে সবায় ডাকি,
শোনে না কেউ আমার বাণী,
লুকিয়ে করে কাণাকাণি,
সবার মাঝে আমি একা
কেউ চাহে না একটীবার॥

মন্দার। সত্যি কি তাই? আমার কি সত্যই কেউ নেই? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমি একা? কেউ ত বলে না আমি কে—কোথা থেকে এসেছি—কেন এসেছি? শুধু এইটুকু জানি, সবার মত আমিও একজন অগ্নি-মন্দিরের সেবক! আমার কর্ত্তব্য অগ্নি-দেবতার পায়ে আপনাকে উৎসর্গ করা! তাইতো করেছি! নইলে যা কেউ করতে সাহসী হ'ল না, আমি তাই করতে চলেছি—দেবতার বলি সংগ্রহ করতে চলেছি! যদি সক্ষম না হই, আত্ম-বলি দিতে হবে। ব্যস্, তাহ'লেই জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য হয়ে যাবে! [নেপথ্যে গীত-ধ্বনি] ওকে? কে গায়? আমারই মত বুঝি কেউ আপনজন খুঁজে বেড়াচ্ছে?

গীতকণ্ঠে ঘটীরামের প্রবেশ।

গীত।

ওরে, আয়রে আমার নীলমণি ধন,
কোথায় লুকালি।
এই যে ছিলি বুকের মাঝে
কেন পালালি ॥
আমি খুঁজে খুঁজে হলাম সারা,
ঘুরি ভুবন পাগল পারা,
ওরে, খেলতে হয় কি এম্নিধারা
আমার সনে চতুরালি ॥

মন্দার। তুমি কাকে খুঁজছো ?

ঘটীরাম। তাকে—আমার নীলমণিকে।

মন্দার। সে তোমার কে ?

ঘটীরাম। ওরে, সে আমার সব !

মন্দার। ও—আমিও তোমার মত খুঁজছি ! কি খুঁজছি জানো ?

ঘটীরাম। তুই-ও তাকে খুঁজছিস্ ?

মন্দার। দূর, তা কেন—আমি খুঁজছি অগ্নি-দেবতার জন্য বলি।

ঘটীরাম। হা-হা-হা ! সব পাবি তুই, তাকেও পাবি— বলিও পাবি, যা—রাজবাড়ীতে মহারাণীর কাছে।

[প্রস্থান]

মন্দার। নিশ্চয় পাগল ! যাকে খুঁজিনি—আমি তাকে পাবো, এ পাগলের পাগলামী নয়তো কি ? কিন্তু মহারাণীর কাছে যেতে বল্লে কেন ? এও কি পাগলামী ?

[প্রস্থান]

শিকারবেশে সজ্জিত মলয়ের প্রবেশ।

মলয়। শঙ্খিয়া—শঙ্খিয়া—চমৎকার শঙ্খিয়া; মানুষের পায়ে আত্ম-নিবেদন! আরে ছিঃ! আত্ম-নিবেদন করতে হয় দেবতার পায়ে, কারণ দেবতা মানুষের চেয়ে বড়। মানুষ—মানুষ! আমার মত সবাই। আপনাকে বিলিয়ে যদি দিতে হয়, তবে দেবতার পায়ে বিলিয়ে দোব! শঙ্খিয়া—শঙ্খিয়া—চমৎকার শঙ্খিয়া—

[পরিক্রমণ]

ছিন্ন মলিন-বেশে অর্দ্ধোন্মাদের মত নর প্রবেশ

শালিবান। চমৎকার নিয়তির খেলা!
আজি যেই সার্ব্বভৌম নরপতি
দণ্ডমুণ্ডকর্ত্তা সকলের,
কালি সেই পথের ভিখারী
সর্ব্বহারা ভাগ্যহীন নিয়তির করে!
গেছে রাজ্য—যাক্,
ক্ষোভ নাহি তায় এতটুকু।
কিন্তু শোভা—
অভাগিনী বোনটী আমার—
ছিল সাথী এ দুর্দ্দিনে,
সেও গেল ত্যজি অভাগারে!
শুধু প্রাণ কাঁদে তার লাগি!
আসিবে না—আসিবে না ফিরে আর

মলয়। কে তুমি?

শালিবান। ব্যর্থ এ জীবন।
শুধু ভার বহি কেন অকারণ ?
সকল আশায় ছাই প'ড়েছে যখন
কেন ঘুরে মরি সারাটী ভুবন ?
মৃত্যু শতগুণে ভাল !
এসো—এসো মৃত্যু চিরশান্তিদাতা,
শান্তি দাও অশান্ত হৃদয়ে।

মলয়। নিরুত্তর কিবা হেতু ?
কহ, কিবা পরিচয় ?

শালিবান। শুনি নাই কি প্রশ্ন তোমার,
কি দিব উত্তর ?
দুর্ভাগ্য-তাড়িত হ'য়ে
ফিরিতেছি বন হ'তে বনান্তরে।
কেহ নাহি দেখে চেয়ে,
কেহ না শুধায়—
এই রীতি দেখি মানুষের !
তুমি কি মানুষ নও ?
মানুষ হইলে
বাক্যালাপ করিতে না কভু।
বনের দেবতা যদি হও,
বল হে দেবতা, কি প্রশ্ন তোমার ?

মলয়। কহ কেবা তুমি ?
ক্ষত্রিয় না অগ্নি-উপাসক ?

শালিবান। শুনি মোর পরিচয়

কি লাভ হইবে তব ?
আমি ক্ষত্রিয়নন্দন
দুর্ভাগ্য-তাড়িত হ'য়ে
ফিরিতেছি বনে বনে।
এবে মৃত্যুকামী,
করিতেছি মরণে আহ্বান।
এ হ'তে অধিক
আর কিছু নাহি বলিবার।

মলয়। মৃত্যুকামী তুমি ক্ষত্রিয়নন্দন ?
এসো মোর সাথে—
মৃত্যু যদি চাও,
আমি মৃত্যু দিব তোমা।

শালিবান। এত দয়া তব !
তুমি মৃত্যু দিবে মোরে ?

মলয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন যার,
সেইজন সে মৃত্যু কামনা করে।
এসো সাথে, দেবতা উদ্দেশ্যে
বলিরূপে উৎসর্গ করিব তোমা।

শালিবান। তুমি বুঝি অগ্নি-উপাসক ?

মলয়। যেই হই, পরিচয়ে নাহি প্রয়োজন।
মৃত্যু যদি চাও, এসো মোর সাথে।

শালিবান। না—না ; হয়ে ক্ষত্রিয়নন্দন
অতি হীন অনার্য্যের করে
আত্মসমর্পণ কভু না করিব।

ক্ষত্রিয়ের নাম—ক্ষত্রিয়-গৌরব
হীন কাপুরুষ সম না করিব কলঙ্কিত।
যাও চলি হে বালক
আপন গন্তব্য পথে,
আমি না যাইব সাথে,
ধন্যবাদ তব করুণায়।

মলয়। তা কি হয় ক্ষত্রিয়নন্দন ?
সম্মুখে পেয়েছি যবে দেবতার বলি,
পরিত্যাগ কভু না করিব।
স্ব-ইচ্ছায় যদি নাহি যাও,
বলে বন্দী করিব তোমায়।

শালিবান। জানি, হীন অনার্য্যের রীতি,
বীরত্ব দেখাতে পটু অস্ত্রহীন জনে।
থাকিত যদ্যপি অস্ত্র একখান,
দেখিতাম কত শক্তিমান তুমি।
তবু জেনে রাখ হে বালক !
বিনাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়নন্দন,
কভু নাহি করে বন্দিত্ব স্বীকার !

মলয়। তবে যুদ্ধ কর।

শালিবান। তুমি অস্ত্রধারী, আমি অস্ত্রহীন,
সাধ যদি হয়—দেহ অস্ত্র,
নহে মল্লযুদ্ধে হও আগুয়ান।

মলয়। মল্লযুদ্ধে গুরুর নিষেধ,
এই অস্ত্র নাও, যুদ্ধ কর মোর সাথে !

শালিবান। এসো তবে—

মৃত্যুপ্রার্থী কিশোর বালক।

[উভয়ের যুদ্ধ, সহসা মলয়ের তরবারি হস্তচ্যুত হইল, শালিবান তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলেন এবং নতমুখ মলয়ের দিকে একবার চাহিয়া কি ভাবিয়া তাহার হস্ত ত্যাগ করিলেন]

শালিবান। তুমি—তুমি কে? সত্য বল, তুমি কে?

মলয়। আমি মলয়।

শালিবান। আমায় বন্দী কর বীর-বালক—আমি তোমায় আত্ম-সমর্পণ করলুম। ক্ষত্রিয়-সন্তান হ'য়ে ক্ষাত্র-নীতি ভুলে আমি তোমার সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধ করেছি—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।

মলয়। শৃঙ্খলিত ক'রে বীরের অমর্য্যাদা করতে চাই না—তুমি আমার সঙ্গে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য ।

বনপথ ।

স্থখন ও স্থখিয়ার প্রবেশ ও নৃত্যগীত ।

গীত ।

স্থখন ।— ওরে, আর পারিনা ক্ষ্যামা দে
আমার দম্ ধ'রেছে বুকে,
ঘুরিয়ে আমায় করলি সারা,
নিয়ে হাসির ঝলক মুখে ॥

স্থখিয়া ।— সবুরে মেওয়া ফলে, জান না কি প্রিয়,

স্থখন ।— কাঁচকলাও ফলে প্রেয়সী—
সেটা যেন না দিও, [দোহাই তোমায়]

স্থখিয়া ।— যার হাল্কা মন, তার আলগা মুখ,
এক নয় মনে মুখে ॥

স্থখন ।— আমার ছিল মন হাল্কা,
শুধু যা খেয়ে হ'য়ে গেছে
ঘুণধরা বাঁশ পল্‌কা,
দম্‌কা বাতাস সইবে নাকো ভাঙবে পলকে ॥

স্থখিয়া ।— ভাঙা মন জুড়াত জানি, ওষুধে নয়—
শুধু চাওয়াচায়ি চোখে চোখে ॥

[উভয়ের প্রস্থান]

———

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্ত্রণাগার।

অম্বুজাক্ষ ও বিরোচন।

অম্বুজাক্ষ। কৈ হে, এখনো তো তোমার গুরুদেবের দেখা নেই। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবো?

বিরোচন। তাঁকে সংবাদ পাঠিয়েছি, তিনি এলেন ব'লে।

অম্বুজাক্ষ। আচ্ছা, আসুন তিনি—তোমরা ত কোন সংবাদ দিতে পারবে না—তোমাদের কোন কথা বলাই বৃথা।

বিরোচন। গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত আমরা কোন কথা বলতে পারি না। এই যে গুরুদেব—

আপস্তম্ভ ও দেবদত্তের প্রবেশ।

অম্বুজাক্ষ। এই যে পূজারী; আমি তোমার কাছে কেন এসেছি জান?

আপস্তম্ভ। না—

দেবদত্ত। এসেছি তোমার সহায়তা ভিক্ষা করতে।

আপস্তম্ভ। বীরশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় তোমরা, হীন অনার্য্য বর্ব্বরের কাছে এসেছ সাহায্য প্রার্থনা ক'রতে? হাসির কথা বটে!

অম্বুজাক্ষ। হাসির কথা নয় আপস্তম্ভ। তুমি আমি একই পথের পথিক—একই উদ্দেশ্য আমাদের; বেশ ধীরভাবে শোন—যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি, সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'লে আর্য্য ও অনার্য্যের মিলিত শক্তি চাই, বুঝলে? নতুবা কারো কার্য্যোদ্ধার হবে না!

আপস্তম্ভ। মগধের শক্তিমান সেনাপতি কি এমন শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছেন যে, হীন অনার্য্যের সাহায্য ভিন্ন তাঁর কার্য্যোদ্ধার হবে না? কোন্ বহিঃশত্রুর আক্রমণে আজ শক্তির কেন্দ্র মগধ এমন দুর্ব্বল হয়ে প'ড়েছে বলতে পারো সেনাপতি?

অম্বুজাক্ষ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ নয় আপস্তম্ভ, আত্ম-কলহের বীজ উপ্ত হ'য়ে শান্তিপূর্ণ মগধে অরাজকতার সৃষ্টি ক'রেছে। আমি সেখানে শান্তি স্থাপন করতে চাই, তাই তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি পূজারী!

আপস্তম্ভ। আত্ম-কলহ! হুঁ—রাজা শালিবান মগধ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন, এই সুযোগে আত্ম-কলহের সৃষ্টি। বুঝেছি, আপনি সৈন্য-সাহায্য চান—কেমন?

অম্বুজাক্ষ। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ আপস্তম্ভ! আমি সৈন্য-সাহায্য চাই; বল—দেবে?

আপস্তম্ভ। কি বিনিময় দেবে?

অম্বুজাক্ষ। কি চাও বল? আমি সর্ব্বতোভাবে তা দিতে প্রস্তুত।

আপস্তম্ভ। যদি বলি মগধের সিংহাসন?

অম্বুজাক্ষ। আর কিছু চাও আপস্তম্ভ! ঐ সিংহাসন ব্যতিরেকে আর যা চাইবে, তাই দোব—শপথ করছি!

আপস্তম্ভ। বুঝেছি সেনাপতি, ঐ সিংহাসনই তোমার লক্ষ্য—আর এও বুঝেছি যে অন্তর্বিপ্লবের নায়ক আর কেউ নয়—তুমি। সুসভ্য আর্য্য তোমরা—যাঁর অন্নে প্রতিপালিত হও, তারই বুকে শাণিত ছুরিকা বসাবার জন্য সাবধানে নিজের বুকে লুকিয়ে রাখো। আর অসভ্য বন্য বর্ব্বর আমরা—আমরা তা পারি না। যার নুন খাই—অম্লান-বদনে তার জন্য প্রাণ দিতে পারি। শত্রুকেও গুপ্তহত্যা করি না—করতে জানি না; সামনা সামনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার বুকে ছুরি চালাই। দুধ কলা

দিয়ে কালসাপ পুষি, তার বিষটুকু কেড়ে নিয়ে আসুরিক শক্তির উপাদান সংগ্রহ করি—কিন্তু তার প্রবৃত্তি শেখবার চেষ্টা করি না ; এই আমাদের জাতীয় জীবনের ধারা ! এ ধারার পরিবর্ত্তন কেমন ক'রে করবো সেনাপতি ? তুমি অন্য পথ দেখ। তবে শুনে যাও সেনাপতি, এই অসভ্য বর্ব্বর অনার্য্য জাতি নিজের শক্তিতে, তোমাদের মত স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য না নিয়েই মগধের সৌধ-শিখরে জাতীয় গৌরব পতাকা একদিন তুলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দেবে, যাদের ছায়া স্পর্শ করতেও তোমরা ঘৃণা বোধ কর, তারাও তোমাদের মতই মানুষ ! বিরোচন ! সেনাপতিকে গড় পার ক'রে রেখে এসো।

অম্বুজাক্ষ। তাহ'লে আমায় সাহায্য করবে না আপস্তম্ভ ?

আপস্তম্ভ। ব'লেছি ত—বন্য বর্ব্বর কখনও পাপকে প্রশয় দেয় না।

অম্বুজাক্ষ। বেশ ! আমি তাই দেবো। বিনিময়ে—আমি তোমাকে মগধের সিংহাসনই দেবো।

আপস্তম্ভ। সসাগরা পৃথিবীর বিনিময়েও নয় সেনাপতি—সসাগরা পৃথিবীর বিনিময়েও নয়।   [প্রস্থান]

বিরোচন। আসুন সেনাপতি, আপনাকে গড় পারে রেখে আসি।

অম্বুজাক্ষ। তোমাদের পূজারী দেখছি ভারি একগুঁয়ে লোক। তোমরা চেষ্টা করলে বোধ হয় ওঁকে সম্মত করাতে পারো। সবাই ভেবে দেখো—বিনিময় বড় যা তা নয়—মগধের সিংহাসন।

দেবদত্ত। লোভটা বড় কম নয়। আপনাদের মত শক্তিমান ক্ষত্রিয় হ'লে—এমন চারে টোপ গিলতো নিশ্চয়।

বিরোচন। এখন আস্‌তে আজ্ঞা হোক।

[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আশ্রম-অঙ্গন।

গীতকণ্ঠে নারী-সৈন্যগণের সামরিক রীতি অনুসারে পাদচালনায় প্রবেশ।

গীত।

ছুটে আয় বীরাঙ্গনা!
যদি হবি রণে আগুয়ান।
কোমল কর কঠিন করে
ধর না অসি খরশান॥
দুলুক পৃষ্ঠে বিনোদ বেণী,
বিষধরী কালনাগিনী,
বাঘিনীর মত রোষে,
অরাতির রক্ত শুষে,
নারীত্ব বলি দিয়ে
গড়ে নে নূতন প্রাণ॥
মুছে ফেল চোখের হাসি,
ছোটা তার অনল রাশি,
দাপটের জানান দেনা,
কাঁপায়ে ধরাখানা,
ছুটে চল্ রক্তমুখী—
রক্তের নেশায় হারিয়ে জ্ঞান॥

[প্রস্থান]

শোভার হাত ধরিয়া চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। দেখলে নারী, ওরাই এখন থেকে তোমার সঙ্গিনী। তোমার কর্ত্তব্য আর ওদের কর্ত্তব্য এক।

শোভা। কে ব'ল্লে আমি নারী?

চন্দ্রা। তোমার কথা, তোমার দেহের ভঙ্গী, তোমার দৃষ্টি, সবাই সমস্বরে ব'ল্‌ছে তুমি নারী। নারীর কাছে আত্ম-গোপন ক'রতে চেষ্টা ক'রো না নারী, পার্‌বে না। তোমায় চিন্‌তে পেয়েছিলুম ব'লেই ওস্তাদের কাছ থেকে তোমায় ক্রয় ক'রেছি—ক্ষত্রিয়দলনে আমার নারী-শক্তি বৃদ্ধি ক'র্‌তে।

শোভা। তোমরা তাহ'লে রাজদ্রোহিণী?

চন্দ্রা। কে বলে আমরা রাজদ্রোহিণী? লম্পট পরস্বাপহারী হীন ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে—রাজ্যলিপ্সায় নয়। অসভ্য অনার্য্য বর্ব্বর আমরা, রাজ্য চাই না, অর্থ চাই না, সম্মান চাই না, প্রভুত্ব চাই না, চাই শুধু মানুষের প্রতি মানুষের মত ব্যবহার। দাম্ভিক স্বার্থপর ক্ষত্রিয়ের কাছে তা কখনও পাইনি ব'লে সমস্ত নারী ক্ষেপে উঠেছে—তা জোর ক'রে আদায় ক'র্‌তে, বুঝেছ?

শোভা। মানুষের মত ব্যবহার? কেন, তা কি তোমরা পাও না?

চন্দ্রা। তা যদি পেতুম ক্ষত্রিয়াণী, তাহ'লে কেন ক'রবো এই বিরাট আয়োজন? স্নেহ, দয়া, মায়া, ভালবাসা, নারীর নারীত্ব ব'ল্‌তে যা কিছু, সব বিসর্জ্জন দিয়ে, কেন সেজেছি এই পিশাচী? একই ঈশ্বরের

সৃষ্টি এই আর্য্য এবং অনার্য্যের মধ্যে আর্য্য এত উচ্চে কেন? কেন জগতের মধ্যে এত হেয়, এত অবজ্ঞেয় এই অনার্য্য জাতি? আর্য্য-দুহিতা! কেন তোমরা অনার্য্যের ছায়া স্পর্শ ক'র্তে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নাও?

শোভা। একে তুমি দুর্ব্ব্যবহার ব'লতে পার না; মানুষের প্রবৃত্তির উপর কারও জোর চলে না।

চন্দ্রা। স্বীকার করি ক্ষত্রিয়াণী! মানুষের প্রবৃত্তির উপর জোর চলে না। কিন্তু এমন প্রবৃত্তি কেন হয় মানুষের? যখন সে লালসার তাড়নায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে এই হীন অনার্য্য নারীর পদতলে নতজানু হ'য়ে প্রেম ভিক্ষা ক'র্তে দ্বিধা করে না, বিচার করে না—ভবিষ্যৎ ফলাফলের কথা একবার চিন্তা কর্‌বারও অবসর পায় না—তখন কিসের তার মনুষ্যত্ব? ব'ল্‌তে পারো ক্ষত্রিয়াণী—তখন কোথায় থাকে তার মহান্ প্রবৃত্তি? এই প্রবৃত্তি তখন সাড়া দেয়, যখন তার স্বার্থ-সিদ্ধি হয়—স্বার্থ-সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন সে দুর্ব্বৃত্ত সেই অভাগিনীকে আঘ্রাত কুসুমের মত পদদলিত ক'রে চ'লে যায়! এটা কি দুর্ব্ব্যবহার নয় ক্ষত্রিয়াণী? যখন নারীর সর্ব্বস্ব দস্যুর মত হরণ ক'রে উল্লাসের অট্টহাসি হেসে- বিজয়ী বীরের মত গর্ব্বভরে অবজ্ঞায় চ'লে যায়—তখন কোথায় থাকে তার মনুষ্যত্ব? নারীর হৃদয়ভেদী উত্তপ্ত নিঃশ্বাস যাদের নিকট মধুর মলয় সম, নারীর আর্ত্ত-হৃদয়ের ব্যথিত ক্রন্দন ধ্বনি যাদের কর্ণে বাদ্য-ঝঙ্কারের মত বাজে, সেই ক্ষত্রিয়কে কেমন ক'রে বলবো—মনুষ্যত্ব-গর্ব্বে গরীয়ান? বল—বল শোভা, তুমিও নারী, বল দেখি সত্য ক'রে—একি দুর্ব্ব্যবহার নয়?

শোভা। দুর্ব্ব্যবহার—অমার্জ্জনীয় দুর্ব্ব্যবহার।

চন্দ্রা। তাহ'লে এসো ক্ষত্রিয়াণী—তুমিও নারী, নারীর প্রতি এই

অমার্জ্জনীয়—দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে তুমিও আমাদের সহায় হও—সাহায্য কর।

শোভা। শুধু সহায়তা নয় মা, আজ হ'তে আর্য্যনন্দিনী হ'য়েও তোমার অনার্য্যনারী-সেবাদলের আমি নেতৃত্ব গ্রহণ ক'র্‌লুম।

[শোভা চন্দ্রার সম্মুখে নতজানু হইল]

চন্দ্রা। তবে এসো কন্যা, তোমার স্থান ত ওখানে নয়—তোমার স্থান এই অত্যাচার প্রপীড়িতা—দলিতা ফণিনীর উত্তপ্ত বিষাক্ত বক্ষে।

[শোভাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন]

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মগধরাজ-প্রাসাদ।

কিষণজীর মন্দির সম্মুখস্থিত অঙ্গনের নব-নির্ম্মিত তুলসীমঞ্চের
পাদদেশে অজিন আসনে মহামায়া বসিয়াছিলেন,
অদূরে বসিয়া ঘটীরাম গাহিতেছিল

গীত।

সলিলে অনিলে ভুবনে—ভুবনে
উঠুক তোমারি নাম।
সকল ব্যথায়—সব বেদনায়
হিয়াতন্ত্রী বাজুক দিবাযাম॥
হরিষে—বিষাদে—সাধে পরমাদে
উঠুক ও নাম ধ্বনিয়া,
ললিত সুতানে, গানে গানে
নৃত্যছন্দে উঠুক রণিয়া,
পাখীর কুজনে—জলদগর্জ্জনে পবন-স্বননে
সঘনে বাজুক অবিরাম॥

মহামায়া। ঠিক ব'লেছ বাবা, এই পথ। এতদিন পথ খুঁজে পাইনি—তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দিয়েছ। এখন কিষণজীর দয়া! ছার ঐশ্বর্য্য-সম্পদ—ছার রাজ্য! পুত্রের হাত থেকে রাজ্য-রশ্মি ছিনিয়ে

নিয়েছিলুম, পুত্র—প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে গিয়েছিল ব'লে। ফল হ'ল অশান্তির আগুনে দিনরাত্রি পুড়ে মরা! ফিরে আয়—শালিবান, ফিরে আয়। তোর রাজ্য তুই ফিরিয়ে নিয়ে, আমায় অবসর দে। কিষণজী—কিষণজী, তাকে ফিরিয়ে এনে দাও—তাকে ফিরিয়ে এনে দাও—

অরুণাক্ষের প্রবেশ।

অরুণাক্ষ। মা!

মহামায়া। কে, অরুণ! এসেছ বাবা? এস—এস বাবা—আমি বড় ভুল ক'রেছি, আমার সে ভুল সংশোধন ক'রে দাও। আমি কি করবো বল—আমার একটা উপায় কর—আমার শালিবানকে ফিরিয়ে আন।

অরুণাক্ষ। মা! ঘরে শত্রু—বাইয়ে শত্রু—আপনাকে এই শত্রুপুরীর মধ্যে অসহায় রেখে, আমি কেমন ক'রে যাবো মা?

মহামায়া। আমার জন্য ভেবো না অরুণ! আমার কিষণজী আছেন—আমার ভাবনা তিনি ভাববেন। তুমি যাও অরুণ, এখনই তাকে ফিরিয়ে আন।

অরুণাক্ষ। মা! ঘর-শত্রু অম্বুজাক্ষ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে।

মহামায়া। কোন চিন্তা নেই অরুণ, তার লক্ষ্য এই মগধের রাজ-মুকুট। সে আসুক্—নিয়ে যাক্ ঐ সিংহাসন থেকে মুকুট তুলে—আমি বাধা দোব না।

অরুণাক্ষ। তা কখনই হবে না মা, অরুণাক্ষ বেঁচে থাক্‌তে কারও সাধ্য নেই যে, মগধের রাজমুকুটের অবমাননা করে!

মহামায়া। কিন্তু তোমাকে যে যেতে হবে বৎস!

অরুণাক্ষ। যাবো মা, তবে এখন নয়—আগে ঐ বিশ্বাসঘাতক অম্বুজাক্ষকে কারারুদ্ধ করি—তারপর।

মহামায়া। না—না,—এতদিন ধৈর্য্য ধ'রে থাক্‌বার শক্তি আমার নেই—তুমি এখনই এই মুহূর্ত্তে যাত্রা কর অরুণাক্ষ, শালিবান যেখানে যে অবস্থায় থাক্ না কেন, তাকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনা চাই।

অরুণাক্ষ। মা—মা—

মহামায়া। কোন কথা নয় অরুণ, এ মগধেশ্বরীর আদেশ—

[নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল শ্রুত হইল—বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—
"জয় সেনাপতি অম্বুজাক্ষের জয়"]

অরুণাক্ষ। মা—মা! বোধ হয় অম্বুজাক্ষ পুরী আক্রমণ ক'র্‌তে সসৈন্যে ধেয়ে আস্‌ছে। আদেশ প্রত্যাহার কর মা—আমি আগে তার গতিরোধ করি।

মহামায়া। মগধেশ্বরী একবার আদেশ দিয়ে, আর তা প্রত্যাহার করে না। যাও অরুণ! আর বিলম্ব ক'রো না। আবশ্যক মত সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এই মুহূর্ত্তে যাত্রা কর।

বেগে দারুকেশ্বরের প্রবেশ।

দারুকেশ্বর। অম্বুজাক্ষ তার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য নিয়ে প্রাসাদ অবরোধ ক'রেছে। বাছা বাছা একদল সৈন্য নিয়ে সে পুরী প্রবেশ ক'র্‌বে ব'লে তোরণদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।

মহামায়া। আর বিলম্ব ক'রো না অরুণাক্ষ!

অরুণাক্ষ। যা ক'র্‌তে হয় তুমি কর দারুক, আমি আদিষ্ট হ'য়েছি রাজার অনুসন্ধানে যেতে—

দারুকেশ্বর। এমন অসময়ে—মগধের মান, মর্য্যাদা সমস্ত শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে ?

অরুণাক্ষ। উপায় নেই দারুক, এ আমার মায়ের আদেশ।

[প্রস্থান]

দারুকেশ্বর। [স্বগত] সত্যই কি উপায় নেই! কিষণজী—কিষণজী, যখন তুমি আছ, তখন উপায়ও আছে। [প্রকাশ্যে] মা—মা!

মহামায়া। কি ব'ল্‌তে চাও বল দারুক!

দারুকেশ্বর। মা, আপনি অবিলম্বে এ স্থান পরিত্যাগ করুন।

মহামায়া। রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুর-সংলগ্ন কিষণজীর মন্দির-সম্মুখে তুলসীমঞ্চ, এমন পবিত্র স্থান ছেড়ে, আমায় কোথায় যেতে বল দারুক ?

দারুকেশ্বর। অন্ততঃ একটু অন্তরালে—আপনি কিষণজীর মন্দির মধ্যেই যান।

মহামায়া। তাতেই কি তুমি বিদ্রোহীর আক্রমণ থেকে পুরী রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে দারুক ?

দারুকেশ্বর। রক্ষা করা না করা কিষণজীর ইচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখবো।

মহামায়া। উত্তম, চল বাবা—কিষণজীর মন্দিরে ব'সে তোমার গান শুনিগে চল।

[মহামায়া ও ঘটীরামের প্রস্থান]

দারুকেশ্বর। সেনাপতি মহাশয়কে প্রাসাদের সুড়ঙ্গপথে শূন্য পাতাল-দুর্গে পাঠাতে পার্‌লে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বো! দেখা যাক্—

সসৈন্যে ধীরপাদবিক্ষেপে সন্তর্পণে অম্বুজাক্ষের প্রবেশ।

অম্বুজাক্ষ। খুব ধীরে—খুব সন্তর্পণে! ওদিকে চূড়ান্ত আক্রমণ সুরু হ'য়েছে—প্রাসাদময় রক্তের ঢেউ ছুটেছে। এই যে, দারুক! তুমি এখানে? তোমার অনুসন্ধান ক'র্‌তেই আমার এখানে আসা! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

দারুকেশ্বর। আজ্ঞে হজুর, আজ্ঞে—

অম্বুজাক্ষ। অত কিন্তু কিসের? আমি কাকে ভয় করি? আজ আর গোপন নয়—প্রকাশ্য আক্রমণ! যা বল্‌বার, নির্ভয়ে বল!

দারুকেশ্বর। এ ভয়ের কথা নয় হুজুর! সুবিধার কথা—সুযোগের কথা।

অম্বুজাক্ষ। কি রকম? কি রকম?

দারুকেশ্বর। বলি, আপনার সৌভাগ্যের পথের কাঁটা ত সেই তিনি; এখন যদি বিনা রক্তপাতে তাঁকে বন্দী ক'রে পথটা পরিষ্কার ক'রে নিতে পারেন—সেটা কি বাঞ্ছনীয় নয় হুজুর?

অম্বুজাক্ষ। নিশ্চয়ই; কিন্তু তা কেমন ক'রে সম্ভব?

দারুকেশ্বর। তবে আর আমি এখানে এসেছি কেন? একটু আগে ঐ ছোট সেনাপতি মহারাণীর সঙ্গে কি একটা পরামর্শ করছিলেন, হঠাৎ আমি এসে পড়ায় তাঁদের পরামর্শে বাধা প'ড়ে গেল—কিন্তু ছোট সেনাপতি শাঁ ক'রে চ'লে গেলেন সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে পাতালপুরীর দুর্গে। কি মতলব তাঁর তিনিই জানেন! এখন বোধ হয় বুঝতে পার্‌ছেন সুযোগ সুবিধাটা কেমন?

অম্বুজাক্ষ। সে একা গেছে? কেউ সঙ্গে নেই? নিছক একা?

দারুকেশ্বর। একেবারে নিছক একা! তবে আর বলছি কি হুজুর!

অম্বুজাক্ষ। [সৈন্যগণের প্রতি] তবে আর কি ? দেখ্‌ছি ভগবান্‌ আমার সহায় ! ' সৈন্যগণ, সত্বর এসো ; দারুক তুমিও এসো ; সুড়ঙ্গ-দ্বারে তুমি পাহারায় থাক্‌বে জন কয়েক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে। কি জানি যদি—বলা তো কিছু যায় না—যদি কোন কিছু বাধাবিঘ্ন আসে—তখন তুমি—বুঝেছ ?

দারুকেশ্বর। কিছু জানতে বুঝতে হবে না হুজুর, ওর মধ্যে আর যদি নেই—আমি যদি সুড়ঙ্গপথে পাহারায় থাকি, তাহ'লে বরং শত্রুর সন্দেহ চট্‌ ক'রে হবে, কিন্তু আমি হাতিয়ার নিয়ে হীন পদাতিক সেখানে পদচারণা কর্‌লে—বুদ্ধিমান রাজহাঁস পর্য্যন্ত সন্দেহ কর্‌তে পার্‌বে না।

অম্বুজাক্ষ। ও—ঠিকই ব'লেছ ! আচ্ছা ! তুমি পরে এসো ! এসো—তোমরা !

[সসৈন্যে প্রস্থান ; সর্ব্বশেষে চুপি চুপি দারুকেশ্বরের প্রস্থান]

গীতকণ্ঠে ঘটীরামের পুনঃ প্রবেশ।

গীত।

অচলে অচলে, সাগর-কল্লোলে,
উঠুক ও নাম বাজিয়া,
সন্ধ্যা-উষায়, দিশায় দিশায়
দিক্‌বালা গেয়ে যাক্‌ নব সাজে সাজিয়া
মধুমাখা নাম অবিরাম ॥

[প্রস্থান]

বেগে দারুকেশ্বরের প্রবেশ।

অম্বুজাক্ষ। [নেপথ্যে] একি ! বহির্দ্দিক হ'তে কে দ্বার রুদ্ধ কর্‌লি ! খুলে দে ! দ্বার খুলে দে ! নইলে—

দারুকেশ্বর। এখানে আর নইলে নেই হুজুর, আপনারা এখন একটু বিশ্রাম করুন।

অম্বুজাক্ষ। [নেপথ্যে] বিশ্বাসঘাতক কুক্কুর! তুই! তুই কৌশল ক'রে এইভাবে আমাকে আবদ্ধ কর্‌লি? শয়তান, তোর এই কাজ?

দারুকেশ্বর। বেশী চেঁচাবেন না হুজুর, জলতেষ্টা পাবে, উপস্থিত ওখানে জল দেবার কেউ নেই।

অম্বুজাক্ষ। [নেপথ্যে] যদি কখনও কোনদিন মুক্ত হ'তে পারি—

দারুকেশ্বর। আজ্ঞে—সে আশা নেই হুজুর—সে শুভদিন আর আসবে না—[আনন্দাতিশয্যে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে] তুম্‌-তানা—না—না—দেরে—না-দেরে না—। হুজুর আমার ইঁদুরকলে পড়েছেন—উপস্থিত তাঁর ভাবনাটা আর ভাবতে হবে না। যখন চাঁইকে আটক ক'রেছি, তখন তার দলবলকে বাগে আনতে বোধ হয় বেশী কষ্ট ক'রতে হবে না! দেখি—

[দ্রুত প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অগ্নি-মন্দির সন্নিহিত অশ্বত্থমূল।

আপস্তম্ভ ও সাপুড়ে কথোপকথন করিতেছিল।

আপস্তম্ভ। তোমার কি আর কোন যোগ্যতা নেই ওস্তাদ? শুধু সাপ ধরতে—আর সাপ খেলাতেই শিখেছ?

সাপুড়ে। আরে, তু কি করতে বলিস?

আপস্তম্ভ। লড়াই করতে পারো?

সাপুড়ে। লড়াই? তু হামারে মেইয়া লোক সমঝেছিস্ বুঝি? হামার চেহারা দেখে তুহার কি মনে লাগে? আরে ঠাকুরজি, হাতে হাতিয়ার থাকলে হামি একেলা একশো মরদের মওড়া লিতে পারে!

আপস্তম্ভ। তোমার দলে কত লোক আছে?

সাপুড়ে। আন্দাজ দুশো বেদিয়া আছে—যাদের মাগী মরদ লড়াই দিতে জানে।

আপস্তম্ভ। তাহ'লে প্রস্তুত থেকো ওস্তাদ, ঝড় উঠতে আর বেশী বিলম্ব নেই।

সাপুড়ে। আরে, ঝড় উঠবে ত হামি লোক কি ক'রবে? ঝড়ের সাথে হামি লোক লড়াই দিবে? তুহার মগজ বিগ্‌ড়ে গেছে নাকি?

আপস্তম্ভ। আমার কথার তাৎপর্য্য তা নয় ওস্তাদ, লড়াই বাধতে আর বেশী দেরী নেই—তুমি দলবল নিয়ে তৈরী থেকো।

সাপুড়ে। এহি বাৎ! বহুত আচ্ছা, হামি লোক তৈরী থাক্‌বে। আচ্ছা ঠাকুরজী, হামি তবে চলে—

আপস্তম্ভ। এসো ওস্তাদ !

[সাপুড়ে কিয়দ্দূর যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল]

সাপুড়ে। আরে ঠাকুরজী, তুহার শঙ্খিয়া—

আপস্তম্ভ। দাও—[শঙ্খিয়া গ্রহণ করিলেন, সাপুড়ে চলিয়া গেল] শুক্লা অষ্টমীর আর মাত্র কয়েক দিন বাকী! বালক মন্দার আজও ফিরলো না! তবে কি অষ্টমীর বলি সংগ্রহ হবে না? ভুল ক'রেছি, ক্ষুদ্র বালকের উপর এত বড় একটা কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকে! কিন্তু বলি যে আমি চাই—নইলে সব আয়োজন যে পণ্ড হবে! সে বলি কে সংগ্রহ ক'রে দেবে?

শালিবানকে সঙ্গে লইয়া মলয়ের প্রবেশ।

মলয়। সে বলি আমি সংগ্রহ ক'রেছি বাবা—ক্ষত্রিয়-বলি।

[আপস্তম্ভ শালিবানের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপনমনে উল্লাসিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন]

আপস্তম্ভ। অগ্নি-দেবতা—অগ্নি-দেবতা—প্রসন্ন হ'য়েছ তুমি!

শালিবান। তুমি অনার্য্য অগ্নি-পূজক আপস্তম্ভ?

আপস্তম্ভ। চিনতে পেরেছ যুবক? আমি ক্ষত্রিয়ের চির-শত্রু আপস্তম্ভ। তুমিও আমার অচেনা নও যুবক! অগ্নি-দেবতার কৃপায় শুক্লা অষ্টমীর মহাবলি সংগৃহীত হ'য়েছে দেখে আজ আমার আনন্দ ধরছে না।

মলয়। তুমি কি একে চেনো বাবা?

আপস্তম্ভ। ক্ষত্রিয়কে চিনতে বেশী দেরী হয় না মলয়! তুই এখন যা, তোর শঙ্খিয়া খাবার সময় হয়েছে, এই নে আরও শঙ্খিয়া, টাটকা শঙ্খিয়া—ফুরতি ক'রে খা।

[মলয়ের প্রস্থান]

শালিবান। তোমার উদ্দেশ্য কি আপস্তম্ভ ?

আপস্তম্ভ। অতি মহান্ উদ্দেশ্য আমার !
শুক্ল অষ্টমীর নিশা দ্বিপ্রহরে
চির-জাগ্রত সর্ব্বশক্তিমান
হুতাশন দেবতা সমক্ষে—
মহানন্দে দিব ক্ষত্র-বলি,
তাই এত উল্লাস আমার।

শালিবান। এতই উল্লাস তব নরবলি দিতে ?

আপস্তম্ভ। সাধারণ নরবলি
হুতাশন করে না গ্রহণ।
নির্ব্বাচিত বলি তুমি—
উৎসর্গ করিলে তোমায়
তৃপ্ত হবে ইষ্টদেব মোর।

শালিবান। জানো তুমি আপস্তম্ভ
কারে বলি দিতে ক'রেছ মানস ?
ফল যার—
সর্ব্বনাশ আমন্ত্রণ করা।

আপস্তম্ভ। জানি আমি মহাবলিদানে
সর্ব্বনাশ আমন্ত্রণ করা।
আর এও জানি,
সর্ব্বনাশ বিনা মুক্তি নাহি আসে।
তাই অতিহীন সমাজ-তাড়িত
অনার্য্যের মুক্তির কারণ
করিয়াছি মহা আয়োজন।

শালিবান। ভেবেছ কি মনে
আপনারে সর্ব্বশক্তিমান,
তাই আগুয়ান অসাধ্য-সাধনে ?
ভেবেছ কি হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয়-নন্দন ?
নিরস্ত্র একাকী ব'লে করিবে পীড়ন,
দিবে বলিদান অগ্নি-দেবতায় ?
ভ্রান্ত এ ধারণা তব—
এইক্ষণে এই জনশূন্য স্থানে,
এই দৃঢ় করে
নিষ্পেষিত করি যদি
ওই শুষ্ককণ্ঠ তব ?
পাঠাই যদ্যপি তোমা শমনসদনে,
কে রক্ষিবে তোমা ?

আপস্তম্ভ। হা-হা-হা ! বাতুল ক্ষত্রিয় !
ভেবেছ কি মোরে
অসহায় আপনার মত ?
জেনে রাখ মূঢ় !
এ প্রচেষ্টা তব
বামনের চন্দ্রমা ধারণ সম।
এইক্ষণে একটী ইঙ্গিতে মোর
শত শত শাণিত কৃপাণ
সৌরকরে উঠিবে ঝলসি।
ওই গর্ব্বদৃপ্ত সমুন্নত শির,
নিমিষে হইবে স্কন্ধচ্যুত !

শালিবান   কিন্তু তার পূর্ব্বে
অস্তিত্ব না রহিবে তোমার।

[শালিবান আপস্তম্বের কণ্ঠদেশ ধরিবার জন্য যেমন আক্রমণ করিলেন, আপস্তম্ব তৎক্ষণাৎ বংশীধ্বনি করিবামাত্র কতিপয় সশস্ত্র অনুচর আসিয়া শালিবানকে ঘিরিয়া তাঁহার মস্তকোপরি খড়্গ উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল—আপস্তম্ব উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন]

আপস্তম্ব।   বুঝেছ বাতুল,
আপস্তম্ব নহে শক্তিহীন ?
আরো ব'লে রাখি—
শোন দর্পী ক্ষত্রিয়নন্দন,
আসে যদি মগধের বিরাট বাহিনী
উদ্ধারিতে তোমা,
জেনে রাখ,
তারা না পাইবে কভু
উদ্দেশ তোমার।
মনোনীত ক'রেছি তোমায়
শুক্ল অষ্টমীর বলি।
উৎসর্গের শেষে জানিবে সকলে
কি মহান্ উদ্দেশ্য আমার !

শালিবান।   কি বলিলে পুরোহিত !
বলিরূপে উৎসর্গ করিবে মোরে ?

আপস্তম্ব।   অবিকল !
অন্যথা না হবে কোন মতে।

শালিবান। এতই নিষ্ঠুর তুমি দয়ামায়া হীন,
দিবে নরবলি দেবতা-সকাশে ?

আপস্তম্ভ। নিষ্ঠুরতা দেখিলে কোথায় ?
বৎসরান্তে একবার
একটী ক্ষত্রিয়-বলি।
কিন্তু এ হ'তে অধিক শতগুণে
নিষ্ঠুর আচার ক্ষত্রিয়ের।
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তারা
দিতেছে অনার্য্য-বলি
রমণী-পুরুষ ভেদে !
অস্পৃশ্য অনার্য্য জাতি,
অসভ্য বর্ব্বর তোমাদের পাশে।
তাই বিতাড়িত তারা
বন হ'তে বনান্তরে।
অনার্য্য-রমণী ক্রীড়ার পুত্তলী
ক্ষত্রিয়ের বিলাস ব্যসনে !
বিশাল ধরার বক্ষে
সুখ-শান্তি যেখানে যেটুকু,
ক্ষত্রিয়ের অধিকারে সব !
ক্ষত্রিয়-যুবক, বল তুমি—
থাকে যদি তব পাশে
ন্যায়ের মর্য্যাদা, বল তবে ন্যায়বান !
নিষ্ঠুরতা অধিক কাহার ?
আমার ? না ক্ষত্রিয়ের ?

শালিবান। সত্য যদি হয় তব বাণী,
মানি লব নিন্দিত আচার
ক্ষত্রিয়ের।
কিন্তু একের কারণ
নিন্দনীয় নহে ক্ষত্রকুল।
কিন্তু তোমার আচার
নরহন্তা ঘাতকের মত।

আপস্তম্ভ। এই সুবিচার সুবিধান
ক্ষত্রিয়ের লাগি!
নিয়ে যাও এ যুবকে,
বন্দী ক'রে রাখ গুপ্ত কারাকক্ষে
পাতালপুরীতে।

শালিবান। আপস্তম্ভ—আপস্তম্ভ—

আপস্তম্ভ। নিয়ে যাও—

শালিবান। আপস্তম্ভ—

আপস্তম্ভ। নিয়ে যাও—

[অনুচরগণ শালিবানকে লইয়া চলিয়া গেল]

আপস্তম্ভ। হা-হা-হা!

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

মগধ রাজ-প্রাসাদ—কিষণজীর মন্দির।

পট্টবস্ত্রপরিহিতা মহামায়া মাল্য-চন্দন ও পূজার উপকরণাদি লইয়া কিষণজীর মন্দিরে যাইতেছিলেন, সহসা গীত-ধ্বনি শুনিয়া দাঁড়াইলেন।

নেপথ্যে মন্দারের কণ্ঠে গীতধ্বনি উত্থিত হইল।

মহামায়া। ওরে, কে আছিস্, ওই গায়ক ভিক্ষুক-বালককে এইখানে নিয়ে আয়। কিষণজী—কিষণজী, এ আবার কি আকর্ষণ!

গীতকণ্ঠে মন্দারের প্রবেশ।

গীত।

আমার মনের আড়াল থেকে
ডাকলে কে আমায়।
চিনি না দেখিনি তারে
তবু প্রাণ ছুটে যেতে চায়॥
লুকিয়ে রেখে আপনারে
হাতছানি দে ডাকছে মোরে,
ছুটে গেলে, পাই না খুঁজে
শুধু বাঁশী বলে—আয়রে আয়॥

মহামায়া। বালক! তুমি কে?

মন্দার। আমি মন্দার।

মহামায়া। কাদের ছেলে তুমি? তুমি বুঝি ভিখারীদের ছেলে?

মন্দার। তা তো জানি না মা, পূজারী বলেন আমি মন্দার—অগ্নি-দেবতার সেবক।

মহামায়া। তোমার পিতামাতা নেই ?

মন্দার। তাও জানি না মা!

মহামায়া। [স্বগত] কি মিষ্টি কথা এই বালকের! [প্রকাশ্যে] তুমি এখানে এসেছ কি মনে ক'রে ?

মন্দার। আপনিই তো মহারাণী ?

মহামায়া। উপস্থিত—না-না, আমি মহারাণী নই—আমি রাজমাতা।

মন্দার। আমি আপনার কাছেই এসেছি—

মহামায়া। আমার কাছে ?

মন্দার। হ্যাঁ, আপনার কাছে।

মহামায়া। প্রয়োজন ?

মন্দার। বলি খুঁজতে—শুক্ল অষ্টমীর বলি—সুন্দর, সুশ্রী, ক্ষত্রিয়-যুবক, রাজবংশজাত।

মহামায়া। বালক—

মন্দার। আমার কোন অপরাধ নেই মা, এক সাধু আমায় এইস্থানে পাঠিয়েছেন, ব'লে দিয়েছেন এইখানেই বলি পাবো। শুধু তাই নয় মা, তিনি আরও ব'লেছেন, এইখানে আর একজনকে পাবো, যাকে আমি চিনি না, জানি না, দেখিনি। তিনি ব'ল্লেন আমার মন নাকি তাকে খুঁজছে! সে কে মা?

গীত।

আমি জানি না চিনি মা যারে,
আমার মন খোঁজে তাকে।
ওমা ব'লে দে—ব'লে দে—সে আমার কে॥

আমি জানি না তার স্বরূপ কেমন,
অপরূপ কি অরূপ সে জন,
আমার মনের একি খেয়াল
ঘোরায় আমাকে ॥

মহামায়া। এক সাধু তোমায় ব'লেছে! কিষণজী—কিষণজী, এ আবার কি সমস্যায় ফেল্‌লে! শুক্ল অষ্টমীর বলি—সুন্দর, সুশ্রী ক্ষত্রিয়-যুবা—রাজবংশজাত। কোন্ দেবতার সমক্ষে বলি দেবে বালক?

মহামায়া। অগ্নি-দেবতা! হীন অনার্য্য দস্যুর উপাস্য অগ্নি-দেবতা?

নেপথ্যে ঘটিরাম গাহিতেছিল।

গীত ।

মন, তোর আগাগোড়াই ভুল।
তোর আমি তুমি ভেদ গেল না—
(মনরে) যেটা কু-এর মূল ॥
যাঁর রচা এই বিশ্বখানা,
সে যে পরমাত্মা আছে জানা,
সেই সিন্ধুবারির ছিটে-ফোঁটা
তুমি আমি ভুল ॥

মহামায়া। ভুল—সত্যই তো মহাভুল! আমার কিষণজীর আদরের মানুষ আর্য্য-অনার্য্য! আর সেই মানুষের উপাস্য-দেবতা কিষণজী—কিষণজীই আবার অগ্নি-দেবতার মূর্ত্তিতে। কিন্তু বলি! আমি বলি কোথায় পাবো? সুশ্রী, সুন্দর, ক্ষত্রিয়-যুবক—রাজবংশজাত। কিষণজী! ঠাকুর! তাই কি তোমার অভিলাষ! কিন্তু ঠাকুর! আমি যে মা! আমি যে তাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছি!

বুকের রক্ত দিয়ে এতটুকু থেকে এত বড়টী ক'রেছি ! না—না, তা পারবো না—হৃদয় থেকে হৃদ্‌পিণ্ড ছেঁড়ে ফেলতে পারবো না ! কিষণজী—কিষণজী—তুমি ব'লে দাও আমি কি করবো ?

মন্দার । মা—

মহামায়া । আমায় একটু ভাববার অবসর দাও বালক—বেশী নয় এক অহোরাত্র—কাল ঠিক এম্নি সময় এসো বালক, আমি তোমায় ব'লে দোব তোমার আশা পূর্ণ করতে পারবো কিনা ।

মন্দার । বেশ, তাহ'লে কালই আসবো মা—

[প্রস্থান]

মহামায়া । ব'লে দাও—তুমি ব'লে দাও কিষণজী, আমার কর্ত্তব্য কি ?

গীতকণ্ঠে ঘটীরামের প্রবেশ ।

গীত ।

তুমিই তো হে নাটের গুরু,
সর্ব্বঘটে আছো তুমি,
করবার যা, তা তুমিই কর,
আমি ভাবি করি আমি ॥
জগৎ নিয়ে করছো খেলা,
হাসি-কান্নার বসিয়ে মেলা,
সাদায় কালো মিশিয়ে দিয়ে
মজা দেখছো ব'সে চক্রনেমী ॥

মহামায়া । আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম বাবা !

ঘটীরাম । কেন মা ?

মহামায়া। একটা কঠিন সমস্যায় পড়েছি বাবা—

ঘটীরাম। কি এমন সমস্যা মা—যার জন্য শক্তিরূপা মা তুমি, এতখানি আত্মহারা হ'য়ে পড়েছ ?

মহামায়া। এক বালককে আমি কথা দিয়েছি, সে এসেছিল—আমার কাছে তাদের উপাস্য দেবতার পূজার বলি ভিক্ষা করতে।

ঘটীরাম। ভিক্ষা দিয়েছ ?

মহামায়া। এতো সহজ বলি নয় বাবা—সুন্দর, সুস্থ, ক্ষত্রিয়-যুবা—অভিজাত রাজ-বংশজাত—এমন বলি কোথায় পাবো বাবা ?

ঘটীরাম। সে বুঝি আবার আসবে ?

মহামায়া। হ্যাঁ বাবা, সে আবার আসবে, কিন্তু আমি ভেবে উঠতে পারছি না—তাকে আবার কি উত্তর দোব !

ঘটীরাম। কিষণজী জানেন মা ! যিনি তোমার কাছে এই ভিক্ষার্থীকে পাঠিয়েছেন, তিনিই ব'লে দেবেন তোমার কর্ত্তব্য কি ! তোমার ভাবনা কি মা—সমস্ত ভার তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে তুমি চুপটী ক'রে ব'সে থাকো।

নেপথ্যে অম্বুজাক্ষ। হাওয়া চাই—একটু হাওয়া—দম বন্ধ হ'য়ে গেল—একটু হাওয়া—

ঘটীরাম। কে চীৎকার করছে মা ? তোমার পাতাল-পুরীর দুর্গে কেউ অবরুদ্ধ আছে নাকি ?

নেপথ্যে অম্বুজাক্ষ। হাওয়া—হাওয়া—একটু হাওয়া—

মহামায়া। সত্যিই ত, আমার ত স্মরণ ছিল না। এ কীর্ত্তি—বোধ হয় দারুকের ? ওরে—ওরে, কে আছিস্—পাতাল-দুর্গের দ্বার মুক্ত ক'রে দে—ওরে, পাতাল-দুর্গের দ্বার মুক্ত ক'রে দে।

[উভয়ের প্রস্থান]

দারুকেশ্বরের প্রবেশ

দারুকেশ্বর। এদিককার দফা ত এক রকম ঠাণ্ডা! এখন শ্রীমান্ অম্বুজাক্ষে শেষ ব্যবস্থাটা করা আর রাজাটাকে ফিরিয়ে আনা, এই ত্বটো কাজ করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। একটা পরামর্শ যে করবো, তার উপায় নেই। রাজাকে খুঁজতে অরুণাক্ষ আজও গেল— কালও গেল! আর মহারাণীকে পেয়ে বসলো ঐ কিষণজী! তার দেখা পাওয়া ভার। মহারাণীর দয়া-দাক্ষিণ্যটা আজ কাল যে রকম বেড়ে উঠেছে, তাতে আশঙ্কা হয়, খাঁচার বাঘ না ছেড়ে দিয়ে বসেন! তার আগেই বাবাজীকে ইহধাম থেকে সরাতেই হবে—নইলে ভবিষ্যৎ একেবারে গাঢ় অন্ধকার। একটু বিষ—ব্যস্, কাম ফতে! ভোল বদ্‌লে এক বেটা সাপুড়েকে ধরতে পারলেই কাজ গুছিয়ে নেব, দেখা যাক্—কতদূর কি করতে পারি।

[দ্রুত প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

পথি-পার্শ্বস্থ বৃক্ষতল।

মন্দারের প্রবেশ।

মন্দার। মহারাণী! বেশ মহারাণী তো! মা বল্লে যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়; ইচ্ছা হয় তাঁর কাছে থাকি, কিন্তু তা যে হবে না—তা যে হবায় নয়!

সাপের ঝাঁপি স্কন্ধে সাপুড়ের প্রবেশ।

সাপুড়ে। লড়াই বাধবে—লড়াই বাধবে—ঠাকুরজী বলিয়েছেন—লড়াই বাধবে! কেতো দিন হাতিয়ারে হাত লাগাইনি, হাতিয়ারে মরচে লেগেছে! [মন্দারকে দেখিয়া] আরে, কে তু লেড়্‌কা?

মন্দার। আমি মন্দার।

সাপুড়ে। আয়তো—আয়তো—দেখি তুহারে।

[মন্দারের গলার কবচখানা দেখিতে লাগিল, ঠিক সেই সময় দারুকেশ্বর আসিয়া বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল]

মন্দার। কি দেখছো তুমি? ও একখানা কবচ; যতদিন জ্ঞান হয়েছে, ততদিন ধ'রেই দেখছি। ওখানা গলায় আমার কে বেঁধে দিয়েছে, কেন দিয়েছে, তা আমি জানি না। তুমি নেবে এখানা? ওকি! তোমার চোখে জল কেন? কি হ'য়েছে? তুমি অমন ক'রে কাঁদছো কেন?

সাপুড়ে। লেড়্‌কা—লেড়্‌কা—হামার কলিজার রোশনী!

[মন্দারকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল]

মন্দার। তুমি অমন ক'চ্ছো কেন? কি হয়েছে তোমার?

সাপুড়ে। কি হ'য়েছে, তা তুহারে কেমন ক'রে বলবো রে লেড়কা? সুমারী—সুমারী! লেড়কাকে পাইয়েছি, এতোদিন পরে পাইয়েছি,—তুহার জানের জান—কলিজার কলিজা—লেকিন তু কুথারে বিটিয়া! দেবতা—দেবতা! একটীবারের লেগে তু হামার সুমারীকে ফিরিয়ে দে—লেড়কার লেগে তার দম বেরিয়ে গেছে—নইলে এতো জল্‌দি সে যেতো না।

মন্দার। তুমি কার কথা বলছো?

সাপুড়ে। তু তাকে কেমন ক'রে জানবি রে বাচ্ছা? তু তখন এতোটুকু—শুধু মা বলতে শিখেছিলি।

মন্দার। সে তোমার কে?

সাপুড়ে। সেই আমার সব ছিল রে—সেই আমার সব ছিল।

মন্দার। তোমার সব ছিল, কিন্তু আমার তো কেউ নয়!

সাপুড়ে। ও কথা মুখে আনিস্‌নিরে বাচ্ছা! যদি সে শুনতে পায়, ওখান থেকে সে আবার কাঁদবে।

মন্দার। সে কোথায় আছে?

সাপুড়ে। ঐ আকাশে—যেখানে সাঁঝ হ'লেই তারাগুলো ঝল্‌মল্ ক'রে একসঙ্গে হেসে ওঠে। লাখ্ লাখ্ তারা, তাদের মাঝে সে লুকিয়ে আছে—তাদের একজন হ'য়ে, তাই হামি এতো খুঁজি, দেখতে না পেয়ে এতো কাঁদি, সে হামার কথা একটীবারও ভাবে না।

মন্দার। পাগলের মত কি বলছো তুমি?

সাপুড়ে। হামি পাগল হইয়ে যাইরে বাচ্ছা, তুমি পাগল হইয়ে যাই! যেখোনি হামি তার কথা ভাবি—তেখনি হামি পাগল হইয়ে যাই।

মন্দার। আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না, তুমি আমায়

বুঝিয়ে বল, সে তোমার কে? আমারই বা কে? আমাকে দেখেই বা তুমি অমন ক'রে কাঁদছো কেন?

সাপুড়ে। ওরে বাচ্ছা, তুহারে আর কি বলবে? সে তুহার মা ছিল—আর সে হামার কে ছিল জানিস্? সে ছিল হামার লেড়্কী!

মন্দার। আমার মা—আমার মা—সত্যি বলছো তুমি, সে আমার মা ছিল? কি নাম ছিল তার?

সাপুড়ে। নাম ছিল তার সুমারী।

মন্দার। তাহ'লে তুমি নিশ্চয় জান আমার পিতা কে?

সাপুড়ে। সে ছিল একটা বেইমান; রাক্ষসেও তাকে ভয় করতো।

মন্দার। তবে কি আমার পিতা নেই? পিতৃ-মাতৃহীন অভাগা বন্য বেদিয়ার সন্তান—এই কি আমার পরিচয়?

সাপুড়ে। নেই কে বল্লেরে বাচ্ছা? সে রাক্ষসটা এখনো ঠিক তেমনটী আছে! নেই শুধু হামার সুমারী! আর তু বেদিয়াকা লেড়কা না আছিস্।

মন্দার। কি ব'লছো? কি ব'লছো? আমি বুনো বেদের ছেলে নই? আমার পিতা এখনো জীবিত? ওগো, দয়া ক'রে আমায় ব'লে দাও আমার পিতা কে?

সাপুড়ে। ওরে—ওরে, তার নাম করতে যে রাগে হামার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠেরে! সে রাক্ষস বেদিয়া নয়—হামাদের দুষমন—ক্ষত্রিয়।

মন্দার। কে তিনি?

সাপুরে। এই মগধের রাজা যে ছিল, এই রাজার বাপের ভাই!

মন্দার। এই যে তুমি বললে—তিনি বেঁচে আছেন?

সাপুড়ে। ঝুটা বলিনিরে বাচ্ছা, এখন সে রাজার সেনাপতি। নিজে রাজা হোবে বোলে রাজার সাথে দুষমনি করিয়েছে, রাজাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তারপর কি হইয়েছে তাতো জানি না রে বাচ্ছা।

মন্দার। এ যে বড় অদ্ভুত কথা তোমার, ক্ষত্রিয়রাজার সঙ্গে বুনো বেদের মেয়ের বে হ'লো কেমন ক'রে ?

সাপুড়ে। বিয়ে আর হ'লো কই ? তবে আর তাকে বেইমান বলছি কেনো ? এতখানি বেধার্ম্মিক, এতখানি বেসর্ম্মি, সে সুমারীকে ছোড়িয়ে দিল। সুমারী বুকের দরদ নিয়ে বাঁচিয়ে ছিল কটা দিন, তারপর হামি সুমারীকেও হারালে—তুহারেও হারালো !

মন্দার। জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা ! তোমার এই ব্যবহার ! এর চেয়ে পিতৃ-পরিচয় না জানা যে আমার ভাল ছিল ! এত হৃদয়হীন তুমি পিতা ?

সাপুড়ে। শুধু সুমারী নয় রে বাচ্ছা, এমনি আর একটা বোকা মেয়েকে সে ঠকিয়েছে। সে জাতের মেয়ে, তাকেও ঠকিয়েছে ! তারও এক লেড়কা ছিল—ঠিক তুহার মত, তুহার চেয়ে কিছু বড়া ; বেইমানের হাল জেনেও সুমারীর দিল্ কেমন ক'রে তার দিকে টান্‌লো—এতো হামি ভাবতে পারে না !

মন্দার। আবার কার কথা ব'লছো ?

সাপুড়ে। সেও সুমারীর মত একটা মেয়ে—তুহার মত তারও একটা লেড়কা ছিল—আজও বেঁচে আছে সে লেড়কা।

মন্দার। কে সে ?

সাপুড়ে। সে এখন রাজার সাথে সাথে থাকে। কি নামটা আছে তার ! হাঁ—হাঁ—খেয়াল হইয়েছে ! সে দারুক আছে।

মন্দার। ওঃ, ইনি আবার পিতা !

[মন্দার চলিয়া যাইতেছিল, সাপুড়ে তাড়াতাড়ি গিয়া তার হাত ধরিল]

সাপুড়ে। কুথাকে যাস্‌রে বাচ্ছা? যেখন তুহারে পাইয়েছে, তেখন তুহারে ছোড়বে না। তু যে হামার লেড়্‌কীর লেড়্‌কা—হামার কলিজার কলিজা!

মন্দার। কিন্তু আমায় যে যেতে হবে! পূজারীর কাছে প্রতিশ্রুত হ'য়ে এসেছি, দেবতার বলি সংগ্রহ ক'রে দেব! একসঙ্গে দুটো উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে, আমি দেখবো আমার নিষ্ঠুর পিতাকে! কাজ শেষ ক'রে আমি ফিরে আসবো, তবে বলতে পারি না তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে কিনা। মাতামহ! তুমি পায়ের ধূলো দাও—যেন আমার আশা পূর্ণ হয়!

সাপুড়ে। তু কুথা দে যে, তু হামার কাছে ফিরে আসবি?

মন্দার। আমি তা বলতে পাচ্ছি না; আমার বুকের মাঝে ঝড় উঠেছে, আমি ভেবে উঠতে পাচ্ছি না আমি কি ক'রবো! কেন তুমি আমায় উন্মাদ করলে—কেন তুমি আমায় পিতৃ-পরিচয় দিলে!

[বেগে প্রস্থান]

সাপুড়ে। বাচ্ছা রে বাচ্ছা—ফিরে আয়—ফিরে আয়—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান]

[দারুকেশ্বর অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিল]

দারুকেশ্বর। জগতে সবাই জানে দারুকেশ্বর ভবঘুরে, কিন্তু তার একটু সম্মান সে রাজ-বয়স্য; কিন্তু এই কি তার পিতৃ-পরিচয়? অসভ্য বন্য বর্ব্বর হ'লেও সাপুড়ে মিথ্যা বলেনি; কিন্তু এই পরিচয় নিয়ে আমাকে লোক-সমাজে মুখ দেখাতে হবে! না—আমি রাজধানীতেই ফিরে যাবো। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, কি করবো—কি করবো—

[বেগে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

পাতাল-পুরীর কারাগার।

বন্দী শালিবান একাকী চিন্তা করিতেছিলেন

শালিবান। এইভাবে—হীনতার মাঝে
বহিবে কি জীবনের স্রোত?
শক্তিমান মগধ-ঈশ্বর
অনার্য্যের অন্ধ কারাগারে
এইভাবে সহিয়া যাতনা
হবে অগ্রসর মরণের পথে?
ওই নিশাকর—
স্তিমিত আলোক যার
আসে ক্ষুদ্র গবাক্ষের পথে,
ওই জাগ্রত দেবতা—
আদিপুরুষ যে পবিত্র বংশের,
সেই বংশে লভিয়া জনম
বন্দী আজি আমি অনার্য্যের করে!
কি কঠোর প্রাক্তন!
মাতৃ-অভিশাপ—
সুনিশ্চয় মাতৃ-অভিশাপ!
অবাধ্য সন্তান আমি,
কৃত কর্ম্মফল করিতেছি ভোগ!

ধীরে ধীরে মলয়ের প্রবেশ।

কে তুমি? গভীর নিশায়
অন্ধ কারাকক্ষ-দ্বারে
আসিয়াছ কোন্ প্রয়োজনে?
এসেছ কি নিয়ে যেতে
বধ্যভূমে মোরে?
হয়েছে কি মরণ সময়?

মলয়। ভাবিও না ঘাতক আমারে।
সত্য বটে আমি বন্দী করিয়াছি তোমা!
মৃত্যুকামী তুমি, দিয়েছ আমারে ধরা
জীবনের মুক্তির আশায়—
তাই বন্দী করিয়াছি,
পূরাতে বাসনা তব
সমর্পণ করিয়াছি তোমা পূজারীর করে—
মহামুক্তি যে দিবে তোমায়।
কিন্তু বুঝিতেছি এবে,
ভুল করিয়াছি আমি।
শুনিয়াছি তব অন্তরের বাণী,
ভগ্ন-হৃদি ভগ্ন-প্রাণ ব্যথার তাড়নে—
হয়েছিলে মৃত্যুকামী একদিন!
বুঝিয়াছি—
ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা তাহা!

শালিবান। সেই দিন হ'তে

আর ত দেখিনি তোমা,
তবে কেমনে শুনিলে মোর অন্তরের বাণী ?
কেমনে বুঝিলে নহি আমি মৃত্যুকামী ?
জনক তোমার—
ক্ষত্রিয়-বিদ্বেষী নরাধম
হুতাশনে করে পূজা,
ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস হেতু !
তাই—বলি দিতে অগ্নির পূজায়,
বন্দী করি রাখিয়াছে মোরে
অন্ধকার কারাগারে।

মলয় : তুমি জানো—তোমাতে আমাতে দেখা
শুধু সেইদিন,
কিন্তু নাহি জানো প্রতিটি নিশায়
শুনি তব করুণ বিলাপ
ছুটে আসি অজ্ঞাতে তোমার,
দেখিতে তোমারে
মর্ম্মবাণী শুনিতে তোমার !
নাহি জানি—নাহি বুঝি
কিসের প্রেরণা অতিষ্ঠ করিয়া তোলে !

শালিবান। মায়াবী বালক !
আশ্চর্য্য করিলে মোরে !
আর্য্যদ্বেষী অনার্য্য-নন্দন !
কেন এই আকর্ষণ মোর প্রতি ?
অভিলাষ কিবা তব ?

আরো কি কঠোরতর
শাস্তির বিধান করিয়াছ আবিষ্কার ?

মলয়। বীর তুমি ক্ষত্রিয়-নন্দন,
জানি ভাল আমি বীরের মর্য্যাদা
কেমনে দানিতে হয়।
শক্তি-আরাধনা আপনি ক'রেছি,
শিখিয়াছি শস্ত্র-বিদ্যা বাল্যকাল হ'তে।
বীর বলি আপনারে লোকের সমাজে
দিই পরিচয় ; তাই জানি
বীরপ্রতি বীরযোগ্য আচরণ !
অমূল্য জীবন তব, বলির অযোগ্য।
বল হে ক্ষত্রিয় !
মুক্তি কি কামনা কর ?

শালিবান। মুক্তি ?
কে দিবে আমারে মুক্তি ?
আর্য্যদ্বেষী জনক তোমার
ক'রেছে আমারে বন্দী,
বলি দিতে দেবতার পাশে !
পাষাণ হৃদয় সেই অনার্য্য পূজারী
শুনিবে না কারো কথা,
প্রতিহিংসা করিতে সাধন
সুনিশ্চয় বলি দিবে মোরে।

মলয়। আমি যদি মুক্তি দিই,
কেহ নাহি দিবে বাধা।

জানি, রুষ্ট হইবেন পিতা,
কিন্তু স্নেহে অন্ধ তিনি—
শত অপরাধ মোর করিবেন ক্ষমা।

শালিবান পার তুমি ?
পার তুমি মুক্তি দিতে মোরে ?
পার যদি মুক্ত ক'রে দাও
এই দণ্ডে মোরে,
চ'লে যাই পাপ-পুরী হ'তে !
পুনঃ দেখা হবে
তোমাতে আমাতে সেইদিন—
যেদিন পুনঃ আসিব ফিরে অনার্য্য-দলনে !

মলয়। অস্ত্রে অস্ত্রে হইবে আলাপ
মুক্তি-দাতা সনে—
শোধিতে আসিবে যবে কৃতজ্ঞতা ঋণ,
কৃতজ্ঞ ক্ষত্রিয় তুমি।
ভাল—তাই হবে,
এই মুক্ত করিলাম পথ,
যাও চলি যথা ইচ্ছা হয়।
কিন্তু মনে রেখো ক্ষত্রিয়-নন্দন,
তব পণ ; ক্ষত্রিয়-দলনে—
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আমন্ত্রণ করিলাম তোমা।

শালিবান। ক্ষত্রপণ রাখিব নিশ্চয়,
তবে ভুলিব না
মুক্তি-দাতা বান্ধবে আমার। [প্রস্থান]

মলয়। বীর প্রতি বীরযোগ্য আচরণ
আমন্ত্রণ দ্বৈরথ সমরে,
অপমৃত্যু তার ঘটিতে দিব না কভু।
আমিই করেছি ভুল,
সংশোধন করিনু আপনি।

বিরোচনের প্রবেশ।

বিরোচন। নীরব নিশীথে একা কারাগার-দ্বারে
কোন্ প্রয়োজনে এসেছ মলয় ?
ছিল বুঝি গুপ্তকথা বন্দীর সহিত,
তাই এই নিভৃত সাক্ষাৎ ?

মলয়। ছিল প্রয়োজন,
তাই আসিয়াছি গভীর নিশীথে।
কিন্তু তুমি বিরোচন,
কি কার্য্য সাধিতে
অরক্ষিত রাখি ওই দেবতা-মন্দির,
গুরু-আজ্ঞা করিয়া হেলন—
আসিয়াছ হেথা ?

বিরোচন। যদি হয় প্রয়োজন,
গুরুর সকাশে দিব প্রশ্নের উত্তর ;
নহি আমি আজ্ঞাবাহী তব।

মলয়। তবে ফিরে যাও আসিয়াছ যেথা হ'তে ;
উত্তর দিব না আমি তোমার প্রশ্নের।
নাহি তব অধিকার আমারে করিতে প্রশ্ন !

বিরোচন। সুনিশ্চয় আছে অধিকার!
আশ্রমের রক্ষী যবে আমি,
দুর্নীতির করিতে শাসন,
আছে মোর ন্যায্য অধিকার।
একি! মুক্তদ্বার কারাগার?
বন্দী কোথা গেল?

মলয়। এ প্রশ্নেরও দিব না উত্তর।

বিরোচন। বাধ্য তুমি উত্তর দানিতে।
গুরুর আদেশ—
অনাচার প্রতিবিধিৎসিতে
আছে মোর পূর্ণ স্বাধীনতা।

মলয়। কি করিতে পার তুমি,
আপস্তম্ভ-আত্মজের?
হীন ভৃত্য যবে তুমি পিতার আমার,
কি শক্তি তোমার আছে
শাসন করিতে মোরে?

বিরোচন। ছেড়ে দাও শাসনের কথা।
সত্য নাহি শক্তি মোর
করিতে শাসন তোমা
ধরিয়া উদ্যত বেত্রদণ্ড।
অন্যে তাহা পারিতাম;
কিন্তু তুমি—
অন্তরে বাহিরে মোর মলয়-উচ্ছ্বাস,
সর্ব্ব অঙ্গে জাগায়েছ শিহরণ,

সর্ব্বস্ব সঁপিয়া আমি বাসিয়াছি ভাল।
চাহি শুধু একটু করুণা,
চাহি শুধু বিন্দু প্রতিদান।
বল—বল ওগো প্রেমময়ী
মলয়-রূপসী,
চাহিবে কি মোর পানে
করুণা নয়নে—
পূর্ণ প্রেমে দিবে প্রতিদান ?

মলয়। বুঝিতে না পারি
কি বলিছ তুমি !
কিবা তব অন্তরের ভাব ?
কি চাও আমার ঠাঁই ?
বল বুঝাইয়া মোরে
কারে বলে ভালবাসা।
আমি ভালবাসি বন-বিহঙ্গিনী,
কলস্বরা সুস্নিগ্ধ তটিনী,
আশ্রমের তরুলতা,
বনের হরিণী ভালবাসি।
ভালবাসি উপাসক উপাসিকাগণে,
আর ভালবাসি জনকে আমার।
তবে তুমি কেন চাহ ভালবাসা ?
অর্থ কিবা এ ভালবাসার ?

বিরোচন। ছলাময়ী চতুরা বালিকা,
আমারে ভুলাতে চাও ?

অজ্ঞতার ভাণে বুঝাইতে চাও
নূতন আদর্শ এই জগৎ মাঝারে—
নারী নাহি বোঝে প্রেম ?
শোন বালা,
ছলা-কলা কর পরিহার,
আমি মজিয়াছি—
হইয়াছি আত্মহারা রূপের নেশায়,
পাইয়াছি আজিকে সুযোগ—
এ সুযোগ আসিবে না জীবনে কখনো,
পূরাবো বাসনা আজি বক্ষে ধরি তোমা
বল প্রিয়তমে,
পূরাবে বাসনা মোর—
ভালবাসি আত্মদান করিবে আমায় ?

মলয়। আত্মদান মানুষের পায়ে ?
দুরাশা তোমার বিরোচন !
হয়েছে স্মরণ আজি,
ব'লেছিল দেবদাসী
এই কথা একদিন!
ফিরে যাও বিরোচন !
দেবদাস এ মলয়
করিবে না কভু আত্মদান
মানুষের পায়ে।

বিরোচন　বুঝিয়াছি মনোভাব তব,
বুঝেছি কারণ—

কেন কারাকক্ষ মুক্তদ্বার আজি ;
কেন বন্দী পলায়িত !
আপনারে করিয়া বিক্রয়
বন্দীর চরণে,
অন্ধ হ'য়ে হীন লালসায়,
মুক্তিদান ক'রেছ বন্দীরে,
তাই প্রেম মোর
উপেক্ষিত তব পাশে।
এখনো সময় আছে,
ভেবে দেখ নারী,
হিত যদি চাহ আপনার।

মলয়। মূর্খ বিরোচন !
ভুল বুঝিয়াছ তুমি।
কি করিতে পার
হীন ভৃত্য, তুমি মলয়ের ?

বিরোচন। এত অহঙ্কার !
এই দণ্ডে বন্দী যদি করি আমি
বিশ্বাসঘাতক বলি,
ভেবে দেখ কি হবে প্রাক্তনে তব।

মলয়। রসনা সংযত কর দুর্নীত অধম !
ভুলিও না কার সনে কর বাক্যালাপ।

বিরোচন। সুধা করি পরিহার
স্বইচ্ছায় হলাহল পান ?
দেখ নারী, পরিণাম কিবা !

[বিরোচন বংশীধ্বনি করিবামাত্র কতিপয় সশস্ত্র অনুচর ছুটিয়া আসিল, বিরোচন তীব্রকণ্ঠে আদেশ করিল]

বিরোচন। বন্দী কর্ এই বিশ্বাসঘাতককে।

[অনুচরগণ অগ্রসর হইল না, তাহারা নির্ব্বাক-বিস্ময়ে বিরোচনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিরোচন তাহাদের অবাধ্যতায় বিরক্ত অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পরুষকণ্ঠে কহিল]

বিরোচন। অবাধ্য কক্কুরের দল, দাঁড়িয়ে দেখ্ছিস কি—বন্দী কর্!

বেগে আপস্তম্ভের প্রবেশ।

আপস্তম্ভ। অপেক্ষা কর, কি হ'য়েছে মলয়?

মলয়। আমি বন্দীকে মুক্তি দিয়েছি বাবা!

বিরোচন। তাই আমি ওই বিশ্বাসঘাতককে বন্দী কর্তে উদ্যত হ'য়েছিলুম।

আপস্তম্ভ। বন্দীকে মুক্তি দিয়েছ মলয়?

মলয়। হ্যাঁ বাবা, আমিই একদিন তাকে বন্দী ক'রে এনেছিলুম, আজ আবার আমিই তাকে মুক্তি দিয়েছি!

আপস্তম্ভ। কিন্তু তার উপর এখন ত তোমার কোন অধিকার নেই মলয়! তুমি তাকে বন্দী ক'রেছ সত্য, কিন্তু যেদিন হ'তে তাকে তুলে দিয়েছ এই অগ্নি-দেবতার উপাসক-সঙ্ঘের হাতে, সেইদিন—সেই মুহূর্ত্ত থেকে তুমি তোমার অধিকার হারিয়েছ।

মলয়। তখন আমি আমার ভুল বুঝতে পারিনি, তাই এখন সেই ভুলের সংশোধন করেছি বাবা!

আপস্তম্ভ। ভুলের সংশোধন! [স্বগত] না—না, এ রক্তের

আকর্ষণ ! ক্ষত্র-রক্তের আকর্ষণ ! [প্রকাশ্যে] দেবতার নামে উৎসর্গ-করা বলি—তুমি তাকে মুক্তি দিয়েছ,—তোমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

মলয়। অমার্জ্জনীয় ! বেশ তাহ'লে আমাকেই বলি দিও—তোমার ঐ দেবতার উদ্দেশ্যে—

আপস্তম্ভ। ভুল করছো কেন মলয়, দেবতা তোমাও !

মলয়। তাইতো আমার এত আনন্দ দেবতার পায়ে আত্মবলি দিতে !

আপস্তম্ভ। উত্তম, যদি উপযুক্ত বলি না পাওয়া যায়, আগামী শুক্লা অষ্টমীতে আমাদের মহাপূজার বলি হবে—এই মলয়। বিরোচন ! একে নজর-বন্দী রেখো !

[প্রস্থান]

মলয়। এত ভালবাস তুমি আমায় বাবা ! সমস্ত অনার্য্যের কল্যাণে আমার জীবনটাকে এমন একটা কাজে লাগাবে ! কি আনন্দ ! কি আনন্দ ! কি আনন্দ !

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মগধ রাজ-প্রাসাদ।

সিংহাসনে অম্বুজাক্ষ বসিয়াছিলেন, পার্শ্বে ভদ্রেশ্বর ; বন্দী ও বন্দিনীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

সকলে।— জয় জয় জয় নবীন ভূপতি।
বন্দীগণ।— দুর্জ্জনদমন—দুষ্কৃতিশাসন
অরাতিদলন মহামতি॥
বন্দিনীগণ।— জয় শান্ত সুধীর বীর,
জয় গর্ব্বে উচ্চ শির,
বন্দীগণ।— সর্ব্বগুণের আধার তুমি
সার্ব্বভৌম নরপতি॥
বন্দিনীগণ।— অচল হইতে সিন্ধুতটে
সুনাম তোমার জগতে রটে,
গুণ-গরিমার উজল দিশ
দিকে দিকে তব যশোভাতি॥

[প্রস্থান]

অম্বুজাক্ষ। কুক্কুট-চীৎকার যেন—
কাণে লাগে তালা।

প্রাণে নাই কোন শিহরণ,
মুখে শুধু স্তুতি-স্তাবকতা !
প্রাণহীন নীরস ও বন্দনায়
অম্বুজাক্ষ ভুলিবে না কভু !

ভদ্রেশ্বর। সত্য মহারাজ,
কর্ণরন্ধ্র এখনো—এখনো
করিতেছে ফর্‌ফর্‌।
যদি অনুমতি হয়,
ডেকে আনি নর্ত্তকীর দল
চিত্ত-বিনোদন হেতু নরেশের।

অম্বুজাক্ষ। না—অপেক্ষা কর ক্ষণকাল !
অগ্রে আমি
যথাবিধি বিহিত বিচারে—
রাজকার্য্য সমাধা করিব।
এই, কে আছিস্‌ ?

রক্ষীর প্রবেশ।

অম্বুজাক্ষ। নিয়ে আয় বন্দিনীরে হেথা।

[রক্ষীর প্রস্থান]

জানতো সবাই এই সিংহাসনে
ন্যায্য অধিকার মোর ?

ভদ্রেশ্বর। যোগ্যজন চির অধিকারী
রাজ-সিংহাসনে—
শাস্ত্রের বিধান ইহা।

অম্বুজাক্ষ।　শুধু শাস্ত্রের বিধান মতে
নহে মোর যোগ্যতার দাবী!
আরও দাবী আছে—
যাহা অজ্ঞাত সবার কাছে।

ভদ্রেশ্বর।　কি সে দাবী মহারাজ?

অম্বুজাক্ষ।　জান—জান তুমি ভদ্রেশ্বর!
কি সম্বন্ধ আছে
শালিবান সনে মোর
ভূতপূর্ব্ব রাজা—
শালিবান তনয় যাহার,
ছিল মোর বৈমাত্রেয় ভাই।
অযোগ্য ভাবিয়া মোরে
স্বার্থপর ভ্রাতা মোর
পাত্র-মিত্রগণ সনে করিয়া মন্ত্রণা—
আমারে বঞ্চিত করি
শালিবানে যৌবরাজ্যে করি অভিষেক,
চ'লে গেল মরণের পারে।
সেই হ'তে রাজা শালিবান,
সরল ভাবিয়া মোরে,
দেখায়ে স্নেহের ভাণ,
দিল মোরে সেনাপতি-পদ
রাখি অভিভাবকরূপে আপনার।
বুঝিনি তখন কি হইবে পরিণাম!
অবজ্ঞা লাঞ্ছনা কত

সহিয়াছি ভ্রাতুষ্পুত্র হ'তে—
নাহিক গণনা তার।
এতদিনে শোধ হ'ল সে মর্ম্মজ্বালার।

ভদ্রেশ্বর। শঠে শাঠ্যং, মহারাজ,
জগতের নীতি !

অম্বুজাক্ষ। সুযোগ বুঝিয়া
তুলিনু বিদ্রোহ-ধ্বজা !
কিন্তু ছলায় ভুলালো মোরে
চতুর দারুক—
অন্ধ কারাগারে মোরে
কৌশলে করিল বন্দী।
ভাগ্য সুপ্রসন্ন মোর !
তাই মহারাণী দানিল আদেশ,
মোরে মুক্ত ক'রে দিতে !
মুক্তি সনে রাজ-সিংহাসন
মিলিল আমার তাঁহারই দুর্ব্বুদ্ধি হেতু !
এইবার—এইবার সরাইব
ওই মোর পথের কণ্টক চিরতরে !
তাই আমি বন্দী করিয়াছি—
সেই মুক্তিদাত্রী ভ্রাতার জায়ারে।

ভদ্রেশ্বর। রাজনীতি ইহাকেই বলে মহারাজ !

বন্দিনী মহামায়াকে সঙ্গে লইয়া রক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

অম্বুজাক্ষ। এস—এস—

ভূতপূর্ব্বা রাণী মগধের,
কিম্বা রাজমাতা বলিলেও চলে!

মহামায়া। অম্বুজাক্ষ! স্নেহের দেবর!
কোন্ প্রয়োজনে করিয়াছ
আহ্বান আমারে?

অম্বুজাক্ষ। স্নেহের দেবর!
কতকাল—কতকাল পরে
মধু সম্ভাষণ—স্নেহ আপ্যায়ন,
আসিল তোমার মুখে।
এতদিন শুনিয়াছি শুধু
রোষদীপ্ত কঠোর আদেশ
কর্ত্তব্য পালন হেতু—
প্রভু যথা নিজ ভৃত্যে কয়!
কোথা ছিল এ আত্মীয়তা?
কোথা ছিল এত স্নেহ—
দেবর বলিয়া এই প্রীতি-সম্ভাষণ?
কহ রাজ্ঞী, কহ রাজমাতা,
কোথা ছিল এত মধুর সম্ভাষণ—
এত অনুরাগ—
মায়া মমতার এতই উচ্ছ্বাস?
আজি ঘুরে গেছে চাকা,
তাই ভৃত্য বসে সিংহাসনে,
আর প্রভু-পত্নী বন্দিনী সম্মুখে।

মহামায়া। বুঝি এই ছিল ইচ্ছা দেবতার!

নীলাময় কিষণজী
বুঝি খেলিতে নূতন খেলা
বসালেন সিংহাসনে তোমা।

অম্বুজাক্ষ। তোমারে দানিয়া শাস্তি রীতিমত ভাবে,
সে খেলার করিব সূচনা !

মহামায়া। শাস্তি দিবে মোরে ?
কিষণজীর ইচ্ছা যদি হয়,
শাস্তি পাব আমি ;
মাথা পেতে লব তাঁর দান।
নহে কি সাধ্য তোমার
শাস্তি দিতে সেবিকারে তাঁর ?

অম্বুজাক্ষ। দেখ তবে গর্ব্বিতা রমণী,
আছে কিনা আছে সাধ্য মোর !
শোন রক্ষী !
নিয়ে এস তপ্ত এক লৌহের শলাকা।
স্বহস্তে করিব উৎপাটন
এই দাম্ভিকা নারীর যুগল নয়ন।
এই দণ্ডে—এই মহাক্ষণে !

[রক্ষীর প্রস্থান]

তারপর—ছেড়ে দোব অসীমের পথে !
সর্ব্বহারা অন্ধ নারী
করি হাহাকার ভ্রমিবে ভুবনময়,
মুষ্টি ভিক্ষা তরে নিজ পেটের জ্বালায় ;
তবে পূর্ণ হবে প্রতিহিংসা মোর।

তারপর দিকে দিকে পাঠাইয়া চর,
বন্দী করি লইয়া আসিব
অরুণাক্ষ আর শালিবানে।
তারাপীঠে দেবীর সম্মুখে,
যুগ্ম বলিদানে—
বাঞ্ছা মোর করিব পূরণ

শলাকাহস্তে রক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

অম্বুজাক্ষ। এই যে এনেছ—দাও!
দর্পিতা রমণী! কি দেখিছ চেয়ে?
সবিনয়ে এইবার ডাক,
ডাক তব কিষণজীরে—
রক্ষা আজ করুক তোমায়
মোর দেওয়া শাস্তি হ'তে!

মহামায়া। এই কি তোমার ইচ্ছা দয়াময়?
অন্তর-দেবতা প্রভু,
দেখা দিবে বুঝি ধরি রূপ অতুলন,
পার্থিব নয়ন—
দীপ্তি যার সহিতে অক্ষম।
তাই দিতে চাও
সরাইয়া সম্মুখ হইতে,
বিরাট বিশ্বের আলো
নিষ্প্রভ হইবে যাহা রূপের আলোয়।
তাই কর—তাই কর দেব

ইচ্ছাময়! পূর্ণ হোক্
শুভ ইচ্ছা তব।

অম্বুজাক্ষ। তার পূর্ব্বে মম ইচ্ছা পূর্ণ হ'তে দাও!
নিজ হস্তে উপাড়িব ওই আঁখি দুটী তব।

[রাজ্ঞীর নয়নদ্বয়ে লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করণ]

অম্বুজাক্ষ। এবে নির্ব্বাসিত করিনু তোমায়।
যাও রক্ষী! নিয়ে যাও,
রেখে এস অন্ধ এ নারীরে—
কোন দূর-দূরান্তরে।
মুষ্টিভিক্ষা তরে হাহাকারে
ঘুরুক গৃহীর দ্বারে দ্বারে,
আর্ত্তনাদে কাঁপায়ে তুলুক দিগন্তের কোল।
যাও—নিয়ে যাও, রেখে এস দূরে।

মহামায়া। আবার বলি, দয়াল কিষণজী! তোমার দয়ার দান পূর্ণ হোক্।

[রক্ষীসহ প্রস্থান]

ভদ্রেশ্বর। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কখনো দেখিনি মহারাজ! এমন একটা ভীষণ শাস্তি, যা শুন্‌লে বুকের ভেতর ভূমিকম্প হয়—সে সে শাস্তি পেয়েও দিব্বি হাসি মুখে চ'লে গেল!

অম্বুজাক্ষ। ওটা লোক-দেখানো বন্ধু! কিন্তু বুকের ভেতর বইছে মহাপ্রলয়ের ঝড়! যাক্,—এখন ডাকো নর্ত্তকীদের! একটু আমোদ-প্রমোদে মনঃসংযোগ করা যাক্।

ভদ্রেশ্বর। কৈ গো তোমরা! এস—এস—মহারাজের শ্রান্তি দূর কর।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও নৃত্য-গীত।

গীত :

ক্লান্তিতে অবশ বঁধু—মুখে তুলে ধর পেয়ালা।
চুমুকে হবে তাজা—ঘুচে যাবে সকল জ্বালা॥
মনের মলা যাবে ধুয়ে,
উঠবে জগৎ রঙিন হ'য়ে,
রঙিন চোখে চাওয়া-চায়ি—
জ্বলবে প্রাণে রঙিন আলো॥

মন্দারের প্রবেশ।

মন্দার। মা—মা—

ভদ্রেশ্বর। এ আবার কে বাবা!

অম্বুজাক্ষ। কি চাস্ তুই বালক, এখানে? কি চাস্?

মন্দার। আমার মা কোথায়? মহারাণী?

ভদ্রেশ্বর। এখানে মা-টা কেউ নেই বাবা! এখানে সব বাবার দল, এখন তুমি শ্রীদুর্গা ব'লে স'রে পড়।

মন্দার। [নর্ত্তকীদের প্রতি] তোমারা কেউ বল্‌তে পার, মহারাণী কোথায়?

১ম নর্ত্তকী। আমরা ত জানি না ভাই!

ভদ্রেশ্বর। যমের বাড়ী গেছে! ইচ্ছা হয়—তুমিও যেতে পার। এখানে আর ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রো না, যাও—

মন্দার। তোমরা বল্‌বে না, আমার মা কোথায়?

ভদ্রেশ্বর। ঘাড় ধ'রে বিদেয় ক'রে দোব! সেইটেই বুঝি চাও?

মন্দার। না—না, আর অতটা কষ্ট করতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

অম্বুজাক্ষ। বালক! বালক! শোন—শোন! [বালককে ধরিয়া] আচ্ছা—আচ্ছা—না, তুমি যাও। [বালক প্রস্থানোদ্যত হইল] বালক! বালক! শোন—শোন! আচ্ছা—আচ্ছা—তোমার মা তিনি—না! যাও—যাও তুমি এখান থেকে! তুমি যাদু জানো নিশ্চয়ই! আমাকে দুলিয়ে দিলে—দমিয়ে দিলে—এই এক লহমায়—এই একটীবার মাত্র দেখা দিয়ে। যাও—যাও!

[মন্দারের প্রস্থান—তাহার গমন-পথে অনিমেষ নেত্রে অম্বুজাক্ষ চাহিয়া রহিলেন—পরে মন্দার অদৃশ্য হইলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন]

অম্বুজাক্ষ। ভদ্রেশ্বর! চল—স্থানান্তরে যাই! কে—কে ঐ বালক? বালক যেন—যেন—ঠিক আমারই—না—না—এস ভদ্রেশ্বর!

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান—পশ্চাতে সকলের অনুগমন]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

দারুকেশ্বরের প্রবেশ

দারুকেশ্বর। সব গুলিয়ে গেল—সব গুলিয়ে গেল। রাজার সন্ধান করা হ'লো না—অরুণাক্ষের সংবাদ নেওয়া হ'লো না—অশান্ত মন নিয়ে আবার রাজধানীতে ফিরে আস্‌তে হ'লো! জানি না—রাজধানীর অবস্থাই বা কি! পুত্র হ'য়ে পিতাকে বন্দী ক'রেছি, অন্যায় ক'রেছি কি? না—এ অন্যায় নয়। পিতৃ-পরিচয় স্মরণ ক'র্‌তে ঘৃণায় লজ্জায় দশ হাত মাটীর নীচেয় মুখ লুকাতে ইচ্ছা ক'রছে! ঐ যে সেই সাপুড়ে বালক—এইদিকেই আস্‌ছে।

মন্দারের প্রবেশ।

মন্দার। তুমি ব'ল্‌তে পার?

দারুকেশ্বর। কি ব'ল্‌বো ভাই?

মন্দার। বাঃ—তোমার কথা তো বড় মিষ্টি। তেতো কথা শুনে আসছি অনেক। কাজেই তেতোর পর তোমার মিষ্টি কথা বড় মিষ্টি লাগ্‌লো।

দারুকেশ্বর। তোমাতে আমাতে যে বড় মিষ্টি সম্বন্ধ ভাই! এখন বল, তুমি কি চাও?

মন্দার। আমার চাইবার ছিল মহারাণীর কাছে। তাই রাজবাড়ী গিয়েছিলুম, কিন্তু সেখানে গিয়ে মহারাণীকে দেখতে পেলুম না, তাঁর বদলে সিংহাসনে দেখ্‌তে পেলুম এক পিশাচকে—পৈশাচিক লীলায় সে মত্ত।

দারুকেশ্বর। যা আশঙ্কা ক'রেছি তাই, মহারাণী তাকে মুক্তি দিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ক'রেছেন! হয়তো সে পিশাচ সেই দেবীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে বিনা বাধায় সিংহাসনে ব'সেছে।

মন্দার। সে কি! মহারাণীকেও হত্যা ক'রেছে?

দারুকেশ্বর। আমার তাই অনুমান হয়।

মন্দার। এত বড় নিষ্ঠুর শয়তানকে কখনো আমি পিতা ব'ল্‌তে পার্‌বো না—সাপুড়ে আমায় মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে।

দারুকেশ্বর। কিন্তু তুমি আমি না ব'ল্‌লেও জগতের কাছে তো লুকানো থাক্‌বে না ভাই, আমাদের এই হীন পিতৃ-পরিচয়।

মন্দার। তুমি কে? তুমিও কি—

দারুকেশ্বর। ঐ নিষ্ঠুর পিতার সন্তান—তোমার অগ্রজ। কিন্তু তুমি তো তোমার প্রয়োজনের কথা ব'ল্‌লে না?

মন্দার। মহারাণী আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমায় 'বলি' সংগ্রহ ক'রে দেবেন ব'লে।

দারুকেশ্বর। বলি? কোন্ দেবতার বলি?

মন্দার। অগ্নি-দেবতার বলি। আমি পূজারীর কাছে কথা দিয়ে এসেছি, বলি সংগ্রহ ক'রে দেব ব'লে।

দারুকেশ্বর। কি বলি? পশুবলি নিশ্চয়?

মন্দার। পশুবলির জন্য মহারাণীর কাছে যাবার প্রয়োজন কি?

দারুকেশ্বর। তবে?

মন্দার। নরবলি। যে-সে নয়, রাজবংশজাত ক্ষত্রিয় চাই-সুন্দর—সুশ্রী।

দারুকেশ্বর। সে বলি আমি তোমায় সংগ্রহ ক'রে দেব ভাই!

এতদিনে যখন এক অজ্ঞাত বালককে অনুজ ব'লে জান্‌তে পেরেছি, তখন তাকে আমার অদেয় কিছু নেই।

মন্দার। তুমি বলি কোথায় পাবে?

দারুকেশ্বর। খুঁজতে যেতে হবে না কোথাও—এই দেহে রাজবংশ-জাত ক্ষত্রিয়ের রক্ত প্রবাহিত। এই ঘৃণিত পিতৃ-পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে, দেবতার পায়ে আপনাকে উৎসর্গ করাই শ্রেয়ঃ। চল ভাই—নিয়ে চল আমাকে তোমাদের দেবতার পুণ্যপীঠে। আমিই তোমার আকাঙ্ক্ষিত বলি!

মন্দার। ঠিকই তো—ঠিকই তো! মাতামহের কথা যদি সত্য হয়, আমারও পিতৃ-পরিচয় যদি সত্য হয়, তবে আর মিছে কেন খুঁজে বেড়াচ্ছি—'বলি'—'বলি' ক'রে। তোমাকে আর কষ্ট ক'র্‌তে হবে না দাদা, আমি বলি পেয়েছি। তোমায় আমায় দেখা জীবনে এই প্রথম—আর এই শেষ—

[দ্রুত প্রস্থান]

দারুকেশ্বর। কোথা যাস্ ভাই—কোথা যাস্? ওরে, দাঁড়া—ওরে, দাঁড়া—কথা শোন—কথা শোন ভাই—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান]

সুখন ও সুখিয়ার প্রবেশ ও নৃত্য-গীত।

গীত।

সুখিয়া।—　　হাত ছেড়ে দে তুই রে আমার,
　　　　　　আমি থাকবো না তোর ঘরে।
সুখন।—　　আঁধার ঘরের আলো যে তুই,
　　　　　　কেন যাবি সে ঘর আঁধার ক'রে॥

সুখিয়া।— ভাল লাগে না রান্না-বান্না,
সেই পুরাণো ঘর-কন্না,
সুখন।— ওরে, কথা শুনে যে আসছে কান্না
তুই বলিস কিরে ?
সুখিয়া।— ঘুরবো না আর বন-বাদাড়ে
সাপের ঝাঁপি মাথায় ক'রে,
সুখন।— ও কথা আর বলিসনি রে,
কেঁদে চোখে পড়বে ছানি,
তোর বিরহে মরবো যেরে ॥
সুখিয়া।— হাতিয়ার নোব হাতে,
যাবো এবার লড়ায়েতে,
সুখন।— আমি ঘোড়া হ'য়ে যাব সাথে—
তুই হবি মোর ঘোড়-সওয়ার ॥

সুখিয়া। আমি এবার লড়ায়ে যাব সুখন! সর্দ্দার বলেছে মাগী মরদ সবাইকে তৈরী হ'তে! ঠাকুরজীর হুকুম!

সুখন। এ তো খুব ভাল কথা সুখিয়া—তোদের তো লড়াই করা আদত আছে, লেকিন হাতিয়ার লিয়ে কি ক'র্‌বি ?

সুখিয়া। আরে আহাম্মুক, হাতিয়ার না হ'লে লড়াই হয় ?

সুখন। ইস্পাতের হাতিয়ারের চেয়ে তোদের তো জবর হাতিয়ার আছে রে সুখিয়া!

সুখিয়া। জবর হাতিয়ার! হাতিয়ার তো ইস্পাতেরই হয়!

সুখন। আরে ছোঃ! ইস্পাতের হাতিয়ারে মানুষ দু'টুক্‌রো হ'য়ে ম'রে যায়—আর তোদের হাতিয়ারে মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবি খেয়ে মরে। একজোড়া হাতিয়ার তোদের ঐ চোখের চাহনি, তার চেয়ে ধারালো তোদের ঐ হাসি, তার চেয়েও মারাত্মক তোদের মিঠা বুলি!

সুখিয়া। যা—যা, বক্‌তে হবে না। এ সব দেখে খাঁটী মরদ যে হয়—সে কখনও মজে না। যারা মেয়েমানুষের রূপ দেখে মজে, তারা বে-মরদ। তারা কোন কাজের হয় না। জানোয়ারের মাফিক খায়-দায় আর মেয়েমানুষের পেছু ঘোরে। লড়াই কর্‌তে তুহারা জানিস, আর আমরা জানি না? আমরা ঢাল সড়কী ধর্‌তে পারি না? আজ তুহাকে দেখায়ে দিবে—মাগীরাও লড়্‌তে জানে। মেয়েলোক'ও দেশের লেগে জান দিতে পারে। হামি লড়াই কর্‌বে—তু হাঁ কোরিয়ে হেথায় দাঁড়িয়ে থাক্‌!

[বেগে প্রস্থান]

সুখন। ওরে, দোহাই তোর, ইস্পাতের হাতিয়ারে হাত দিস্‌নি—হাত কেটে যাবে—আমার গালে আদরের ঠোনা মার্‌তে পার্‌বিনি।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

মগধ রাজ-পথ।

গীতকণ্ঠে নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

সকলে।— রাঙায় রাঙায় রঙিন হবে
আজকে দুনিয়া।
রঙিন মনে রঙিন আলো
গায়ে রঙিন আঙিয়া॥

পুরুষগণ।— আকাশের গায় রঙিন আলো,
গায়ে রঙিন সাজ,

স্ত্রীগণ।— রঙিন ফুলে খোঁপার বাহার
দেখ্‌না তোরা আজ.

সকলে।— রঙিন প্রাণে রঙিন নেশা
রঙ্গরসে রসিয়া॥

পুরুষগণ।— রঙ্গ ক'রে কেন দূরে—
কাছে আয়না রাঙা বৌ,

স্ত্রীগণ।— আমাদের গরজ ভারি নড়বো নাকো
আমরা গাছের মৌ;

পুরুষগণ।— তবে কি ভাল্‌কো মোরা,
হবো রে দিশেহারা—

স্ত্রীগণ।— পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়া
তবে ত রসের রসিয়া॥

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

অগ্নি-মন্দিরের সম্মুখভাগ।

দেবদাসীর প্রবেশ।

দেবদাসী। ঠাকুর! দেবতা আমার! কথা কও। সহস্র দীপ্ত নয়নে শুধু চেয়ে আছ তুমি—কেন তুমি কথা কও না? কেন বোঝ না তুমি আমার প্রাণের কামনা? চির-জাগ্রত তুমি—বিশ্ব-বিধ্বংসী শক্তির অধিকারী তুমি—কেন তুমি মূকের মত নির্ব্বাক? এই নির্জ্জন মন্দিরে একা তুমি—আর দুয়ারে তোমার পূজারিণী আমি। এখন তোমার কিসের বাধা? কথা কও—ওগো, কথা কও—

গীত।

ওগো প্রাণের দেবতা তুমি আমা পানে চাও।
তোমার করুণার কণাটী মোরে ভিক্ষা দাও॥
তুমি আর আমি ওগো প্রাণের দেবতা,
নিরালায় বসি কব মরম-কথা,
পূজারিণী আজি চরণতলে
তারে করুণা কণাটী দাও॥

মলয়ের প্রবেশ।

মলয়। আমি তোমাকেই খুঁজছি দেবদাসী!

দেবদাসী। কে—মলয়! কেন ভাই, তুমি আমায় খুঁজছো?

মলয়। একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো ব'লে।

দেবদাসী। কি কথা মলয় ?

মলয়। মনে পড়ে তোমার—একদিন এইখানে তুমি আমায় ব'লেছিলে আত্মদানের কথা ?

দেবদাসী। পড়ে।

মলয়। সেই কথাই আমি তোমার কাছে জান্‌তে এসেছি, তুমি ব'লেছিলে মানুষের পায়েও আত্মদান করা যায়—সেটা কি সত্যি দেবদাসী ?

দেবদাসী। দেবদাসীকে মিথ্যা ব'ল্‌তে নেই মলয় !

মলয়। আমায় বুঝিয়ে দাও—মানুষ কেমন ক'রে মানুষের পায়ে আত্মসমর্পণ করে।

দেবদাসী। এই সহজ—অতি সহজ কথাটাও তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে ?

মলয়। হাঁ—নইলে বুঝবো কেমন ক'রে ? বুঝতে পার্‌ছি না ব'লেই তো জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

দেবদাসী। নারী-জীবনের এই সহজাত জ্ঞান মুখে তো বোঝানো যাবে না মলয় !

মলয়। তবে ?

দেবদাসী। বোঝাতে হবে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়ে।

মলয়। সে কেমন ক'রে হবে ?

দেবদাসী। নইলে তো বুঝতে পার্‌বে না মলয় !

মলয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তুমি কেমন ক'রে দেবে দেবদাসী ! তুমি যে আত্মদান ক'রেছ দেবতার পায়ে।

দেবদাসী। আত্মদান ক'রেছিলুম সত্য, কিন্তু দেবতা আজও সে দান গ্রহণ ক'র্‌লেন না ভাই ! তাই মনে ক'রেছি, মানুষের পায়েই আত্মদান ক'রে তোমাকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাবো।

মলয়। কিন্তু যাকে আত্মদান ক'র্‌বে, সে মানুষ কৈ দেবদাসী ?

দেবদাসী। কেন, তুমি—

গীত।

চিকন কালিয়া রূপ মরমে লাগল,
ধরণে না যায় সখি হিয়া।
নিঙাড়ি কত চাঁদ, মুখখানি সাজল
না জানি কত সুধা দিয়া॥
দুঁহু অধর কুল, জিনি বান্ধলী ফুল,
হাসি ভাসি ভাসি যায়,
নব জলধর বুকে, বিজুরি যেন চমকে,
বুঝি সখি কুল রাখা দায়,
স্বপনে জাগরণে, সোহি রূপ নিরখই,
মোহন মূরতি মরমে আঁকিয়া।
সব-হারা বালা, কাঁদি নিরালায়
নিঠুর খেলত খেলা হামে সখি নিয়া॥

দেবদাসী। মলয়! মলয়! প্রিয়তম! আর যে পারি না মলয়! তুমি এত সুন্দর, কিন্তু এত নিষ্ঠুর তুমি ?

[পরিপূর্ণ আবেগে মলয়কে বক্ষে টানিতে গেল,
কিন্তু মলয়ের মাথার পাগড়ী খুলিয়া গেল,
এবং তাহার লম্বিত বেণী তাহার
পৃষ্ঠে দুলিতে লাগিল]

দেবদাসী। এ কি! কে তুমি ? তুমিও নারী ?

[দূরে সরিয়া গেল]

মলয়। চম্‌কে উঠে অমন ক'রে দূরে স'রে গেলে কেন দেবদাসী ?

দেবদাসী। সত্যিকারের আত্মদান ক'র্‌তে গিয়ে উত্তপ্ত মরীচিকার পেছনে ছুটেছিলাম। তার তাপে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে পুড়ে গেছে, আর না—আমি পালাই—আমি পালাই—

মলয়। পালাবে কেন ভাই? ভগ্নী-স্নেহ তোমার বুকে ঢেলে নাও—দেখ্‌বে, মলয়ের পরশ উত্তপ্ত নয়—স্নিগ্ধ! আজ বুঝ্‌তে পেরেছি আমি এই আত্মদানের অর্থ। আজ আমি আত্মপ্রকাশ ক'র্‌বো জগতের মাঝে, এই ধাঁধার খোলস খুলে ফেলে দিয়ে!

উচ্চহাস্য করিতে করিতে বিরোচনের প্রবেশ।

বিরোচন। কেমন ঠকেছ মলয়? কেমন ঠকেছ দেবদাসী?

দেবদাসী। আমি ঠকিনি মূর্খ! আমি জিতেছি। জগতে নিছক একা ছিলুম, আজ থেকে সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী পেলুম স্নেহের ভগ্নীকে।

[প্রস্থান]

বিরোচন। ব্যর্থ প্রেমিকা! এইবার কি আমার প্রতি প্রসন্ন হবে? তোমায় আর নজরবন্দী থাকৃতে হবে না; গুরুদেবকে ব'লে আমি তোমায় মুক্ত ক'রে দেব, এই অবরোধের আবেষ্টন থেকে। আবার তুমি হবে স্বাধীনা। [মলয়ের হস্তধারণে উদ্যত]

মলয়। স'রে যাও বিশ্বাসঘাতক! তুমি আমায় স্পর্শ ক'রো না। পিতার আদেশে একজন সামান্য রক্ষীর মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছো ব'লে মনে ক'রো না, তুমি শক্তিমান? মনে ক'রো না—আমার উপর তোমার কোন দাবী আছে। আমি আগের মতই স্বাধীন, তোমার অনুকম্পার ভিখারী নই।

[প্রস্থান]

বিরোচন। এখনো দম্ভ!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। এটাই স্বাভাবিক বিরোচন! পিতার যোগ্য কন্যা!

বিরোচন। কি স্বাভাবিক? ঐ দম্ভ?

দেবদত্ত। হ্যাঁ—ঐ দম্ভ! তুমি কি জান না বিরোচন, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়! আমি অনেকদিন ধ'রে তোমার গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি! দেখ্‌ছি—তুমি ভুলের পথে চলেছ। ফিরে এস বিরোচন, এখনো ফিরে এস ঐ ভুলের পথ থেকে—যদি নিজের ভাল চাও!

বিরোচন। আমার ভাল-মন্দ তো তোমার হাতে নয় দেবদত্ত, যে, তুমি ভয় দেখিয়ে আমায় যে আদেশ ক'র্‌বে, সেই আদেশ আমায় অবনত মস্তকে পালন ক'র্‌তে হবে?

দেবদত্ত। তুমি আমার বন্ধু, তাই আমি তোমায় উপদেশ দিচ্ছি।

বিরোচন। তোমার উপদেশের যে কোন মূল্য থাক্‌তে পারে, এ আমার ধারণা হয় না! আর আমি তোমায় সালিশী ক'র্‌তে ডাকিনি যে, তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে উপদেশের ছড়া আওড়াতে এসেছ।

দেবদত্ত। কিন্তু তোমার আশা পূর্ণ হবে না বিরোচন!

বিরোচন। বুঝেছি, তুমিও একজন প্রতিদ্বন্দ্বী।

দেবদত্ত। প্রতিদ্বন্দ্বী না হ'লেও—অন্যায়ের প্রতিবিধান করাটা আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

বিরোচন। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] দেবদত্ত!

দেবদত্ত। [উচ্চকণ্ঠে] বিরোচন!

উভয়ে অসি নিষ্কাসিত করিল—ঠিক সেই সময়
মলয়ের পুনঃ প্রবেশ।

মলয়। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! কাপুরুষের দল, তোমরা এখানে আত্ম-

কলহে প্রবৃত্ত হ'য়েছ, আর এদিকে মগধ-সেনাপতি অরুণাক্ষ সসৈন্যে আমাদের সেনাবাসের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে! যদি মানুষ হও, তাহ'লে অবিলম্বে প্রতি আক্রমণে অরুণাক্ষকে বিতাড়িত কর! অনার্য্যের গৌরব রক্ষা কর।

দেবদত্ত। বল কি মলয়, এতদূর! এসো বিরোচন—আগে শত্রু নিপাত করি, তারপর বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে।

বিরোচন। না—না, আগে বোঝাপড়াটাই হ'য়ে যাক্, তারপর অন্য কথা।

দেবদত্ত। মূর্খ তুমি, তাই আত্ম-কলহটাকে বড় মনে ক'রে সমগ্র অনার্য্য-জাতির সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে অগ্রসর হ'চ্ছো—তোমাকে ধিক্!

[প্রস্থান]

বিরোচন। আচ্ছা কাপুরুষ, তোমায় দেখে নোব—

[প্রস্থান]

মলয়। এই সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে এরা নারীর কাছে ছুটে আসে তার হৃদয় জয় ক'র্‌তে। ছিঃ—

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

আশ্রম-প্রাঙ্গণ।

চন্দ্রা ও শোভা।

চন্দ্রা। আর কতদিনে তুমি প্রস্তুত হ'তে পার্‌বে শোভা?

শোভা। আমরা তো প্রস্তুত হ'য়েছি মা, অপেক্ষা শুধু আদেশের।

চন্দ্রা। তোমাদের নারী-সৈন্যের সংখ্যা কত?

শোভা। ঐ দিকেই আমরা একটু দরিদ্র মা! আমাদের সৈন্য-সংখ্যা দু'হাজারের বেশী হবে না।

চন্দ্রা। এই অল্প-সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কি কাজ হবে শোভা? অরাতির লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে প্রতিহত ক'র্‌তে এদের শক্তি কতটুকু?

শোভা। শুধু এই সৈন্য নিয়ে আমরা আর্য্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাচ্ছি না মা! আমাদের দুই সহস্র, সর্দ্দারের সহস্রাধিক সৈন্য মিলিত হবে—আপস্তম্ভের দশ সহস্র পদাতিক আর দুই সহস্র অশ্বারোহীর সঙ্গে। এই সমবেত শক্তি কি কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বে না মা?

সাপুড়ের প্রবেশ।

সাপুড়ে। তু হামারে ডাকিয়েছিস্ মায়ী?

চন্দ্রা। হ্যাঁ বাবা, ডেকেছি। তোমরা প্রস্তুত?

সাপুড়ে। হঁ্যা মায়ী! হামাদের বেদিয়ালোক মাগী-মরদ লড়াই দেবার লেগে তৈয়ার আছে, তারা ব'সে আছে তুহার হুকুমের লেগে, কাঁড়গুলো সব মর্‌চে ধ'রে গিয়েছিল, সব সাফ ক'রে রেখেছে—কাঁড়ের

মুখে গোখ্‌রা সাপের জহর লাগিয়ে দিয়েছে। একটা ফোঁটা খুনের সাথে মিশ্‌লে, আর বাঁচ্‌তে হোবে না!

চন্দ্রা। সাবাস্‌ সর্দ্দার! এইটেই আমি চাই! আমরা অপেক্ষা ক'র্‌ছি শুধু আপস্তম্ভের সংবাদ পেতে, খবর পেলেই আমরা সর্ব্বপ্রথম মগধ আক্রমণ ক'র্‌বো।

সাপুড়ে। কিন্তু সেখানে লড়াই হোবে কার সাথে? রাজা তো দেশ ছোড়িয়ে কুথাকে চলিয়ে গিয়েছে। রাজাকে ঢুঁড়তে গেছে রাজার সেনাপতি তার দলবল নিয়ে। বাকী সেই বাঁদরটা! হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ'য়েছে, হামি ঐ বাঁদরটাকে চেয়েছিল, সুমারীর বাদলা লিতে! কেতোক্ষণে যাবি তোরা, হামার যে আর সবুর সইছে না!

পত্রবাহকের প্রবেশ এবং চন্দ্রাকে একখানি পত্র দিল।

চন্দ্রা। [পত্র পাঠ করিয়া] সর্দ্দার—সর্দ্দার! বড় দুঃসংবাদ। অরুণাক্ষ তার সমস্ত সৈন্য নিয়ে আপস্তম্ভের ছাউনি ঘিরে ফেলেছে, মক্ষিকা বেরুবার পথ নেই! আমাদের এখনি যেতে হবে। তুমি বাছা বাছা তীরন্দাজ নিয়ে ওদের পেছন থেকে আক্রমণ কর।

সাপুড়ে। বহুৎ আচ্ছা! আজ সাপে বাঘে লড়াই! হামি চলে যায়ী! [প্রস্থান]

চন্দ্রা। শোভা! তুমি তোমার নারী-সৈন্য নিয়ে দক্ষিণের জঙ্গল-পথ দিয়ে গিয়ে ওদের সৈন্যব্যূহ ভেঙ্গে দাও—কেমন, পার্‌বে?

শোভা। পার্‌বো—নিশ্চয়ই পার্‌বো মা! আজ রক্ত-পূজায় মাতবো—রক্ত-তিলক পর্‌বো—রক্তের তরঙ্গ ছুটিয়ে দেবো। আমি পার্‌বো মা—পার্‌বো। আর কথা বল্‌বার সময় নেই মা, আমি চ'ল্লুম—

[বংশীধ্বংনি করিতে করিতে প্রস্থান]

পত্রবাহক। আমার প্রতি কি আদেশ হয় মা ?

চন্দ্রা। কিছু না—লিখে উত্তর দেবার মত অবসর নেই। তুমি যাও—পূজারীকে ব'লো, আমাদের নারী-সৈন্যের সাক্ষাৎ তিনি এখনই পাবেন।

[পত্রবাহকের প্রস্থান]

চন্দ্রা। এই আমাদের প্রথম উদ্যম, জান না এর পরিণাম কি! অগ্নিদেব! সহায় হও—আশীর্ব্বাদ কর, উদ্দেশ্য যেন পূর্ণ হয়—সফল হয় যেন জীবনের ব্রত। [প্রস্থান]

গীতকণ্ঠে নারী-সৈন্যগণের প্রবেশ।

গীত।

মহান্ আহবে চল বীরাঙ্গনা
পদভরে ধরা কাঁপায়ে।
উদ্যত অসি উঠুক্ ঝকিয়া
পড়ুক্ অরাতির বক্ষে ঝাঁপায়ে॥
নয়নে অনল করি বরিষণ,
কোদণ্ডটঙ্কার কর ঘন ঘন,
রক্তমুখী চামুণ্ডার খেলা
আজি রক্তে ধরণী ভাসায়ে॥
দলিতা-ফণিনী অনার্য্য-নন্দিনী
আজি দলিবে অরাতিরে পায়ে॥

[প্রস্থান]

[উভয়পক্ষের সৈন্যদলের যুদ্ধ ও প্রস্থান—অরুণাক্ষসহ যুদ্ধ করিতে করিতে সাপুড়ের প্রবেশ ও প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য ;

অবরুদ্ধ ছাউনীর একাংশ।

দ্রুতপদে আপস্তম্ভের প্রবেশ।

আপস্তম্ভ। মলয়! মলয়!
কোথা গেল অবুঝ বালিকা!
চতুর্দ্দিক হ'তে
অবরুদ্ধ সেনাদল মোর,
রুদ্ধ-পথ প্রবেশ নির্গমে!
কে আনিবে বার্ত্তা তার?
যদি হ'য়ে থাকে অবরুদ্ধ
সেনা-পট্টাবাসে—
তবে কি হবে উপায়?
যা হয় হউক—
যা আছে ললাটে তার।
বৃথা কেন চিন্তি তার তরে?
বিশ্বাসঘাতিনী—সে বালিকা,
মুক্তিদান করিয়া বন্দীরে
আমন্ত্রণ করিয়া আনিল
আকস্মিক এ মহাবিপদ!
আগে পার হই বিপদ-অর্ণব,
তারপর—

বিরোচনের প্রবেশ।

আপস্তম্ভ। বিরোচন, কহ ত্বরা
কিবা সংবাদ বহন করিয়া
আসিয়াছ মোর পাশে ?

বিরোচন। ফিরিয়াছে সংগ্রামের গতি।
পূর্ব্ব প্রান্ত হ'তে বারিধারা সম
অবিরাম হয় বরিষণ
নিদারুণ শরজাল,
বিপর্য্যস্ত অরি-সেনাদল !
হতাহতের—সংখ্যা নাহি হয়।
ভগ্ন ব্যূহ হ'তে রণে ভঙ্গীয়ান
পলায় অরাতি-চমূ !

আপস্তম্ভ। জানো কি সংবাদ বিরোচন !
অলক্ষ্যে থাকিয়া কোন বীর
করিতেছে কি এ হেন সমর দুর্ব্বার ?
সেইরূপ হয় মম অনুমান,
নহে কেমনে জিনিলে এত শীঘ্র
প্রবল অরাতিদলে ?
তাই আশা জাগে মনে—
বুঝি ব্যর্থ নাহি হবে আয়োজন !

বিরোচন। নাহি জানি প্রভু,
কেবা করে রণ অলক্ষ্যে থাকিয়া।
বুঝি সদয় হইয়া হুতাশন

আবির্ভূত এই দুর্জ্জয় সমরে !

আপস্তম্ভ। আশা আছে—আশা আছে,
দেখিতেছি ক্ষীণ আলো তার !
হাঁ, বল—বল, তারপর ?

বিরোচন। প্রিয় দেবদত্ত তব
বহুক্ষণ করি রণ শমনসদনে
পাঠাইয়া বহু অরাতিরে,
ব্যূহভঙ্গ করিয়াছে দক্ষিণ দিকের।
কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয় !
বুঝি—এত চেষ্টা সব বৃথা হয় !

আপস্তম্ভ। কেন—কেন ?
কেন বৃথা হবে চেষ্টা আমাদের ?
দেবদত্ত পড়িল কি রণে ?

বিরোচন। দেবদত্ত ব্যূহের দক্ষিণে,
বামভাগে যুঝে সেই নবাগত জন।
ব্যূহ ভঙ্গ করি আপন বিক্রমে,
প্রধাবিত দেবদত্ত যবে—
পশ্চাতে অরাতি পূর্ব্বদিক হ'তে
বুঝি লক্ষ্যভ্রষ্ট শর একখান
অকস্মাৎ বিদ্ধ হ'ল বাহুমূলে তার !
তীব্র আর্ত্তনাদ করি
ভূমি-শয্যা করিল গ্রহণ বীর !

আপস্তম্ভ। বেঁচে আছে—
এখনো কি আছে দেবদত্ত ?

বিরোচন। জানি না সে সমাচার প্রভু!
যাই আমি—দেখি যদি ফিরাইতে পারি
সমরের গতি।

[প্রস্থান]

আপস্তম্ভ। বেঁচে নাই?
বেঁচে নাই দেবদত্ত?
যদি তাই হয়, হারালো দক্ষিণ হস্ত
আপস্তম্ভ আজি।

দ্রুত মলয়ের প্রবেশ।

আপস্তম্ভ। কে, মলয়?
কোথা ছিলি তুই এতক্ষণ?

মলয়। শঙ্খিয়া—শঙ্খিয়া—
আজি রণ-উন্মাদনা বশে—
খেয়েছি শঙ্খিয়া প্রাণভরে,
অপার আনন্দ তাই।
কিন্তু বাবা—

আপস্তম্ভ। কি হেতু নীরব হ'লি?
বল্—বল্ ত্বরা করি
কি বলিতে চাস্ তুই?
কিবা তোর মর্ম্মকথা?
শুনিবারে চাই আজি।

মলয়। বাবা, দেখিলাম রণস্থলে
সেই পলায়িত বন্দীরে মোদের!

বন্দী কর তারে বাবা,
কিম্বা অনুমতি দাও মোরে,
আমি যাই রণে—
বন্দী করি আনি তারে।

আপস্তম্ভ। মুক্তি তারে দিয়েছিস্ তুই,
পুনঃ কেন সাধ বন্দী করিবারে তারে?
বল্‌রে মলয়, অকস্মাৎ
কিবা হেতু কোন্ প্রয়োজনে
চাস্ তারে বন্দী করিবারে?

মলয়। আছে প্রয়োজন পিতা,
বন্দী তারে করিতে হইবে!

আপস্তম্ভ। সে ভাবনা পরে; আগে দেখি
দেবদত্ত আছে কি না আছে।

[দ্রুত প্রস্থান]

মলয়। শুনিলে না—শুনিলে না কথা?
ভাল—আমি যাবো রণাঙ্গনে
ধরি প্রহরণ, যুঝিব সমরে;
আজি দেখিব ললাটে কিবা আছে মোর।
পরীক্ষিব আজি—নিয়তি আমার;
মন্ত্রের সাধন কিম্বা দেহের পতন।
যা হয় হউক, নাহি চিন্তি তায়,
তবু সঙ্কল্পে রহিব স্থির।

[দ্রুত প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য।

রণস্থলের একাংশ।

শোভার স্কন্ধে ভর দিয়া দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছো বালিকা?

শোভা। কোন নিরাপদ স্থানে।

দেবদত্ত। তোমাকে দেখে মনে হ'চ্ছে তুমি অনার্য্য নও, তুমি—

শোভা। আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয়।

দেবদত্ত। তবে ত তুমি আমার শত্রু?

শোভা। অনার্য্য না হ'লেই যে শত্রু হ'তে হবে, এমন কোন কথা আছে কি?

দেবদত্ত। তা নেই; কিন্তু অনার্য্য যে জগতের ঘৃণ্য—তোমাদের আর্য্য-সমাজের আবর্জ্জনা। তার প্রতি যে দয়া ক'র্‌তে নেই! তুমি কি তবে মানুষ নও? বিষলিপ্ত শরাঘাতে সংজ্ঞা হারিয়েছিলুম, তুমি মহিমময়ী দেবীর মত কোন্ স্বর্গ থেকে নেমে এসে, তোমার পদ্ম-হস্ত আমার ক্ষতস্থানে বুলিয়ে—জানি না কোন্ দৈবমন্ত্রে আমায় পুনর্জ্জীবন দান ক'র্‌লে! কিন্তু কেন ক'র্‌লে—কি স্বার্থে ক'র্‌লে—তা এখনো বুঝতে পার্‌ছি না।

শোভা। মানুষের প্রতি মানুষের যা কর্ত্তব্য—তার বেশী বোধ হয়, আমি কিছু করিনি!

দেবদত্ত। মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে রণাঙ্গনে এমন মূর্ত্তিমতী করুণার আবির্ভাব কখনও দেখিনি—তাই এতখানি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি! করুণাময়ী—জীবনদাত্রী! একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি কি?

শোভা। বলুন—বিনা সঙ্কোচে বলুন আপনি কি জান্‌তে চান ?

দেবদত্ত। বেশী কিছু নয়—আমার বড় আগ্রহ হ'চ্ছে, আমার করুণাময়ী জীবনদাত্রীর পরিচয় জান্‌তে।

শোভা। তাতে হয় তো আপনি তৃপ্ত হ'তে পার্‌বেন না—হয় তো পরিচয় শুনে আপনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন! হয় তো আমার উপর বিশ্বাস হারাবেন।

দেবদত্ত। বিশ্বাস হারায় মানুষ কার্য্যে—কথায় নয়; ঘৃণা করে মানুষ ব্যবহারে; কিন্তু এ দু'য়ের কোনটাতেই তোমার নিন্দা কর্‌বার মত কিছুই নেই। মৃত্যুমুখ থেকে যে ফিরিয়ে আনে, সে শত্রু হ'লেও পরমাত্মীয়।

শোভা। তাহ'লে আপত্তি নেই ব'ল্‌তে। তবে শোন শত্রু—শোন মিত্র, আমি মগধ-রাজকুমারী—নাম আমার শোভা!

দেবদত্ত। মগধ-রাজকুমারী! আমাদের চিরশত্রু মগধ-রাজের কন্যা তুমি! কিন্তু তুমি এখানে—এই সামান্য বেশে কেন শত্রুকন্যা?

শোভা। আমি গৃহ-বিতাড়িতা—সর্ব্বহারা—অভাগিনী।

দেবদত্ত। গৃহ-বিতাড়িতা! কেন দেবী?

শোভা। সে অনেক কথা, সময়ান্তরে ব'ল্‌বো—এখন চ'লে আসুন ধীরে ধীরে; চারিদিকে শত্রু। বিলম্বে বিপদ ঘটতে পারে।

দেবদত্ত। কিন্তু আমার যে চল্‌বার সামর্থ্য নেই রাজকুমারী!

শোভা। সামর্থ্য না থাক্‌লেও যেতে হবে—আমার স্কন্ধে ভর দিয়ে চলুন।

সশস্ত্র শালিবানের প্রবেশ।

শালিবান। দাঁড়াও, এক পাও এগিও না, তোমরা আমার বন্দী। একি, কে তুই? কে তুই? সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সুকুমার

দেহলতা। বল্--বল্ কে তুই? তুই মানুষ না প্রেতিনী? তুই শরীরী না অশরীরী?

শোভা। যদি চিন্‌তে না পেরে থাক রাজা, পথ ছেড়ে দাও—আমি আমার আহত সঙ্গীকে নিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে চ'লে যাই।

শালিবান। চিনেছি—চিনেছি। একি! বিস্ময়ের মহাতরঙ্গে কোথা থেকে ভেসে এলি তুই? এই অচল অটল আমার সঙ্কল্প-পথে করুণা স্নেহ মায়ার উৎস ছুটিয়ে কেন শিথিল করতে এলি এতদিন পরে কোথা থেকে? বল্—বল্, শোভা, তরঙ্গিনীর উত্তাল ঊর্ম্মিমালার সংহারময়ী গ্রাস থেকে কেমন ক'রে তুই বাঁচলি?

শোভা। সে অনেক কথা দাদা—যদি দিন পাই, তবে ব'ল্‌বো। এখন তুমি পথ ছেড়ে দাও দাদা!

শালিবান। বুঝলুম—নিয়তির প্রভাববলে পুনর্জ্জীবন লাভ করেছিস্, কিন্তু আজ এই ভয়াবহ সংগ্রাম-স্থানে কেন এসেছিস্—কি প্রয়োজনে শোভা?

শোভা। বিনা প্রয়োজনে আসিনি। কিন্তু সে প্রয়োজনও সবিস্তারে বল্‌বার এখন অবসর নেই। আমার সঙ্গী এই আর্ত্ত আহতের সেবার প্রয়োজন—শত্রুর আবেষ্টন থেকে আহতকে শীঘ্রই দূরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তুমি পথ ছেড়ে দাও দাদা—

শালিবান। তবু একটু সংক্ষেপে আভাষেও কি তোর প্রয়োজনটা শুন্‌তে পাই না?

শোভা। তবে শোন দাদা, আমি এসেছিলাম ক্ষত্রিয়ের নীচতা, ক্ষত্রিয়ের স্বার্থপরতা, ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে—পদাহতা, লাঞ্ছিতা, প্রপীড়িতা নারী-সৈন্যদলের নেতৃত্ব নিয়ে—শুন্‌লে তো; এখন পথ ছাড়ো—

শালিবান। তাহ'লে তুইও আমার শত্রু হ'য়েছিস্? জগতে আপনার ব'লে ভাব্‌বার আর কেউ রইলো না! বেশ ক'রেছিস্—তোর কাজ তুই ক'রেছিস্—এখন আমার কাজ আমিও করি।

শোভা। কি ক'র্‌বে তুমি?

শালিবান। শত্রুর প্রতি শত্রুর যা কর্ত্তব্য, তাই ক'র্‌বো—আর কিছু নয়; তোমাদের আমি বন্দী ক'র্‌বো।

শোভা। দাদা, কি ব'ল্‌ছো তুমি? তুমি—তোমার স্নেহের অঙ্কে পালিতা একমাত্র সহোদরাকে বন্দী ক'র্‌বে?

শালিবান। তুই সমগ্র ক্ষত্রিয়ের শত্রু—আমারও শত্রু—আমি তোকে মার্জ্জনা ক'র্‌তে পারি না।

শোভা। তা যদি না পারো, তাহ'লে আমিও বলি—বিনাযুদ্ধে তুমি আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

শালিবান। শালিবান কখনও নারীর দেহে অস্ত্রাঘাত করে না!

শোভা। নারীর—বিশেষতঃ ভগ্নীর কোমল করে কঠিন শৃঙ্খল পরাতে যখন এতটুকু দ্বিধা হ'চ্ছে না—তখন অস্ত্র ধ'র্‌তে দ্বিধা কেন দাদা?

শালিবান। দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর শোভা!

শোভা। আগে তোমার সুবুদ্ধি হোক্, তারপর—

শালিবান। তবে কি তুই আমার আদেশ পালন ক'র্‌বি না?

শোভা। শত্রুর আদেশের মূল্য কি দাদা? আর জগতে কোন্ মূর্খ তা পালন করে?

শালিবান। অস্ত্র ধ'র্‌তে হবে? ভগ্নীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'র্‌তে হবে!

শোভা। নিশ্চয়ই হবে—নইলে দুরাশা ত্যাগ করাই ভাল!

শালিবান। শোভা—[অসি নিষ্কাসন]

শোভা। প্রস্তুত দাদা—[অস্ত্র ধরিল]

দেবদত্ত। না—না—এখনও আমি মরিনি—জীবিত আছি ; বক্ষে এখনও স্পন্দন আছে—চক্ষে এখনও জ্যোতি আছে। জীবিত থাকতে আমার জীবনদায়িনী রমণীর অঙ্গে তুমি খড়্গাঘাত কর্‌তে পারবে না। আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর দাম্ভিক ক্ষত্রিয়! তারপর নারীর গায়ে খড়্গাঘাত ক'র্‌তে ছুটে যেও।

[দেবদত্তের সহিত শালিবানের যুদ্ধ, কিন্তু আহত দুর্ব্বল দেহ দেবদত্ত অবিলম্বে পরাজিত হইল ; তখন শোভা শালিবানকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল—ঠিক সেই সময় পশ্চাত হইতে মলয়ের প্রবেশ]

মলয়। বাঃ বীরপুরুষ! মেয়েমানুষের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে বুঝি খুব আনন্দ বোধ কর—গর্ব্ব জাগে? সাবাস তুমি বীর।

শালিবান। কে—কে—তুমি আবার কে?

মলয়। এরই মধ্যে ভুলে গেলে বন্দী, তোমার মুক্তিদাতাকে? কৃতজ্ঞতা শিখতে গেলে, তোমার কাছেই শিখতে হয়!

শালিবান। ও—তুমি!

মলয়। চিন্‌তে পেরেছ এতক্ষণে?

শালিবান। তোমায় চিন্‌তে পারবো না? তোমার কাছে যে আমি কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ!

মলয়। সে ঋণ শোধ ক'র্‌তে চাও?

শালিবান। কেমন ক'রে?

মলয়। ব'ল্‌ছি, আমার সঙ্গে এসো।

শালিবান। কিন্তু আমার বন্দীদের ছেড়ে কেমন ক'রে যাবো?

মলয়। তাহ'লে ঋণ পরিশোধ করবার তোমার মোটেই ইচ্ছা নেই? সব ধাপ্পাবাজী? ওঃ, আমি যে ভুল ক'র্‌ছি, তুমি যে ক্ষত্রিয়—তার উপর রাজা! তবে আমি আর কি ব'ল্‌বো, আমি চ'ল্লুম—যাবার আগে সুসংবাদটা দিয়ে যাই তোমায়, তোমার সেনাদল পরাজিত এবং পলায়িত।

শালিবান। দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাবো—আমায় তুমি ঋণ-মুক্ত কর।

মলয়। এদের আগে পথ ছেড়ে দাও—

শালিবান। যাও শোভা, মুক্ত তোমরা।

[শোভার স্কন্ধে ভর দিয়া দেবদত্তের প্রস্থান]

মলয়। এসো তবে—

শালিবান। আর যেতে হবে কেন—বেশ নির্জ্জন স্থান, এইখানে তুমি তোমার বক্তব্য ব'ল্‌তে পারো।

মলয়। আমার বক্তব্য, আমি তোমায় মুক্তি দিয়ে ভুল ক'রেছি; এখন সে ভুল সংশোধন ক'র্‌তে চাই—তোমায় আবার বন্দী ক'রে।

শালিবান। এ তোমার উন্মত্ততা!

মলয়। দেখ্‌বে বন্ধু, উন্মত্ততা কার—তোমার না আমার?

[ইতিপূর্ব্বে মলয় শালিবানের কোষবদ্ধ তরবারি হইতে তরবারি তুলিয়া লইয়াছিল, মলয় বংশীধ্বনি করিবামাত্র কতিপয় সৈন্য প্রবেশ করিল]

মলয়। বন্দী কর।

শালিবান। সাবধান—

[তরবারি লইতে গিয়া দেখিলেন তরবারি নাই]

মলয়। কি বন্ধু, এসো এইবার—

শালিবান। তুমি তস্কর।

মলয়। তা'হ'লে এসো সাধু, তস্করের পেছু পেছু ছুটে, যদি ধ'র্‌তে পারো—

শালিবান। যদি বন্দীই ক'র্‌বে আমায়, তখন কি প্রয়োজন ছিল মুক্তি দেবার ?

[মলয় সৈনিকদিগকে ইঙ্গিত করিলে, সৈনিকগণের প্রস্থান]

মলয়। তখন মুক্তি দেবার সাধই প্রাণে জেগেছিল, তাই মুক্তি দিয়েছি অযাচিতভাবে—কিন্তু এখন সাধ হ'য়েছে আজীবন তোমায় বন্দী ক'রে রাখতে—কঠিন লৌহ-কারায় নয়—মলয়ের হৃদয়-কারাগারে ! কারণ—মলয় তোমায় আত্মদান ক'রেছে—তোমায় ভালবেসেছে !

শালিবান। মলয়—মলয়—তুমি কে ? তুমি কি ?

মলয়। আমি মলয়—তোমার প্রেম-পাগলিনী নারী—মলয় !

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

গীতকণ্ঠে সুখন ও সুখিয়ার প্রবেশ।

গীত।

সুখন।— ওরে, আয়রে আমার চোখের রোশনাই
তোরে চাই—চাই—চাই।
এ কলিজায় ওরে, তুই বিনে
আর কেউ নাই—নাই—নাই।

সুখিয়া।— ভোঁদর মুখো, মুলো দেঁতো, কেলে হেঁড়ে তুই,
কেবা তোরে চায়—রূপ দেখে ম'রে যাই।

সুখন।— ওরে চায় চায় চায় অনেকে—অনেক রূপসী,

সুখিয়া।— যারা চায় তাদের গলায় দড়ি কলসী।

সুখন।— তুই বুঝবি কি আমার রূপের কদর,

সুখিয়া।— তোর চেয়েও আছে বেশী বাঁদরের আদর।

সুখন।— তোর ফাঁকা প্রাণের বাঁকা কথায় ছাই,

সুখিয়া।— তোর রূপ দেখে প্রাণ করে আই-ঢাই।

উভয়ে।— তবে আয় আয় আয়—যেমন আমি তেমনি তুই,
সমানে সমান হই,
কালোই ভাল—কালোয় জগৎ আলো—
কালোই মোরা চাই—চাই—চাই।

[গাহিতে গাহিতে উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য গুহার সম্মুখ।

শালিবান ও মলয়।

শালিবান। এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে মলয়?

মলয়। কেন বলত?

শালিবান। এতো তোমাদের সে কারাগার নয়!

মলয়। ও, তাতো জানি না যে, কারাগার ছাড়া আর কোন জায়গা বন্দীদের ভাল লাগে না!

শালিবান। কিন্তু বন্দীর প্রতি তোমার এ আচরণের অর্থ?

মলয়। অতি পরিষ্কার—জলের মত; তা ছাড়া আগেও তোমায় বলেছি আমার মনের কথা।

শালিবান। কিন্তু তা যে হয় না মলয়!

মলয়। আচ্ছা, সে সব আলোচনা পরে হবে।

শালিবান। পরে নয় মলয়, এখনই—সম্মুখে আমার অনন্ত কর্ত্তব্য!

মলয়। থাকলেও তা পেছনে ফেলে রাখতে হবে আর তোমাকেও আমার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে! ভুলে যেও না যে—তুমি বন্দী, আর বন্দীর কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নেই! যাক্, কি কথা হ'চ্ছিল—হাঁ, মনে পড়েছে,—তুমি বল্‌ছো তা হয় না—কিন্তু কেন হয় না—তা আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে!

শালিবান। তোমাকে তা বোঝাতে পারবো না মলয়—তুমি বুঝবেও না। কারণ সংস্কার, সমাজ, এ সমস্ত তো ত্যাগ ক'র্‌তে পারি না?

মলয়। কেন পাব না?

শালিবান। বংশের চিরন্তন প্রথা যা—তা কেমন ক'রে অগ্রাহ্য করবো মলয়? আর্য্য ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার যা কিছু, সবই তো সমাজের গণ্ডীর ভেতর—বাইরে ত কিছুই নেই মলয়!

মলয়। তুমি কি একটী দিন—একটী বারের জন্য ভেবে দেখেছ, ক্ষত্রিয়ের দল কি অমানুষিক অত্যাচার ক'রে আসছে এই লাঞ্ছিত পদদলিত অনার্য্যের উপর? আর তুমি রাজা হ'য়ে সে অত্যাচারের প্রতিকার না ক'রে ইন্ধন দিয়ে আসছো! কেন—রক্ত-মাংসের দেহ নয় কি অনার্য্যের? তার কি অনুভূতি নেই—তাই তোমরা এত অত্যাচার কর বিনা অপরাধে অনার্য্যের প্রতি?

শালিবান। মিথ্যা কথা।

মলয়। মিথ্যা কথা! প্রমাণ পেয়েও বল্‌ছো মিথ্যা কথা?

শালিবান। কি প্রমাণ?

মলয়। প্রমাণ? প্রমাণ আছে অসংখ্য। তোমাদের অত্যাচারের প্রমাণ আঁকা আছে—অনার্য্যের প্রতি লোমে লোমে—তোমরা ক্ষত্রিয় —আর্য্য কিন্তু হৃদয়ে, চরিত্রে, সততায়, সরলতায়—তোমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে অনার্য্যরা। আর প্রমাণ তোমার ভগ্নী শোভা। বল্‌তে পার—কেন সে আর্য্যনারী হ'য়ে আজ অত্যাচার-প্রপীড়িতা লাঞ্ছিতা অনার্য্য-নারীসঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে সহোদরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দ্বিধা ক'রে নাই? কেন সে ছুটে গিয়েছিল আর্য্য-অনার্য্যের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে? যাক্ সে কথা। এখন আমার নিজের কথা ভাববার অবসর নেই; আমি ভাবছি তোমার কথা।

শালিবান। আমার কথা!

মলয়। হ্যাঁ, তোমারই কথা। ভাই বোন গৃহত্যাগ ক'রে এসেছ,

কিন্তু তোমাদের সহায়হীনা অভাগিনী জননীর কোন সংবাদ নিয়েছ কি ?

শালিবান। কেন, তিনিই ত মগধেশ্বরী !

মলয়। বাঃ—চমৎকার ! মায়েরও কোন সংবাদ রাখনি ? খুব মাতৃভক্ত সন্তান তুমি ! এমন মাতৃভক্তি কিন্তু অনার্য্যের মধ্যে নাই। মা—যার তুলনা নাই, স্বর্গ যার তুলনায় হীন ; সেই মায়েরই কোন সংবাদ রাখনি ? শুধু আর্য্য ব'লে গর্ব্বই আছে ! শোন আর্য্য, তোমার জননীও তোমাদের মত সর্ব্বহারা, ভিখারিণী ; তিনিও বিতাড়িতা। মগধেশ্বর এখন তোমারই সেনাপতি অম্বুজাক্ষ ! তার অত্যাচারের কাহিনী অগ্নি-মন্দিরেও এসে পৌঁচেছে !

শালিবান। সেকি ! তুমি যা বলছো—তা'কি সত্য ?

মলয়। হাঁ—সম্পূর্ণ সত্য ; আর এ শুধু তোমারই বুদ্ধির দোষে !

শালিবান। মা এখন কোথায়, সে সংবাদ কিছু জানো মলয় ?

মলয়। না—

শালিবান। কিন্তু কি করবো—কি করতে পারি আমি ? আমি যে বন্দী ?

মলয়। যদি কিছু করবার থাকে, তাহ'লে তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পারো। তবে তোমায় প্রতিশ্রুতি দিতে হবে—তুমি আবার ফিরে আসবে।

শালিবান। ফিরে আসবো মলয়—আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি !

মলয়। কিন্তু মনে রেখ রাজা ! ক্ষত্রিয়ের প্রতিশ্রুতি যেন ভঙ্গ না হয় !

শালিবান। কোন চিন্তা নেই মলয় ! শালিবান প্রাণান্তেও প্রতিশ্রুতি ভোলে না ! কিন্তু—

মলয়। কিন্তু কি ?

শালিবান। কিন্তু আমি যে নিরস্ত্র—নিঃসহায় ?

মলয়। কোন চিন্তা নেই রাজা, যখন ফিরে আস্‌বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ—তখন আমিই তোমায় সব দেবো—এস আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান]

উৎপাটিত চক্ষু মহামায়ার হাত ধরিয়া গীতকণ্ঠে ঘটীরামের প্রবেশ।

গীত।

চ'লে যাই মায়ে পোয়ে ওমা পা চালিয়ে আয়।
চলার পথে কাঁটা-খোঁচা যেন লাগে নাকো পায়॥
দূর হ'তে দূর বহু দূরে—
যেতে হবে ত্বরা ক'রে,
সন্ধ্যা-তারা উঠলো বুঝি ঐ আকাশের গায়,
দিনের আলো যাচ্ছে নিভে আঁধার ঘিরে আসে ধরায়॥

মলয়ের পুনঃ প্রবেশ।

মলয়। তোমরা কোথা যাচ্ছো ?

ঘটীরাম। যেখানে সকলকেই যেতে হয়, অথচ কেউ যেতে চায় না—সেখানে।

মলয়। কেন যাচ্ছো ?

ঘটীরাম। জানি না।

মলয়। তোমার কথার হেঁয়ালী কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। তোমাদের পরিচয় ?

ঘটীরাম। আমরা পথিক, এই মাত্র আমাদের পরিচয়।

মহামায়া। কিষণজী—কিষণজী, কবে দেখা দেবে? দেখা দেবে ব'লে আমার সম্মুখ থেকে জগতের আলো সরিয়ে নিলে, কিন্তু এখনো কি তোমার দেখা দেবার সময় হয়নি ঠাকুর?

মলয়। কে মা? কার কথা বল্‌ছো? কাকে দেখ্‌তে চাইছো? কিন্তু তুমি দেখ্‌বে কেমন ক'রে মা—তুমি যে চোখ হারিয়েছ?

মহামায়া। হারাইনি—হারাইনি, কিষণজী কেড়ে নিয়েছে। চোখের সাম্‌নে সারা বিশ্বের আলো থাক্‌লে যে আমার কিষণজীকে দেখ্‌তে পাব না; তাই—তাই—

মলয়। মা!—

মহামায়া। কে—তুমি কে? কণ্ঠস্বরে বোধ হয় তুমি নারী। যেই হও তুমি, কিন্তু বড় মিষ্টি তোমার কণ্ঠস্বর। বড় মিষ্টি তোমার মুখের—এই "মা" ডাক্। কান জুড়িয়ে গেল—বহুকাল পরে মা নাম শুনে প্রাণটা তৃপ্তিতে ভ'রে উঠ্‌লো। আবার—আবার ডাকো, যেই হও তুমি, আবার আমায় মা—মা ব'লে ডাকো। এঁ্যা, এ আমি কর্‌ছি কি? আবার মায়ায় বাঁধন! না—না, মায়া বাড়াস্‌নি তুই—মায়া বাড়াস্‌নি। চল বাবা, পালিয়ে চল; এ ডাকিনীর মায়া—ডাকিনীর মায়া, আবার আমায় ফাঁদে ফেল্‌বে—আবার আমায় ফাঁদে ফেল্‌বে—পালিয়ে এসো বাবা, পালিয়ে এসো—

[ঘটীরাম ও মহামায়ার প্রস্থান]

মলয়। এরা কারা? আমার প্রাণের ভেতর কেন এমন হ'চ্ছে—কেন এমন হ'চ্ছে?

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

মগধরাজ অম্বুজাক্ষের প্রমোদ-কুঞ্জ।

অম্বুজাক্ষ ও ভদ্রেশ্বর সুরাপান করিতেছিল ;
সম্মুখে নর্ত্তকীগণ নৃত্য-গীত করিতেছিল।

গীত।

তোমারে দিব আজি ভালবাসা।
বসন্ত ব'হে যায় সুরভি ছড়ায়ে—
এস হে এস প্রিয় ক'বো না নিরাশা ॥
চাঁদের সুষমা ঝরে, ওঠে পাপিয়ার তান,
ওই বুঝি ছুটে আসে মদনের বাণ,
কুসুমিত কুঞ্জে তুমি হে মধুকর,
উছলিত যৌবনে তুমি হে নটবর,
এস হে, এস হে, প্রিয় হে, সখা হে—
সঞ্চিত মধুপানে মিটাও পিয়াসা ॥

ভদ্রেশ্বর। চমৎকার! বেঁচে থাক তোমরা! আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে তোমাদের পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিই।

অম্বুজাক্ষ। বল বন্ধু—বল!
এমন মধুর আনন্দের স্রোত
বহেছে কি কভু মগধের রাজপুরে
হেনভাবে আর কোনদিন ?
দেখেছে কি কভু
এত সুখ—এত শান্তি

মগধের রাজপুরে কেহ ?
নিষ্কণ্টক রাজ-সিংহাসন ;
পাইয়াছি আমি তোমাদের
আন্তরিক শুভেচ্ছায় !
ঋণী আমি তোমাদের পাশে সে কারণ !
বল বন্ধু ! ত্রুটী যদি থাকে কিছু
আনন্দ দানিতে তোমাদের,
অকপটে বল মোর পাশে ;
সে অভাব অবশ্যই করিব পূরণ !

ভদ্রেশ্বর। আনন্দের দরিয়ায়
থাইতেছি নাকানি চোপানি,
এ হ'তে অধিক হ'লে
তেতো হ'য়ে যাবে সব !

অম্বুজাক্ষ। বল সুবদনী ! তোমরা সকলে—
থাকে যদি কোন অনুযোগ ?

১ম নর্ত্তকী। মহারাজ দয়ার সাগর,
প্রেমিক নাগর, প্রেম-অবতার !
এই ভুবন মাঝারে
তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কিছু অভিযোগ
অনুযোগ কল্পনা-অতীত !

অম্বুজাক্ষ। তবে আরও ঢাল সুধা,
সুধাকণ্ঠী সুলোচনা ! ঢাল—ঢাল !
রাজপুরে ব'য়ে যাক্
সুধার নির্ঝর সহস্র ধারায় !

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

আজ ফাগুনের নিঝুম রাতে উতল করা বাঁশীর তানে।
মুঞ্জরে ফুল, গন্ধে আকুল লজ্জা সরম নাহি মানে॥
হয় যে অবশ নিবিড় বাঁধন,
দোলন চাঁপার দেখে নাচন,
মন মানে না থাকতে ঘরে,
সেই অচেনার তরে,
(আবার) মাত্‌লা হাওয়া আঁচল ধ'রে,
কোন্ ছলে হায় কেন টানে॥

অরুণাক্ষের প্রবেশ।

অরুণাক্ষ। মা—মা—

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান]

ভদ্রেশ্বর। কে বাবা! কইলে বাছুরের মত
ম্যা ম্যা রবে—রসভঙ্গ ক'রে দিলে সব!
কেবা তুমি হে চন্দ্রবদন?
আসিলে কি স্বর্ণলঙ্কা হ'তে
সীতারে করিতে চুরি?

অরুণাক্ষ। মগধের পুণ্যময় রাজার আসনে
এ কি পৈশাচিক লীলা?
এ কি ব্যভিচার
সুরা আর বারাঙ্গনা ল'য়ে!
অম্বুজাক্ষ!
হয়েছ কি বিকৃতমস্তিষ্ক,

কিম্বা নেমে গেছ—
দুর্নীতির অধঃস্তম স্তরে ?
কোথা রাজ্যেশ্বরী মহারাণী
রাজমাতা দেবী মহামায়া ?

অম্বুজাক্ষ। কে তুই,
বাধা দিতে এলি মোর
বিলাসের স্রোতে ?
ওঃ রাজভক্ত অরুণাক্ষ ! এস, এস !
রাজভক্তি দেখাইতে চাহ যদি,
তবে ব'সো এইস্থানে !
সঙ্গী হও প্রমোদ-উল্লাসে মোর।

অরুণাক্ষ। পশু নই তোর মত আমি,
পাশব আচারে
নাহি চাই সঙ্গী হ'তে তোর !
বল মূঢ় কোথায় জননী ?

ভদ্রেশ্বর। কার কথা বল্‌ছো চাঁদ ? জননী-টননী এখানে কোন কালে কেউ ছিল না—এখনো নেই। বুঝেছ সোনার চাঁদ ?

অরুণাক্ষ। রসনা সংযত কর্‌
পদলেহী ঘৃণ্য চাটুকার !
বল অম্বুজাক্ষ !
বার বার জিজ্ঞাসি তোমায়,
চাহ যদি মঙ্গল আপন,
দাও ত্বরা সদুত্তর,
অন্যথায়—

অম্বুজাক্ষ। অন্যথায়—কি করিবি তুই
সহায় সম্বলহীন পথের কুক্কুর ?
রসনা সংযত ক'রে কর্ বাক্যালাপ !
রাজার সম্মুখে
হীনবাণী উচ্চারিত হয় যদি পুনঃ,
তবে ওই পাপজিহ্বা তোর
উৎপাটিত হইবে এখনি।
যদি ভদ্রভাবে চাহ জানিবারে
কোথা মহারাণী,
তবে জেনে যা—জানি না আমি
কোন কিছু তার সমাচার !
সে সংবাদ রাখিবার নাহি
মোর অবসর;আর।
মগধ-ঈশ্বর আমি—সর্ব্বশক্তিমান।
ব্যস্ত তার মর্য্যাদা রাখিতে,
অন্য আর কারু তত্ত্ব
নাহি জানি আমি !

অরুণাক্ষ। বলিবি না কৃতঘ্ন কুক্কুর !
তবে দেখ্ তোর কিবা পরিণাম !

[অসি কোষমুক্ত করিয়া অম্বুজাক্ষের উপর পতিত হইল এবং তাহার কণ্ঠ দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিল]

অরুণাক্ষ। এইবার ভেবে দেখ
কিবা তব পরিণাম।

অম্বুজাক্ষ। পরিণাম ?
নাহি চিন্তি কি হইবে পরিণামে মোর।
নিরস্ত্র প্রমোদকুঞ্জে রয়েছি বসিয়া ;
অস্ত্রধারী তুমি—
তুমি যদি কর আক্রমণ,
নীরবে হইব বধ্য তব—'বলি' সম !
রক্তে মোর সুরঞ্জিত হইবে ও অসি।
কিন্তু ধর্ম্মের বিচারে—
ঘোর পরমাদে তুমি পড়িবে অরুণ !
সহোদর বোধে তোমা, স্নেহে যত্নে—
শিখায়েছি অস্ত্রের চালনা !
গুরু আমি তব !
তবু যদি বিনাদোষে
গুরুরক্তে এতই প্রয়াস,
তবে এসো—এসো—
এই আমি বক্ষ পাতি
দাঁড়ালাম সম্মুখে তোমার ;
যাহা ইচ্ছা কর নির্ব্বিবাদে !
দিতে হয়—
দাও বসাইয়া ওই তব উদ্যত কৃপাণ
বক্ষেতে আমার !
অবসান হ'য়ে যাক্ সকল পর্ব্বের !
কি ? নীরব রহিলে কেন ?
চিন্তা কি কারণ ?

গুরু আমি—বয়োজ্যেষ্ঠ অগ্রজ সদৃশ,
কি ক'রে হানিবে অস্ত্র ?
কেমনে ব'ধিবে, এই চিন্তা ?
এই দেখ—আমি তাহা দিতেছি দেখায়ে !
স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইয়া উদ্যত আগ্রহে—
দৃঢ় করে সবলে ধরিয়া
ওই অসি খরশান,
[অরুণাক্ষের তরবারি ধরিয়া]
ঠিক এইভাবে—
এইভাবে সমুন্নত ক'রে—
করিব তোমার বক্ষ শতধা বিদীর্ণ ।
স্পর্দ্ধিত কুক্কুর! এইবার—এইবার
কে কাহার পরিণাম করিবে দর্শন ?
[অরুণাক্ষকে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল]

সশস্ত্র শালিবানের প্রবেশ ।

শালিবান । দিব্যচক্ষে তুমিই দেখিবে পাপী,
তব পরিণাম—
নিরপেক্ষ বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে ।
অম্বুজাক্ষ । কে ?
শালিবান । রাজা এ রাজ্যের !
দণ্ডদাতা—পালক—পোষক !
অম্বুজাক্ষ !
ফেল অস্ত্র এই দণ্ডে,

নচেৎ ভীষণ পরিণাম
তব প্রত্যক্ষ হইবে।
তাই কহি পুনরায়—
ফেল অস্ত্র—ফেল অস্ত্র সসম্মানে।
[অম্বুজাক্ষ অস্ত্র ফেলিয়া দিল]

শালিবান। অরুণাক্ষ! অস্ত্র তুলে নাও!
[অরুণাক্ষ অস্ত্র তুলিয়া লইলেন]

শালিবান। সতর্ক প্রহরা থাক ধূর্ত্ত এ শঠের!
এইবার বল্ নীচাশয়!
বল্ বিশ্বাসঘাতক!
বল্ সত্য করি—কোথায় জননী মোর?

অম্বুজাক্ষ। কিছুই জানি না আমি তার!

অরুণাক্ষ। মিথ্যাবাদী!
জান না মায়ের সমাচার?

অম্বুজাক্ষ। সত্য কহি,—আমি তো জানি না কিছু ভাই!
শুনিলাম—অভিমান করি নিজ পুত্রের উপর,
রুষ্ট হ'য়ে রাজমাতা
গিয়াছেন কোথায় চলিয়া!
কত চেষ্টা করিয়াছি;
দিকে দিকে পাঠায়েছি চর—
সন্ধান করিতে তাঁর;
কিন্তু হায়, কি আর বলিব,
সকলে এসেছে ফিরে ব্যর্থকাম হ'য়ে!
তাই কাণ্ডারীবিহীন তরী।

মগধের শূন্য সিংহাসনে—
যোগ্য কেহ নাহি বলি
মাত্র শৃঙ্খলারক্ষায় আমিই ব'সেছি !
করেছি কি দোষ ?
অরুণাক্ষ, তুমি চিরসাথী মোর,
ভালবাসি তোমারে সোদর সম।
থাক তুমি এইখানে সেনাপতি হ'য়ে,
সম্পূর্ণ শকতি ল'য়ে ;
আমি যাই দেশান্তরে—
যথা আঁখি ল'য়ে যায় !

[গমনোদ্যত]

অরুণাক্ষ। [বাধা দিয়া] কোথা যাও ?
ব'লে যাও কোথায় জননী—
এই শেষবার জিজ্ঞাসি তোমায় !

অম্বুজাক্ষ। বলিয়াছি সত্য করি,
মিথ্যা কহি কি লাভ আমার ?

অরুণাক্ষ। [স্বগত] তবে কি সত্যই মাতা
গিয়াছেন পাপপুরী ত্যজি
[প্রকাশ্যে] বল অম্বুজাক্ষ !
সত্য করি দেবতার নামে—
জান না কি জননীর কোন সমাচার ?

অম্বুজাক্ষ। কি ছার দেবতা !
দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
ভূচর, খেচর যে আছে যেখানে—

সকলের নামে আমি করিয়া শপথ,
চন্দ্র সূর্য্যে সাক্ষ্য করি
কহিতেছি পুনঃ আমি—
না জানি মহারাণীর সমাচার।
কোথা তিনি—কোন্ দেশে,
জীবিত অথবা মৃত
নাহি জানি সে সংবাদ ;
নহে কিছু বিদিত আমার।

শালিবান। [সহসা ভদ্রেশ্বরের কণ্ঠ ধরিয়া]
ভদ্রেশ্বর ! তুমি জানো
লক্ষ মুদ্রা দিব পুরস্কার।
কিন্তু না বলিলে,
এই অসি এখনি বসায়ে দেবো
কণ্ঠদেশে তোর !
বল্ ! বলিবি না ? [অস্ত্র উত্তোলন]

ভদ্রেশ্বর। ছেড়ে দাও, এখনি বলিব

অম্বুজাক্ষ। অর্থলোভে মিথ্যা যেন
বলিও না ভদ্রেশ্বর !
অর্থ আমারও আছে !
স্মরণ সতত রেখো মনে—
আমারই অর্থে তুমি এ যাবৎ
সুখে হ'তেছ পালিত !
সে ধর্ম্ম করিও রক্ষা,
মিথ্যা বলি ক'রো না বিপন্ন মোরে।

শালিবান। কি, বলিবি না সত্য সমাচার ?
তবে মৃত্যু তোর আজি সুনিশ্চয়।
[ভদ্রেশ্বরের কণ্ঠদেশে স্বীয় অস্ত্র স্থাপন]

ভদ্রেশ্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এখনি বলিব।
দিয়াছে কঠোর শাস্তি মাতারে তোমার
ওই তব সেনাপতি।

অম্বুজাক্ষ। নাম ধ'রে বল—অরুণাক্ষ !

অরুণাক্ষ। শয়তান—[অস্ত্র উত্তোলন]

ভদ্রেশ্বর। না—না, ওই অম্বুজাক্ষ
মগধের বর্ত্তমান রাজা !

অম্বুজাক্ষ। [ধমক দিয়া] ভদ্রেশ্বর !

শালিবান। [অম্বুজাক্ষের প্রতি] চুপ্ !
[ভদ্রেশ্বরের প্রতি] নির্ভয়ে বলিয়া যাও !

ভদ্রেশ্বর। তপ্ত লৌহ-শলাকায়
নিজহস্তে উৎপাটিত করি তব
জননীর যুগল নয়ন—

অম্বুজাক্ষ। আমি—আমি ?

অরুণাক্ষ। হ্যাঁ, তুমি—তুমি বিশ্বাসঘাতক !
বহিষ্কৃত করিয়াছ তাঁরে
নগর হইতে—নয় ?

শালিবান। [ভদ্রেশ্বরের প্রতি] কি ? ঠিক তাই ?

ভদ্রেশ্বর। হ্যাঁ—তাই !

অম্বুজাক্ষ। শালিবান !

শালিবান। না, চাই না শুনিতে কোন কথা।

অরুণাক্ষ। দিন শাস্তি—
যথাযোগ্য স্বহস্তে পাপীর।

শালিবান। এ পাপের কিবা শাস্তি দেব?
যতই কল্পনা করি কঠোর শাস্তির,
তুলনায় মনে হয় অতি লঘুতর।
তবু দিতে হবে শাস্তি তোরে।
স্বহস্তে উপাড়ি তোর যুগল নয়ন,
কণ্টকাকীর্ণ বনে রাখিয়া আসিব!
সেইখানে—
আর্ত্তস্বরে করিবি চীৎকার,
প্রাণের জ্বালার সনে জঠর জ্বালায়!
পরিণামে ভক্ষ্য হবি বন্য শ্বাপদের!
অরুণাক্ষ! কর বন্দী বিশ্বাসঘাতকে!

[অরুণাক্ষ অম্বুজাক্ষকে বন্দী করিল]

শালিবান। যাও—নিয়ে যাও—
রেখে এস কোন দূর গভীর অরণ্যে।

অরুণাক্ষ অম্বুজাক্ষকে লইয়া যাইতে উদ্যত]

দ্রুত মন্দারের প্রবেশ।

মন্দার। ক্ষমা! ক্ষমা কর মহারাজ!
যোগ্য নয় এ শাস্তি পাপীর!
যে পাপ ক'রেছে রাজ-সেনাপতি,
যোগ্য শাস্তি তার নাহি কিছু ধরণীতে।
শাস্তি যদি দিতে হয়—

ক্ষমা কর তারে মহারাজ !
ক্ষমাই উচিত শাস্তি তার !

শালিবান। ক্ষমা !
কি বলিলে বালক ! ক্ষমা ?
মাতৃহন্তা দুরাচার বিশ্বাসঘাতক—
তাহারে ক্ষমিব আমি !
পার যদি, বল তুমি
থাকে যদি আরো কিছু
কঠোর হইতে কঠোরতর
শাস্তি এ পাপীর।
ক্ষমা না করিব কভু।
জান কি বালক !
কোন্ পাপে পাপী দুরাচার ?
কিবা সর্ব্বনাশ করিয়াছে
মগধ-রাজ্যের ?
কিবা বজ্র হানিয়াছে,
সে আমার বক্ষে ?
জান কি বালক তাহা ?
রাজ্যেশ্বরী জননী আমার,
কোন্ অপরাধে—
আজি ভিখারিণী সমান ভ্রমেণ
দেশে দেশে—পথে পথে
হারাইয়া সিংহাসন,
হারায়ে অমূল্য দু-নয়ন।

রাজ্যলিপ্সু দুরাচার
রাজ্যলোভে হ'য়ে জ্ঞানহারা
নির্ব্বাসন দিয়াছে মাতারে
বিনা অপরাধে !
তারে তুমি মার্জ্জনা করিতে বল !

মন্দার। মহারাজ !
এ হ'তে অধিক পাপ করিতেছে
কত শতজন,
কিন্তু কেবা শাস্তি দেয় ?
শাস্তিদাতা একমাত্র ভগবান্।
তুমি আমি নহি অধিকারী
দানিতে পাপীর শাস্তি।
তাই করি অনুরোধ,
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর অভাগারে।
নির্ব্বাসিত কর তারে মগধ হইতে।
অন্নহীন—বস্ত্রহীন—আশ্রয়বিহীন,
ভ্রমিবে সে মহাপাপী হাহাকারে
অনন্ত বিশ্বের পথে ;
বক্ষে ল'য়ে অনুতাপ-জ্বালা—
প্রায়শ্চিত্ত করিতে পাপের
এই যোগ্য শাস্তি তার।

শালিবান। অনুতাপ !
অনুতাপে পাপক্ষয় হবে
এ মহাপাপীর ?

অসম্ভব রে বালক !
হেন মহাপাপীজন
অনুতপ্ত নাহি হয় কভু।
কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমায়,
বল্—বল্‌রে বালক !
কেন তোর কাঁদিল হৃদয়
পাপিষ্ঠের মুক্তি লাগি,
কেন তুই আসিলি ছুটিয়া
ব্যগ্র অধীরতায় আমার সকাশে
মাগিতে মার্জ্জনা অপরাধী তরে ?
কি সম্বন্ধ তোর এই দুরাচার সনে,
যার লাগি হৃদয়ের তন্ত্রী তোর—
আপনি উঠিল বেজে ব্যথার পরশে ?

মন্দার। সম্বন্ধ ?
পারিব না—পারিব না রাজা,
নিবেদিতে চরণে তোমার,
কি সম্বন্ধ ওই অপরাধী সনে মোর !

অম্বুজাক্ষ। সম্বন্ধ ! বালক ! বালক !
সম্বন্ধ কিসের ? কে তুই আমার ?
কেন প্রাণ কেঁদে ওঠে দেখি তোরে ?
দেখি তোর সজলনয়ন,
শুনি তোর কাতর প্রার্থনা
মর্ম্মে যেন ওঠে হাহাকার ;
প্রাণ যেন খোঁজে তোরে।

ক যেন কি হারাণো রতন !
দেখেছিনু আর একদিন ;
জেগেছিল প্রাণে মোর
ঠিক যেন এইরূপ নব-শিহরণ।
অবশ হইয়াছিনু
কি যেন কি মোহের আবেশে !
বল্—বল্‌রে বালক !
কে তুই ? কিবা তোর পরিচয় ?

শালিবান। বল্—বল্‌রে বালক !
কিবা তোর পরিচয় ?
কেন তুই ছুটে এলি আকুল আগ্রহে !
পাপিষ্ঠের মুক্তি লাগি—
কেন তোর এত অনুনয় ?

মন্দার। অনুনয় !
শুধু অনুনয় মহারাজ !
আর কিছু না বলিব—
শুধু মুক্তি ভিক্ষা চাই ঐ বন্দীর।

অম্বুজাক্ষ। না—না—রাজা !
বালকের আগমনে,
তার ওই স্নেহমাখা
সুমধুর কথা শুনে,
কি যেন কি যাদুর পরশে
মোর ভিন্নপথে গিয়াছে ফিরিয়া !
ফল বাঁচিয়া—

এই মর্ম্মদাহী অনুতাপ ল'য়ে !
মুক্তি নাহি প্রয়োজন ;
দাও শাস্তি—যথা ইচ্ছা তব।
পরিচয় যদি নাহি পাই বালকের,
জানিহ নিশ্চয়—
মুক্তি না লইব আমি।

মন্দার। না—না—বলিব না !
পারিব না বলিতে সে কথা !
দয়া কর—দয়া কর মহারাজ
অতি দীন—পথের ভিক্ষুক আমি,
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—
ঐ অপরাধীর প্রাণভিক্ষা দাও।
শুধু এই—অন্য ভিক্ষা নাহি চাই।

অম্বুজাক্ষ। বালক—বালক !
একান্তই যদি তুই
নাহি দিস্ পরিচয় তোর,
মুক্তি আমি কভু না লইব।
রাজা যদি শাস্তি নাহি দেয়,
আত্মহত্যা করিব এখনি,
নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনি করিব,
নিজেই লইব শাস্তি আমি।
বল্—বল্‌রে বালক ;
কে তুই আমার ?
বল—কি সম্বন্ধ তোর

আছে মোর সনে ?
অন্তরের অন্তস্থল হ'তে যেন
আসে কানে করুণ রোদন,
সকরুণ আর্ত্তনাদ—
যেন কোন অশরীরী বাণী।
স্পষ্ট—অতি স্পষ্টভাষে যেন
কহিতেছে সম্ভাষি আমায়—
ওরে মূর্খ—পাষণ্ড বর্ব্বর !
এতই অজ্ঞান তুই
না চিনিলি আপনার জন।
বল্—বল্ ত্বরা বল্রে বালক !
কোন্ সম্বন্ধে আবদ্ধ তুই ?
বল্রে বালক—কে তুই আমার ?

শালিবান　মুক্তি আমি দিব এ পাপীরে---
যদি দিস্ পরিচয় তোর।

মন্দার :　নহিলে কি ক্ষমা নাই ?
সুনিশ্চয় দিবে শাস্তি
এই শত অপরাধে অপরাধী
দুষ্কৃত অধম ?

শালিবান　হাঁ—রাজ-বিধান মতে
সুনিশ্চয় দিব শাস্তি তারে।

মন্দার　কিন্তু বুক ফেটে যায়,
পরিচয় প্রদানিতে মোর !
ঘৃণ্য পরিচয় শুনেছি যেদিন,

সেইদিন—সেইদিন হ'তে
অহঃরহ চিন্তা জাগে মনে
কতক্ষণে হবে মোর জীবনের শেষ।
আজি পেয়েছি উপায়,
এ সুযোগ আসিবে না জীবনে কখনো!
তাই মরণের আগে
দিয়ে যাবো পরিচয়—
জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা
পিতার কারণ আজি!
তবে শোন মহারাজ!
অতি দীন পরিচয়হীন,
অনার্য্য-পালিত এই বালক মন্দার
যদিও অনার্য্য-কন্যা
সুমারীর গর্ভজ সন্তান,
কিন্তু নহে অনার্য্য-নন্দন!
পিতা তার—পিতা তার
ওই—ওই হের সম্মুখে তোমার।

[দ্রুত প্রস্থান]

অম্বুজাক্ষ। ওরে—ওরে, তুই কি তবে আমারই সন্তান! ওরে, আয়—আয়, ফিরে আয়—ফিরে আয়, আজ আমি তোকে বুকে ধ'রে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার ক'রে জগতকে শুনিয়ে ব'লে যাই—অনার্য্য-নন্দিনী সুমারী আমার পত্নী। রাজা! রাজা! আমি মুক্তি চাই না—আমায় শাস্তি দাও—শাস্তি দাও! এ দুঃসহ অনুতাপানলে আর আমায় দগ্ধ ক'রো না। পুত্র যার পিতার পরিচয় দিতে এতখানি সঙ্কোচ বোধ

করে—নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে,—পরিচয়ের কলঙ্ক ঘোচাবার জন্য আপনার প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে ছুটে যায়, আত্মজ পুত্রের সেই কলঙ্কভার মাথায় নিয়ে—এই পুত্রহীন—মান-মর্য্যাদাহীন জীবন বহন ক'রে পশুর মত বেচে থাকতে আর আমার ইচ্ছা নেই। আমায় মৃত্যু দাও—রাজা! আমায় মৃত্যু দাও!

শালিবান। তা হয় না সেনাপতি! বালককে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি; সে প্রতিশ্রুতি আমি ভঙ্গ করতে পারি না—করবোও না। সুতরাং তুমি মুক্ত—স্বাধীন; যথা ইচ্ছা গমন কর। অরুণাক্ষ, রাজ্যের ভার তোমার উপর রইলো—আমি যতদিন না ফিরে আসি।

[প্রস্থান]

অম্বুজাক্ষ। মন্দার—মন্দার! ফিরে আয়—ফিরে আয়,—মুক্তির নামে এ তুই আমায় কি শাস্তি দিয়ে গেলি?

[প্রস্থান ।

[অরুণাক্ষ ভদ্রেশ্বরের কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া
টানিতে টানিতে লইয়া গেল]

চতুর্থ দৃশ্য।

পর্ব্বত-সানুদেশ।

দেবদত্ত ও শোভার প্রবেশ।

দেবদত্ত। দেবী, ভাষা নাই—তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবার। তোমারই করুণা—আজ আমার জীবন রক্ষা করেছে। নইলে আজ দেবদত্তের নাম ধরা থেকে মুছে যেতো। তুমিই করুণার অমৃতধারা সিঞ্চন ক'রে—আমার সর্ব্বাঙ্গে ঢেলে দিয়ে, আরোগ্যের পথে এনেছ। যতদিন এ দেহে জীবন থাক্‌বে—ততদিন ভুল্‌বো না তোমায় দেবী! তোমার ঋণ অপরিশোধনীয়—তোমার গুণ অপরিসীম। এমন ভাষা নাই—যার ঝঙ্কারে তোমার প্রতি আমার হৃদয়-ভাব প্রকাশ কর্‌তে—গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে।

শোভা। আমি হিন্দুনারী, নারীর সহজাত কর্ত্তব্য যা—নারীর ধর্ম্ম যা—মাত্র তাই করেছি। তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই—আর আমিও তার প্রত্যাশী নই। আমি উপলক্ষ্য হ'য়ে তোমার জীবন রক্ষা কর্‌তে পেরেছি—তোমায় সেবা-যত্নে যে আরোগ্য কর্‌তে পেরেছি—এই আমার পুরস্কার। এর অধিক আর কিছু আশা আমি করি না।

দেবদত্ত। তুমি যেন স্বর্গহারা জীবন্ত দেবী। মর্ত্ত্যের বুকে নেমে এসেছ স্নেহ-শান্তির ধারা ছুটিয়ে দিতে—স্বর্গের আলোক ফুটিয়ে তুল্‌তে! আর্য্যের প্রতি জীবনের সঞ্চিত যত ঘৃণা-বিদ্বেষ, আজ তোমার মহিমার আলোক-সম্পাতে দূরে গেল। ভুল্‌বো না তোমার স্মৃতি—তোমার মূর্ত্তি—তোমার এই উপকার—এই সেবাধর্ম্মের মহান্ আদর্শ। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ সবল; এইবার আমায় বিদায় দাও আর্য্যবালা!

শোভা। বিদায়! সেকি! এরই মধ্যে! এত শীঘ্র!

দেবদত্ত। হাঁ—আর আমার দেহে কোন ক্ষত নেই—অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অস্ত্রাঘাতজনিত বেদনা নেই—এবার আমি যেতে পার্‌বো।

শোভা। তবু—তবুও আরও কয়েকদিন—

দেবদত্ত। মার্জ্জনা কর দেবী! তুমি আমার জীবন-দায়িনী, তুমি আদেশ কর্‌লে, জীবনান্তকাল আমি এখানে থাক্‌তে বাধ্য হবো। কিন্তু সে আদেশ ক'রো না রাজবালা! আমার থাক্‌বার উপায় নেই—উপায় নেই।

শোভা। কেন উপায় নেই অনার্য্যবীর?

দেবদত্ত। আমি অনার্য্য—আমি অগ্নি-উপাসক। একদিনেই—এক লহমায় জন্মগত সমস্ত সংস্কার কেমন ক'রে ভুল্‌বো? কাল আমার চির উপাস্য অগ্নি-দেবতার শত বার্ষিকী মহা মহোৎসব। আমার সে উৎসবে যোগ দিতেই হবে।

শোভা। বেশ, দেবকার্য্যে বাধা দেবো না। দেবতা অপেক্ষা নিজের অনুরোধকে বড় কর্‌বো না। তুমি যাও বীর! কিন্তু—

দেবদত্ত। বল—বল রাজনন্দিনী, কিন্তু ব'লে নীরব হ'লে কেন?

শোভা। না, কিছু নয়,—কিন্তু আবার দেখা হবে কি?

দেবদত্ত। হবে- নিশ্চয়ই হবে। তুমি যেখানেই যাও—যেখানেই থাক না কেন, আমি তোমার সন্ধান ক'রে বার কর্‌বোই। তোমায় ভুল্‌বো, এ কল্পনা—এ ধারণা মনে স্থান দিও না রাজকুমারী! অনার্য্য হ'লেও এত অনুদার—এত অকৃতজ্ঞ আমায় মনে ক'রো না।

শোভা। না—না, সে ধারণা আমার নেই—সে কল্পনা আমার অন্তরে কোনদিনের জন্যও উদয় হয় নি। তবে পুরুষ তুমি, কর্ম্মের আবর্ত্তে প'ড়ে যদি ভুলে যাও—এই আশঙ্কা।

দেবদত্ত। প্রতি পলে—প্রতি কর্ম্মের মধ্যেও বাজবে তোমার মধুর কণ্ঠ-ঝঙ্কার—জাগ্‌বে এই দেবীমূর্ত্তি। আমি—আমি উৎসবান্তে এই-খানেই আবার ফিরে আস্‌বো। আবার তোমায় সম্মুখে এমনিভাবেই দাঁড়াবো।

[প্রস্থান]

শোভা। চ'লে গেল! যেন গরিমার ছটা নিভে গেল। আকাশের পূর্ণ শশধর ডুবে গেল, অন্তরাকাশ আমার অন্ধকার হ'য়ে গেল। এই অনার্য্য! একবার এই রূপের পানে ফিরেও চাইলে না—এই নির্জ্জন পর্ব্বত-ভূমি—তবুও কিছুমাত্র অসম্মান প্রকাশ কর্‌লো না। নম্রকণ্ঠে—নত নেত্রে—শত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চ'লে গেল! বাঃ—অনার্য্যবীর! তুমি এত সুন্দর—এত সৎ—এত মহৎ উদার! কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে ভরা—মহত্ত্বে গড়া—আদর্শের উজ্জ্বল চারুচিত্র এই অনার্য্যবীর। আর এদেরই নীচ ঘৃণ্য বোধে আর্য্যের দম্ভ নিয়ে শুধু অবজ্ঞা অশ্রদ্ধাই ক'রে এসেছি। একি! একি—একি দুর্ব্বলতা আমার! এ অনার্য্যের জন্য কেন প্রাণ কেঁদে ওঠে—মন বেদনায় ভ'রে ওঠে? চোখে কেন জল আসে? ছিঃ—ছিঃ, মগধের রাজনন্দিনীর হৃদয়ে অনার্য্য আসন পেতে বস্‌বে? ছিঃ-ছিঃ!

মলয়ের প্রবেশ।

মলয়। হাঁ, তাই বস্‌বে। শুধু তোমারই নয়—তোমার ভাই মগধ-সম্রাটের হৃদয়েও একদিন হয়তো অনার্য্য-নন্দিনী আসন পাতবে—মগধের সিংহাসনে হয়তো পট্টরাণী হ'য়ে বস্‌বে। নৃপনন্দিনী, অনার্য্যকে হৃদয় দান কর্‌তে পার, কিন্তু তাকে প্রকাশ্যে বরণ ক'রে আর্য্যের সম্মান দিতে পার না? কিন্তু কেন পার না—কেন এত ঘৃণা রাজপুত্রী?

শোভা। একি, তুমি! চিনেছি তোমায়—সেই তুমি। তোমারই

জন্য এতদিন আমরা রক্ষা পেয়েছিলুম—আমার দাদার হাত থেকে —মৃত্যুমুখ থেকে। কিন্তু কে তুমি বালক?

মলয়। আমি এক ভাগ্যহারা—সর্ব্বহারা—অনার্য্য-বালক। কেমন, পরিচয়ের সঙ্গে অন্তরের আলো নিভে গিয়ে কালো হ'য়ে গেল তো? ঘৃণা, ক্রোধ, অবজ্ঞা সব একসঙ্গে হৃদয় অধিকার ক'রে বস্‌লো—নয়?

শোভা। না,—বরং গর্ব্বে গৌরবে হৃদয় ভ'রে উঠ্‌লো। বহুকালের —বহু শতাব্দীর অনার্য্যের ওপর ঘনীভূত যত কু-ধারণা আজ দূর হ'য়ে গেল—প্রীতি প্রেমের বিমল উৎস সহস্র ধারায় উৎসারিত হ'য়ে উঠ্‌লো। তোমরা সুন্দর—তোমরা নিষ্পাপ—তোমরা কলঙ্কহীন—তোমরা জগতের আদর্শ।

মলয়। তবু ভাল; কাজে না হোক্—শুনেও সুখী হ'লুম! তবে আর্য্যবালা! অনার্য্যকে যদি ঘৃণ্য না কর—তবে বিয়েই ক'রে ফেল না।

শোভা। বিবাহে আর্য্য-নারীর স্বাধীনতা নেই—অভিভাবকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

মলয়। বাঃ—বেশ যুক্তি! বয়স্থা কুমারী হ'য়ে অবাধগতিতে ঘুর্‌তে পার—জননীকে ত্যাগ ক'রে—গৃহ সমাজ সংসার ত্যাগ ক'রে পথে পা দিতে পার—জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুল্‌তে পার—পার না কেবল স্বাধীন ইচ্ছায় বিবাহ কর্‌তে? তোমার এ যুক্তিটা কেবল আমাকে ভুলিযে দিতে। কিন্তু অন্তরে তোমার অনার্য্যের প্রতি ঘৃণা সমানভাবেই পর্ব্বতপ্রমাণ পুঞ্জীভূত হ'য়েই আছে।

শোভা। ছিল—কিন্তু আজ আর নাই। সত্যই বল্‌ছি—অনার্য্যকে আমি ঘৃণা করি না—ভালবাসি—ভালবাসি। আজ বুঝেছি—আত্মদান যদি কর্‌তে হয়, তবে জাতির মুখপানে চেয়ে নয়—মানুষের পায়ে নয়—মহত্ত্বের পায়ে। তবেই সে আত্মদান সার্থকতায় ভ'রে ওঠে। আমি

চল্লুম ভগ্নী, যদি সুযোগ পাই, আবার দেখা কর্‌বো; যদি বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে।

মলয়। কোথায় যাবে রাজনন্দিনী ?

শোভা। অগ্নি-মন্দিরে—শত-বার্ষিকী উৎসবে।

[প্রস্থান]

মলয়। বাঃ—চমৎকার! একেই বলে আত্মদান। তরঙ্গিণীর মত আবেগময়ী—প্রকৃতির মত উচ্ছ্বাসময়ী। আজ আমিও বুঝেছি—নারী-জীবনের সার্থকতা আত্মদানে। এ নিয়মের গণ্ডী লঙ্ঘন কর্‌বার শক্তি নাই নারীর। তাই আজ অনিচ্ছাসত্বেও অন্তর আপনা হ'তে অজ্ঞাতে সেই পুরুষেরই পায়ে আত্মদান ক'রে বসেছে। কিন্তু—কই, কোথায় সেই দেবতা ? তাঁরই প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় আছি—এইখানে —এই পর্ব্বতে—সতৃষ্ণনয়নে—ঐ পথপানে চেয়ে। কিন্তু তাঁর আগমনে কেন এত বিলম্ব ? তবে—তবে কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছ ক্ষত্রিয়-বীর ? কিম্বা অনার্য্য-নন্দিনী ব'লে ঘৃণায় নিজের প্রতিশ্রুতি ভুলেছ ? তবে কি—তবে কি আমার আশা পূর্ণ হবে না ?

বিরোচনের প্রবেশ।

বিরোচন। না—না, এ জীবনে আশা তোমার পূর্ণ হবে না মলয়!

মলয়। না হয়—না হবে, সেজন্য তোমার চিন্তার কিছু নেই বিরোচন!

বিরোচন। আছে বৈকি! তোমায় আমি ভালবাসি। তাই তোমায় দুরাশার মরীচিকা থেকে ফেরাতে চাই। তাই এখনও বলি, অত উচ্চ-আশা ক'রো না,—জল্‌বে যাতনায়—হাহাকার কর্‌বে বেদনায়।

মলয়। করি—করবো, তবু যে আশাকে হৃদয়ে পোষণ করেছি, যার পদে আত্মদান করেছি, তাঁরই নাম জপ করবো—তাঁরই মূর্ত্তি ধ্যান করবো।

বিরোচন। কিন্তু সে আর্য্য ক্ষত্রিয়—একটা সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সে, তোমার মত বন-বিহঙ্গিনী অনার্য্য-নন্দিনীকে সে কখনও ভালবাসতে পারে না। হ'তে পারে—হয়তো তার প্রতি তোমার ভালবাসা অনন্ত—অপরিসীম—অকৃত্রিম, কিন্তু এই স্বর্গীয় ভালবাসার বিনিময়ে তুমি তার কাছ থেকে পাবে শুধু উপেক্ষা অবজ্ঞার সুতীব্র কশাঘাত। তাই বলি, সাময়িক রূপজ মোহে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে নিজের অনিষ্টকে ডেকো না—অমূল্য জীবনটাকে অশ্রু-বেদনায় ভরিয়ে দিও না। তোমার এই অপার্থিব সৌন্দর্য্যকে ধ্বংস ক'রো না—বুকভরা প্রেমের উৎসের গতিপথ নিরুদ্ধ ক'রো না।

মলয়। আমি তোমার কাছে নীতি উপদেশের প্রার্থী নই বিরোচন! যদি উপদেশরই উদ্দেশ্যে এসে থাক, তবে ফিরে যাও।

বিরোচন। যাবো—কিন্তু একা নয়,—তোমাকেও নিয়ে যাবো। উপদেশ বিতরণের জন্য উন্মত্ত অধীরতায় তোমার সন্ধানে এই সুদূর পার্ব্বত্য-প্রদেশে ছুটে আসিনি মলয়!

মলয়। তবে?

বিরোচন। তবে—এসেছি আমার চিরপোষিত আশা পূর্ণ করতে। এসেছি—তোমার ও আমার ব্যর্থ জীবনটাকে সফল করতে। কেন বৃথা কাঙ্গালিনীর মত ঘুরে ঘুরে আশার পেছনে ছুটবে মলয়? তার চেয়ে এস আমার অঙ্কলক্ষ্মীরূপে। এই পর্ব্বতোপরি কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে আমরা এক প্রেমের রাজ্য স্থাপনা করি—মন্দাকিনীর লহরিত উচ্ছ্বাসে ভেসে যাই স্বপ্নলোকে। অমত ক'রো না—উপেক্ষা ক'রো না মলয়!

মলয়। শত জীবন হোক্ ব্যর্থ—সকল আশার হোক্ অবসান—তবুও তোমার মত পশুর ছায়াও কখন স্পর্শ কর্‌বো না।

বিরোচন। বটে! আমি পশু, আর তোমার সেই শালিবান দেবতা—নয়? যে আর্য্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে অনার্য্যের পৃষ্ঠে পদাঘাত ক'রে আস্‌ছে, যাদের নৃশংসতার চক্রে তোমারই আত্মজন—তোমারই স্বদেশবাসী নিত্য নিপীড়িত—জর্জ্জরিত, যাদের একমাত্র পণ—একমাত্র সঙ্কল্প অনার্য্য-দলন, সেই অনার্য্যের মহাবৈরী তোমার কাছে দেবতা! বাঃ—চমৎকার তোমার দেশভক্তি—স্বজাতি-প্রীতি। দেখ্‌ছি তুমি অনার্য্যের লজ্জা—অনার্য্য-জাতির কলঙ্ক-কালিমা। কিন্তু এ লজ্জা—অনার্য্যের এ কলঙ্ক থেকে আমি আমার দেশকে, জাতিকে বিমুক্ত কর্‌বো। স্বেচ্ছায় তুমি আমায় বরণ না কর্‌লে, আমি আসুরিক শক্তিবলে তোমায় গ্রহণ কর্‌বো—আমার আশা পূর্ণ কর্‌বো। জেনো মনে, কীট-দষ্ট পুষ্প দেবপূজায় লাগে না, তেমনি আমার কলুষ-স্পর্শে স্পর্শিত তোমাকেও আর তোমার আর্য্য-দেবতা গ্রহণ কর্‌বে না।

মলয়। পার্‌বে না। শত চেষ্টাতেও কেউ আজও নারীর ধর্ম্ম আসুরিক শক্তিবলে বিনষ্ট কর্‌তে পারেনি—পার্‌বেও না। বৃথা এ প্রচেষ্টায় নিজের অনিষ্ট, অমঙ্গল, অপমানকে নিজেই আহ্বান ক'রে এনো না।

বিরোচন। আসুক্—আছে যেখানে যত অমঙ্গল—সব আসুক্ ছুটে আমার মাথায়—আমায় গ্রাস কর্‌তে, তবুও সঙ্কল্প আমি ত্যাগ কর্‌বো না। আর অপমান—বিশ্বের যত অপমান তুমিই আহ্বান করেছ—আমি নয়। তুমি অনার্য্য-নন্দিনী হ'য়ে—অনার্য্যের পৃষ্ঠে পদাঘাতের বিনিময়ে তুমি চাও তারই পদসেবিকা হ'তে! এর চেয়ে আর কি অপমান সঞ্চিত আছে বিশ্বের ভাণ্ডারে? কিন্তু সে অপমান থেকে আমি রক্ষা কর্‌বো তোমায়—রক্ষা কর্‌বো জাতিকে—আর তার সঙ্গে

পূর্ণ করবো আমার আশা। মলয়, মুহূর্ত্ত সময় দিচ্ছি—এর মধ্যে স্থির ক'রে নাও তোমার কর্ত্তব্য—বেছে নাও কোন্ পথে যাবে তুমি—চিরশান্তি—না অশান্তির দাবদগ্ধ পথে ?

মলয়। অনার্য্য-নন্দিনী হ'লেও আমি নারী। রমণী যাকে একবার আত্মদান করে, জীবনে আর সে কখনও অপরের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে না।

বিরোচন। বটে! তবে বল প্রকাশই করতে হ'লো। কি করবো—নিরুপায়। তবে স্থির জেনো মলয়, আজ আর তোমার রক্ষা নেই। এই নীরব নিস্তব্ধ নির্জ্জন পর্ব্বতে কেউ আসবে না তোমায় রক্ষা করতে। মলয়—মলয়, আজ তুমি আমার—আমার—আমার।

[সবলে হস্তধারণ]

মলয়। [উচ্চকণ্ঠে] না—না, আমি আর্য্যের—আর্য্যের ; ছাড়—ছাড়,—ছেড়ে দাও—হাত ছেড়ে দাও

বিরোচন। না—না—না, ছাড়বো না—ছাড়বো না ; আজ তোমায় আমি বুকে ধরবো—বুকেই রাখ্‌বো।

[উভয় হস্ত প্রবল আকর্ষণে ধারণ—মলয়ের প্রাণপণ বাধা
প্রদান—কিন্তু হাত ছাড়াইতে সক্ষম হইল না ;
বিরোচন তাহাকে বক্ষে ধারণ করিল]

বিরোচন। মলয়, এইবার ?

[উন্মুক্ত অসিহস্তে অতি দ্রুতবেগে শালিবান উপস্থিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে
বিরোচনের পৃষ্ঠে পদাঘাত করিলেন, বিরোচন সে ভীম
পদাঘাতে ভূমে পতিত হইল ; শালিবান উন্মুক্ত অসি
বিরোচনের বক্ষোপরি উত্তোলন করিয়া
দণ্ডায়মান হইলেন]

শালিবান। এইবার বিরোচন ?

বিরোচন। কে—কে তুমি ? ওঃ, অনার্য্যের ধূমকেতু শালিবান ?

শালিবান। হাঁ—উপস্থিত তোমার অদৃষ্ট-আকাশের ধূমকেতু। কি চাও ? জীবন—না মরণ ?

শালিবান। আর্য্যের করুণায় জীবন চাই না।

শালিবান। কিন্তু তোর মত পশুর মসীময় রক্তে, আমার বীর-বক্ষ-রঞ্জিত অস্ত্র কলঙ্কিত কর্‌তে আমি চাই না। যা, দূর হ—দূর হ—

[অস্ত্র পিধানবদ্ধ করিলেন—বিরোচন ভূ-পরিহারে দণ্ডায়মান হইল]

মলয়। বিষধর ভুজঙ্গকে পদাঘাতে ছেড়ে দিও না রাজা, ভবিষ্যতে দংশন কর্‌তে পারে।

শালিবান। করে করুক্—তার জন্য ভীত নই। দংশনের জ্বালা সহ্য কর্‌বার ধৈর্য্য আছে—শক্তি আছে। যাও বিরোচন—

[রোষকষায়িত দৃষ্টিপাতে বিরোচনের প্রস্থান]

শালিবান। তুমি এখানে—এই নির্জ্জন পর্ব্বতে এখনও আছ মলয় ?

মলয়। হাঁ—তোমারই আসার আশায় আছি। এইখানেই সেদিন বিদায় দিয়েছিলুম তোমায়, তাই তীর্থস্থান জ্ঞানে এইখানেই আছি—দেবতার আগমনের আশায়—ঐ দূরের পথপানে চেয়ে।

শালিবান। মলয় —[হস্ত ধারণ]

মলয়। স্বামী—[হস্ত ধারণ]

শালিবান। স্বামী !

মলয়। হাঁ,—তুমি আমার স্বামী—আমার এপার, ওপারের দেবতা; দেবতা তুমি আমার হৃদয়ের—আমার পূজার—আমার সাধনার—

চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। বাঃ—চমৎকার কন্যা!

শালিবান ও মলয় চন্দ্রার আবির্ভাবে সচকিত হইয়া উভয়ে উভয়ের হস্ত পরিত্যাগে দূরে সরিয়া গেলেন]

মলয়। কি চমৎকার মা?

চন্দ্রা। তোমার এই আপ্যায়ন—এই সম্ভাষণ—এই আচরণ।

মলয়। চমৎকার বই কি মা! এ সম্ভাষণ নারীর রসনায় দিয়েছেন—ভগবান্। তুমি আর তোমার গুরু আপস্তম্ভ ভগবানের বিরুদ্ধে প্রকৃতির এই উচ্ছ্বাসকে অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছিলে এতদিন। তুমিও চমৎকার মা—চমৎকার তোমার কন্যার প্রতি মায়া-মমতার আকর্ষণ! চমৎকার তোমার নারীত্ব লোপের এই সর্ব্বনাশী প্রচেষ্টা।

চন্দ্রা। তুমি অগ্নি-দেবতার পদে উৎসর্গীকৃত।

মলয়। তুমি করেছ—আমার অজ্ঞান অবস্থায়—অজ্ঞাতসারে—আমার অনিচ্ছায়; কিন্তু আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি—নারীর সাকার দেবতার পদে।

চন্দ্রা। কিন্তু অগ্নি-দেবতার রোষানলে, তোমার এ সৌভাগ্য—এ সুখ-স্বপ্ন এক লহমায় ভস্ম হবে।

মলয়। তার জন্য আমি শঙ্কিতা নই। আর্য্য-নারী মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে জলন্ত চিতায় শুতে পারে—আর অনার্য্য-নারী কি পারে না?

চন্দ্রা। প্রগল্‌ভা কন্যা, কাল প্রভাতে অগ্নি-দেবতার শত-বার্ষিকী উৎসব। আর এখানে তুমি মানুষের পায়ে আত্মদান ক'রে—সে কথা ভুলেছ? কিন্তু তুমি নিজে একদিন পূজার বলি সংগ্রহের জন্য প্রতিশ্রুত ছিলে। আজ যাকে দেবতা ব'লে সম্ভাষণ কর্‌ছো, দুদিন আগে তাকেই

পশুর মত টেনে নিয়ে গিয়েছিলে অগ্নি-দেবতার উদ্দেশে বলির জন্য। আজ সে কথাটাও কি কামনার প্রবাহে ভাসিয়ে দিয়েছ ?

মলয়। ভাসেনি কিছুই। যদি তুমি আমাদের মৃত্যু চাও—রক্ত চাও—দেবো ; তার জন্য পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি ভাসিয়ে দেবো না।

শালিবান। দেবোদ্দেশ্যে প্রাণাহুতি দিতে আর্য্য-পুরুষও কম্পিত হয় না—ইতস্ততঃ করে না। চল মলয়, আসি মাতা !

[উভয়ের প্রস্থান]

চন্দ্রা। ওঃ—সব ব্যর্থ ক'রে—সব আশা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে চ'লে গেল উপেক্ষা ভরে। অসহ্য কন্যার এ হীন আচরণ। এমন কন্যার মৃত্যুই মঙ্গল—মৃত্যুই চাই আমি। আজ এই আর্য্য-পুরুষ ও অনার্য্য-নন্দিনীর মৃত্যুই চাই—মৃত্যুই চাই—

[প্রস্থান]

———

পঞ্চম দৃশ্য।

মগধ—রাজপথ।

ফুলসাজেসজ্জিতা নাগরিকাগণের গীতকণ্ঠে প্রবেশ

গীত :

আজি উৎসবময়ী যামিনী।
জোছনা আঁচলে—হীরক-খচিত,
স্মিত সীমন্তে শশী-শোভিনী।
মলয় মেদুর বহে ধীর মধুরে,
অলস আবেগ জাগে হৃদয়পুরে,
হাসিছে মধুর চাঁদিনী সুষমা-শালিনী।
ঝঙ্কারে অলি, তুলে কুহু তান,
পীযুষপুরিত পাপিয়ার গান,
মদির আবেশে—চাঁদিমা গরবিনী।

[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

অগ্নি-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ ।

যথাস্থানে যূপকাষ্ঠ ও খড়্গ রক্ষিত ছিল, আপস্তম্ভ ও বিরোচন প্রবেশ করিল ।

আপস্তম্ভ । আছে কি স্মরণ বিরোচন—
আজি সেই নিশা শুক্লা অষ্টমীর ?
চির স্মরণীয় দিন জাতীয় জীবনে ।
করেছি মনন—
দিতে নর-বলি দেবতা-সকাশে ।
কিন্তু কই ? কোথা বলি ?
কার্য্যভার লইয়া মাথায়
গেল যারা বলির সন্ধানে,
কেহ না আসিল ফিরি !
কিন্তু ক্ষণ ব'য়ে যায়,
শুভ সময় উত্তীর্ণপ্রায়,
তবু বলি ল'য়ে কেহ না আসিল !
কি হবে উপায় ?
ব্যর্থ কি হইবে পূজা মোর ?
দেব বৈশ্বানর !
কোন্ পাপে হেন অঘটন ?
প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি ।

ব'লে দাও—ব'লে দাও প্রভু !
কার পাপে—কার আচরণে
দেব হুতাশন !
অসম্পূর্ণ হ'লো তব পূজা ?
ব'লে দাও ইষ্টদেব !
দিব শাস্তি সমুচিত সে পাপীরে।
কিম্বা যদি অপরাধী আমি,
কহ তবে দেব, এই দণ্ডে
বলিরূপে উৎসর্গ করিব
পাপদেহ তোমার সকাশে।

বিরোচন। অধীর কি হেতু গুরুদেব !
এখনো রয়েছে দণ্ডেক কাল
বলির সময় !
এখনো আসেনি ফিরে
বালক মন্দার !
আরও যতেক অনুচরগণে
দিকে দিকে পাঠালাম বলির সন্ধানে,
এখনও কেহ ফিরে নাই !
তাই মনে হয়—
ব্যর্থকাম না হইব মোরা !

আপস্তম্ভ। এক দণ্ড ?
পূর্ণ এক মাস গত হ'লো
কেহ না ফিরিল বলি ল'য়ে ;
অতি ক্ষুদ্র দণ্ডেক কালেতে

সংগ্রহ হইবে বলি ?
অসম্ভব—উন্মাদ কল্পনা ইহা !
যাও বিরোচন—
রক্তবস্ত্র পরিধান করি
আজি • ব-পুরোহিতবেশে
এস তুমি ত্বরা করি।
স্বহস্তে রাখিব আমি করিয়া প্রস্তুত
যূপকাষ্ঠ খড়্গ আর
বলির কারণ দ্রব্য যাহা কিছু,
কিন্তু পূজা-অন্তে
যূপকাষ্ঠে আমি দিব মাথা,
তুমি খড়্গ ল'য়ে নিজ হাতে
অগ্নিমন্ত্র করি উচ্চারণ
শুভ লগ্নে দিবে বলিদান !

বিরোচন। অসম্ভব—অসম্ভব গুরুদেব !
শিষ্য হ'য়ে—
গুরুহত্যা মহাপাপ কেমনে সাধিব ?
তার চেয়ে—
আত্মদান আমিই করিব।
স্নান করি স্রোতস্বিনী জলে
শুদ্ধদেহে—শুদ্ধমনে
দিব আত্মবিসর্জ্জন
অনার্য্যের দেবতার পায়ে,
অন্যপথ নাহি কিছু আর !

আপস্তম্ভ। হয় না—হয় না বৎস!
মহাকার্য্যে পুত্র-বলিদান।
পুত্রসম করেছি পালন,
অগ্নি-মন্ত্রে করেছি দীক্ষিত,
যোগ্যতম শিষ্য তুমি
অগ্নি-পূজারীর!
মোর অবর্ত্তমানে
কার্য্যভার তোমারে লইতে হবে।
শুধু ভাবিতেছি এক কথা—
অন্যতম প্রিয় শিষ্য মোর,
আহত হইয়া রণে
সেই গেছে—আর ফিরিল না!
নাহি জানি—
ফিরিবে কি না ফিরিবে দেবদত্ত!
আর একজন—
স্নেহে যারে করিনু পালন
শিশুকাল হ'তে,
সেও চ'লে গেল অজ্ঞাতে আমার,
আজও ফিরিল না।

বিরোচন। কার কথা কহিছেন গুরুদেব?
মলয়?
মতিহীন অতীব দুরন্ত সে,
এই আছে এই কোথা চ'লে যায়!
আমি একদিন দেখেছিনু তারে

ওই দূর পর্ব্বতের সানুদেশে,
ধাইলাম ধরিয়া আনিতে তারে,
কিন্তু অতীব চতুর সে—
দূর হ'তে আমারে দেখিয়া
অন্তর্হিত হইল নিমিষে!
চারিদিকে সন্ধান করিনু তার,
কিন্তু না মিলিল সন্ধান তাহার।

আপস্তম্ভ। বেঁচে আছে?
সত্য দেখিয়াছ তারে?
যদি বেঁচে থাকে মলয় আমার,
কিন্তু নাহি জানি কতদিনে—

দেবদত্তের প্রবেশ।

কে? দেবদত্ত?
ফিরিয়া এসেছ বৎস?

দেবদত্ত। আসিয়াছি গুরুদেব,
আশীর্ব্বাদে তব মৃত্যুমুখ হ'তে!
এক অজানা অচেনা নারী—
অনুমানি, বুঝি হবে দেববালা—
প্রাণপণে করিল সেবা।
কৃপায় তাহার,
ফিরে এনু মরণের পথ হ'তে!

আপস্তম্ভ। কে সেই বালিকা?
পরিচয় পেয়েছ কি তার?

দেবদত্ত। 　পরিচয় ?
ক্ষীণ স্মৃতি মনে জাগে,
বুঝি দিয়েছিল পরিচয় !
কিন্তু কখন কোথায়
স্মরণে না আসে মোর !

আপস্তম্ভ। 　নাহি প্রয়োজন তার পরিচয়ে,
সৌভাগ্য আমার—
তোমারে পেয়েছি ফিরে !
তবে অসম্পূর্ণ র'য়ে গেল পূজা—
বলির অভাবে !
কিন্তু পূর্ণ করিব যেরূপে হোক্ !
তাই আমি ক'রেছি মানস
সম্পূর্ণ করিব তাহা
আত্ম-বলিদানে !
শুন মোর শেষ উপদেশ,
জীবনে যে ব্রত নিয়া
এসেছিনু এ দেব-মন্দিরে—
সেই মহাব্রত
সম্পূর্ণ করিও বৎস, তোমরা দুজনে।
আর কিছু বলিবার নাই ;
হ'তে হবে এখনি প্রস্তুত,
আত্ম-বলিদানে !

দেবদত্ত। 　আত্ম-বলিদানে !
একি কথা গুরুদেব ?

আপস্তম্ভ। সংগৃহীত না হইল বলি যবে,
আত্ম-বলি বিনা
আর কি উপায় হবে?
বলি চাই—বলি চাই—
বলি বিনা অসম্পূর্ণ পূজা!

বেগে মন্দারের প্রবেশ।

মন্দার। পূজা সম্পূর্ণ কর পূজারী—বলি পেয়েছি!

আপস্তম্ভ। বলি পেয়েছ মন্দার? কৈ—কোথায়?

মন্দার। দেবতার সম্মুখে আমাকেই বলি দাও ঠাকুর!

আপস্তম্ভ। হীন অনার্য্য-শিশু, বলি সংগ্রহ ক'র্তে পারনি ব'লে, এখন শেষ মুহূর্ত্তে এসেছ আমাকে স্তোক-বাক্যে ভোলাতে? যাও—দূর হ'য়ে যাও এখান থেকে।

মন্দার। ক্ষত্রিয়-বলি চেয়েছিলেন আপনি, আমি ক্ষত্রিয়! এই দেহে ক্ষত্রিয়-রক্ত প্রবাহিত, বলি গ্রহণ ক'রে আমায় ধন্য কর পূজারী!

আপস্তম্ভ। কে ব'লেছে, তুমি ক্ষত্রিয়?

অম্বুজাক্ষের প্রবেশ।

অম্বুজাক্ষ। আমি। আমি বলেছি ক্ষত্রিয়; আমি ব'ল্‌ছি বালক মন্দার ক্ষত্রিয়। সে আমারই সন্তান, আমিই ওর জন্মদাতা পিতা; আমারই ঔরসজাত পুত্র ঐ মন্দার

মন্দার। তবে এইবার বলি দাও পূজারী!

অম্বুজাক্ষ। বলি? কিসের বলি?

মন্দার। অগ্নি-দেবতার।

অম্বুজাক্ষ। অনার্য্যের দেবতা কি নরবলি চায়?

মন্দার। হাঁ; কিন্তু বলির উপযুক্ত মানুষের অভাবে আমি নিজেকেই বলিরূপে উৎসর্গ কর্‌তে চাই।

অম্বুজাক্ষ। সেকি! তুমি কেন বলিরূপে জীবন দেবে?

মন্দার। পরিচয়ের এই কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরাই ভাল! তাই মনে ক'রেছি, অগ্নি-দেবতার পায়ে আমি আপনাকে বলি দেবো—এতে অনার্য্যের গৌরব বাড়বে বৈ ক'মবে না।

বেগে দারুকেশ্বরের প্রবেশ।

দারুকেশ্বর। পূজারী, আমি জানি—তুমি চেয়েছিলে যুবা-বলি; শিশু-বলিতে তোমার দেবতা তৃপ্ত হবে না, তাই আমি নিজে ছুটে এসেছি দেবতার পায়ে আত্ম-বলিদান দিতে; বলি নাও পূজারী—আমাকে!

আপস্তম্ভ। তুমি কে?

দারুকেশ্বর। আমি ক্ষত্রিয়—এইমাত্র আমার পরিচয়! কি—বিশ্বাস হ'চ্ছে না? তবে শুনুন পূজারী, আমি ঐ মন্দারের বৈমাত্রেয় ভাই! ওর মা বরং অনার্য্য-কন্যা—কিন্তু আমার মা ক্ষত্রিয়াণী! সুতরাং আমিই তোমার যোগ্য বলি!

মন্দার। তা হবে না দাদা! আমি আমার ঘৃণিত জীবনটা দেবতার কাজে উৎসর্গ ক'র্‌তে এসেছি। তোমায় মর্‌তে দেবো না—তুমি জগতে অনেক উপকারে আস্‌বে; কিন্তু আমি—না—না, আমার মরাই ভাল। পূজার ক্ষণ ব'য়ে যায় পূজারী—তোমার বলি নাও।

দারুকেশ্বর। তা কিছুতেই হ'তে পারে না ভাই! আমি বেঁচে থাক্‌তে, তোকে কিছুতেই মর্‌তে দিতে পার্‌বো না! পূজারী, বিলম্ব

ক'রছো কেন? খড়্গ নাও—আদেশ কর—আদি যূপকাষ্ঠে মাথা দিই!

অম্বুজাক্ষ। না—তা হবে না! আমারই ঔরসজাত পুত্র যদি তোরা—আমি থাকতে তোদের কারও গায়ে কুশের অঙ্কুশও বিঁধতে দোব না। পূজারী! ক্ষত্রিয়-বলি যদি চাও, তোমার সুপরিজ্ঞাত আমি—আমায় বলি দাও!

শালিবানকে সঙ্গে লইয়া স্ত্রীবেশে মলয়ের প্রবেশ

মলয়। তোমার পূজার বলি পলায়িত বন্দীকে এনেছি বাবা! এর চেয়ে যোগ্য বলি আর পাবে না। একসঙ্গে পুরুষ আর নারী-বলি; তোমার ইষ্ট-দেবতার আনন্দ কানার কানায় ভ'রে উঠবে।

আপস্তম্ভ। এ'কি বিসদৃশ বাণী তোর মুখে?
এ'কি বিসদৃশ আচরণ তোর?
দেবতা-পূজার ভাবী-অধিকারী
করিব বলিয়া তোরে—
অতি শিশুকাল হ'তে
শিখাইনু পুরুষ-আচার,
এই ফল তার?
কাহার কথায়—কাহার নির্দ্দেশে—
কার প্ররোচনে—
কোন্ হীন খেয়ালের বশে
নারীবেশ করিলি ধারণ?
কেন এ দুর্ম্মতি হ'লো তোর?
বুঝিয়াছি প্রাণে তোর

নারীত্ব জেগেছে ;
প্রলুব্ধ ক'রেছে তোরে
হীনমতি কোন জন
ব্যর্থ করিবারে তোর জন্ম কর্ম্ম সব !
কিন্তু আপস্তম্ভ থাকিতে জীবিত
পূর্ণ নাহি হবে তোর আশা !
শিক্ষা দীক্ষা ব্যর্থ নাহি হবে !
মহান্ উৎসর্গ তোর—
না হ'লেও অন্তরের দান,
আমি তাহা করিব গ্রহণ !
সম্পূর্ণ করিব পূজা
নর-নারী বলিদানে ;
দেবদত্ত—বিরোচন !
বল ত্বরা—
হ'য়েছে কি বলির সময় ?
বলি চতুষ্টয় সম্মুখে আমার,
দেবতার সংগৃহীত
উৎসর্গ করিব সবে
এককালে দেবতার পায়ে !
কর আয়োজন ত্বরা।
খড়্গ আমি আপনি লইব,
নিজ হাতে দিব নরনারী বলিদান।

শালিবান। একি পৈশাচিক আচরণ তোমার পূজারী? হীন অনার্য্যের দর্প যে একেবারে আকাশে উঠেছে দেখ্‌ছি? দুরভিসন্ধি

ত্যাগ কর পূজারী! তোমার দেবতা নর-রক্ত পানের জন্য লালায়িত নন! দেবতা—দেবতা, তোমার—আমার—সকলের। দেবতা—দেবতা, রক্তপায়ী রাক্ষস নন যে, নর-নারীর রক্ত ব্যতীত তাঁর তৃপ্তি হবে না। দেবতাকে দেবতারই মত মহিমা-মণ্ডিত কর। দেব-নামে নরহত্যা ক'রে দেবতাকে রাক্ষসরূপে পরিচয় দিও না। এ হীন সঙ্কল্প ত্যাগ কর পূজারী, যদি নিজের এবং জাতির মঙ্গল চাও।

আপস্তম্ভ। মঙ্গল চাই ব'লেই সঙ্কল্প ত্যাগ ক'র্‌বো না মূর্খ! চেয়ে দেখ্‌ মূর্খ! অনার্য্যের ইষ্টদেবতা তাঁর উপাসক ভক্ত সন্তানদের চিরশত্রু আর্য্য ক্ষত্রিয়ের রক্তপান কর্‌বার জন্য সহস্র লেলিহান জিহ্বা বিস্তার ক'রে বজ্র-গম্ভীরস্বরে ডাক্‌ছে—আপস্তম্ভ! বলি দাও—বলি দাও—শত্রুর রক্ত চাই—ক্ষত্রিয়ের রক্ত চাই—আর্য্যের রক্ত চাই।

শালিবান। তা হবে না আপস্তম্ভ! তোমার বলি দেওয়া হবে না—আমি তোমায় বলি দিতে দেবো না। এ তোমার পূজা নয়—এ তোমার অনাচার। মগধের শক্তিমান রাজা আমি—আমি আদেশ ক'র্‌ছি, নিবৃত্ত হও—এ পাশবিক অনাচার বন্ধ কর।

আপস্তম্ভ। শত্রু তুমি—তোমায় আদেশের মূল্য কি? আপস্তম্ভ কারো কথা গ্রাহ্য করে না। বিশেষতঃ দেবতার পায়ে উৎসর্গ করা তুমিও একটা বলি। বিরোচন, বলির হাতে শৃঙ্খল পরাও—দেবদত্ত, খড়্গ দাও—মলয়, প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও।

মলয়। আমি প্রস্তুত বাবা—

মন্দার। আমি প্রস্তুত—আমায় বলি দাও।

দারুকেশ্বর। না পূজারী, এই যে আমি প্রস্তুত—আমায় বলি দাও।

অম্বুজাক্ষ। না—না; আপস্তম্ভ! আমি নতজানু হ'য়ে তোমার কাছে প্রার্থনা ক'র্‌ছি, তুমি আমায় বলি দাও।

মহামায়া ও ঘটীরামের প্রবেশ।

মহামায়া। এটা কি কোন দেবতার স্থান বাবা? ঐ না কে 'বলি' 'বলি' ক'রে চীৎকার ক'র্‌ছে? এ কোন্‌ দেবতা যে, বলি না হ'লে দেবতা তৃপ্ত হবেন না?

ঘটীরাম। এ অনার্য্যের দেব-মন্দির মা! বলিদান এদের পূজার প্রথা।

মহামায়া। কিন্তু শুনলুম যেন নরবলির কথা! আমি যাবো না—এ রাক্ষস দেবতার স্থানে—আমি যাবো না—

ঘটীরাম। এও যে তোমার সেই কিষণজী মা—এক কিষণজীই ভিন্নমূর্ত্তিতে জগৎবাসীর উপাস্য দেবতা! ভিন্ন মত—ভিন্ন পথ—কিন্তু সবার চরম লক্ষ্য সেই কিষণজী।

আপস্তম্ভ। দাঁড়িয়ে রইলে কেন দেবদত্ত? দাঁড়িয়ে রইলে কেন বিরোচন? খড়্গা দাও—বলির ক্ষণ ব'য়ে যায়। মলয়! হাড়িকাঠে মাথা রাখ্‌—তোর মায়ের দান, দেবতার বলি তুই—তুই-ই শ্রেষ্ঠ, তুই-ই প্রথম—এ তোর মায়ের দান।

মহামায়া। কি ব'ল্‌ছে এরা? মায়ের দান? এদের মায়েরা সন্তান বলি দেয়?

চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। দেয় বৈ কি নারী! অত্যাচারীর অত্যাচার যখন ষোলকলায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তখন মায়েরা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ইষ্ট-দেবতার কাছে ছুটে যায়, তাদের সর্ব্বস্ব বিনিময়ে দেবতার একটুখানি করুণা লাভ ক'র্‌তে! তখন কোথায় থাকে তার স্নেহ—কোথায় থাকে তার মমতা—কোথায় থাকে তার মাতৃত্ব? কেউ যখন খড়্গা দিলে না এই নর-নারী

বলির জন্য, তখন এই নাও পূজারী, আমি তোমায় খড়্গ দিচ্ছি, বলি দাও—[খড়্গ প্রদান]

আপস্তম্ভ। তবে মলয়, এইবার প্রস্তুত হও। বলি—বলি—

মহামায়া। কিষণজী—কিষণজী! তুমিই যদি নররক্তলোলুপ রাক্ষস অগ্নি-দেবতার মূর্ত্তিতে এই মন্দিরে থাক, তাহ'লে বন্ধ কর এই নৃশংস বলি—এই সব নৃশংসদের হিংসা-প্রবৃত্তিকে চিররুদ্ধ ক'রে স্নান করিয়ে দাও এদের তোমার শান্তিময় প্রেমধারায়। কৈ রে—কাকে বলি দিচ্ছে? কোথায় বলি? [হাতড়াইতে হাতড়াইতে যূপকাষ্ঠের নিকট গেলেন এবং মলয়কে কোলে লইয়া বসিলেন] আয়—আয়—আমার কোলে আয়; দেখি, কোন্ নিষ্ঠুর মায়ের বুক থেকে সন্তান কেড়ে নেয়।

শালিবান। মা—মা! এ কি—এ কি! অভাগিনী মা আমার! তুমি! তুমি! এখানে এলে কেন মা?

মহামায়া। কে কথা কইলে? যেন কত দিনের পরিচিত স্বর! কে তুইরে– কে তুই?

শালিবান। আমি তোমার অভাগা সন্তান—শালিবান; আমিও বন্দী—আমিও এই পূজার বলি।

মহামায়া। শালিবান! তুইও পূজার বলি? এক সঙ্গে শত নরমেধ-যজ্ঞ! কিষণজী—কিষণজী! রাক্ষসমূর্ত্তি তোমার পরিহার কর ঠাকুর!

শালিবান। কঠিন শৃঙ্খল,—নইলে দেখ্‌তুম আপস্তম্ভ, তোমার এই নৃশংস আচার রোধ কর্‌তে পারি কিনা! একবার—একবার—

কোথা শক্তি আদ্যাশক্তিরূপা
অনন্ত অসীম শক্তির আধার,
শক্তি দাও—শক্তি দাও;

শক্তির আধার হ'তে
দাও দেবী শক্তিকণা তব—
ছিঁড়িতে এই লৌহের শৃঙ্খল,
শাস্তি দিতে দুষ্কৃত অধমে।

[শৃঙ্খল ছিন্ন করিলেন এবং যেমন আপস্তম্ভকে ধরিতে যাইবেন, মহামায়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন]

মহামায়া। নৃশংস আচারে নৃশংসতার দমন হয় না মূর্খ! নৃশংসতার দমন হয়—প্রেমে।

শালিবান। মা—!

মহামায়া। স্তব্ধ হও পুত্র! আপস্তম্ভ, বলি দেবে? চুপ ক'রে রৈলে যে? উত্তর দাও—

আপস্তম্ভ। খড়্গ এখনও তো নামাইনি দেবী—

মহামায়া। খড়্গ নামাও—বলি দাও—শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি কর।

আপস্তম্ভ। এ হেঁয়ালীর অর্থ কি দেবী?

মহামায়া। বলির আয়োজন ক'রেছ, বলি তোমায় দিতেই হবে। শুন্‌লুম এক রাক্ষসী তার কন্যাকে উৎসর্গ করেছে দেবতার পায়ে বলি দিতে, আমিও উৎসর্গ কর্‌লুম আমার পুত্রকে; বলি দাও আপস্তম্ভ, আশীর্ব্বাদের শ্বেততিলক পরিয়ে এই দুই নর-নারীকে উদ্বাহের যূপকাষ্ঠে ফেলে কিষণজীর পায়ে উৎসর্গ কর। আর্য্য-অনার্য্যের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে বলি দিয়ে দুই চির-শত্রুকে আত্মীয়তার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর। মনে রেখো, নৃশংসতায় দেবতার প্রসাদ লাভ করা যায় না,—যায় শুধু প্রেমে।

আপস্তম্ভ। দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য!

[মলয়কে শালিবানের হস্তে সমর্পণ করিলেন]

শালিবান। মা—মা! আমারও যে একটা কর্‌বার মত কাজ বাকী রইলো মা!

মহামায়া। বাকী থাক্‌বে কেন পুত্র? সম্পূর্ণ কর।

শালিবান। দেবদত্ত! আমার ভগ্নী শোভা কোথায়?

শোভার প্রবেশ।

শোভা। এই যে দাদা! সংবাদ পেয়ে আমি ছুটে এসেছি মাকে দেখ্‌তে।

শালিবান। দেবদত্ত! এই নাও আর্য্য-অনার্য্যের মিলন-সূত্র আরো সুদৃঢ় কর্‌তে মগধ-রাজনন্দিনীকে আমি তোমার হাতে সঁপে দিলুম।

[দেবদত্তের হস্তে শোভাকে অর্পণ করিলেন]

অম্বুজাক্ষ। আর আমিও আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে—এই মুহূর্ত্তে সর্ব্বজন সমক্ষে স্বীকার কর্‌ছি—এই দারুক আর এই মন্দার আমার ন্যায়-সঙ্গত সন্তান—আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ক্ষত্রিয়!

সহসা অগ্নি-কুণ্ড হইতে নারায়ণের আবির্ভাব।

মহামায়া। [চক্ষু প্রাপ্তে] একি আলো—একি আলো! কিষণজী—কিষণজী! তুমি কি এসেছ—তুমি কি এসেছ? হ্যাঁ—হ্যাঁ, এত রূপ—এত আলো তবে আর কার? চেয়ে দেখ আপস্তম্ভ, তোমার দেবতার আসনে কে? অগ্নি-দেবতা নয়—অগ্নি-দেবতা নয়—আমার কিষণজী।

আপস্তম্ভ। একি! একি! একি দেখালি মা! আমার ইষ্টদেব বৈশ্বানর কিষণজী!

মহামায়া। আপস্তম্ভ! যিনি অগ্নিদেবতা—তিনিই কিষণজী, যিনি

শ্মশানেশ্বরী ভৈরবী কালিকা—তিনিই কিষণজী; ভিন্ন মত—ভিন্ন পথ—কিন্তু তিনি এক—সেই কিষণজী! ওরে, লুটিয়ে পড়্—লুটিয়ে পড়্ সব কিষণজীর পায়ের তলায়।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়
গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

সকলে। "জয়—কিষণজীর জয়"।

যবনিকা

---

৪৫ নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা "শশী প্রেস" হইতে
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নাটক

বেইমানের দেশ শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। যে সকল স্বার্থপর বেইমানের কূট ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার পলাশী-প্রাঙ্গণে শোচনীয় পরাজয়—বাংলার দেশ-প্রেমিক প্রজাবৎসল নবাব মীরকাশিমের জীবন-নাটকেরও যবনিকা পড়িল অকালে ঐ সকল বেইমানদের কূট ষড়যন্ত্রের ফলে। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ইংরাজ জয় করিল দুর্ভেদ্য উদয়নালার দুর্গ। বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য গেল অস্তমিত। ইহাতে দেখিবেন মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজা রাজ-বল্লভ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি বিশ্বাসহন্তার দল—বেইমানীর আবহাওয়ার মাঝে পড়িয়া তাহাদের দল কি ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল এবং কেমন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নবাব মীরকাশিম নিতান্ত শোচনীয়ভাবে মরণ বরণ করিলেন, তাহারই জীবন্ত চিত্র। মূল্য ২৲ টাকা।

রামপ্রসাদ শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মাতৃমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সাধক রামপ্রসাদের কাহিনী। ইহা শুধু ধর্ম্মমূলক নয়, ইহাতে ধনিকের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের তুমুল সংগ্রাম, গ্রাম্য জমিদারের অত্যাচারে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কাহিনী। রামপ্রসাদকে ভাবুক ভক্ত কবি করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে এবং তাঁর রচিত গানগুলি তাঁহার প্রিয় শিষ্য গাহিতেন, তিনি তাহা শুনিয়া ভাবাবেশে তন্ময় হইতেন। মূল্য ২৲ টাকা।

পাষাণের মেয়ে তরুণ নাট্যকার শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নূতন পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হইল। রুদ্রতেজে পাষাণ হইতে তারকাসুরের আবির্ভাব। ইন্দ্র চন্দ্রসহ দারুণ রণ। রণস্থলে শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব ও পরাভব। মায়াবিদ্যায় তারকাসুরের লক্ষ্মীহরণ। দেবগণসহ লক্ষ্মীছাড়া নারায়ণের কাতর আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন কম্পিত। গিরিরাজ নন্দিনী কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুকে আশ্বাস প্রদান। জগতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসিয়া মহাকালের সাধনা—সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও হরগৌরীর মিলন এবং রুদ্রতেজে পার্ব্বতীর গর্ভে কার্ত্তিকের জন্ম, কার্ত্তিক কর্ত্তৃক তারকাসুর বধ। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ৬

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক

শ্রীজগদীশ মাইতি

রূপের বিচার ২।০
ধ্যানের দেবতা ২।০

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী

জগদ্ধাত্রী ২॥০
বামনাবতার ২৲
নরকাসুর ২॥০
জাহ্নবী ২৲
বজ্রসৃষ্টি ২॥০
কৈকেয়ী ২।০
অজাতশত্রু ২।০

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরজাসুর ২॥০
বাংলার মেয়ে ২॥০

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ

শক্তিশেল ২।০
দময়ন্তী ২।০
শতাশ্বমেধ ২॥০

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রামপ্রসাদ ২॥০
নটির অভিশাপ ২॥০
পিয়ারে নজর ৸০
বেইমানের দেশ ২॥০
ভিখারীর মেয়ে ১৲
অনার্য্যনন্দিনী ২।০

গৌরচন্দ্র ভড়

কয়েদী ২॥০

লালমোহন চক্রবর্ত্তী

মীন-অবতার ২॥০
বামাক্ষ্যাপা ২॥০
রক্তখাগীর মাঠ ২॥০
বিষ্ণুচক্র ২।০

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

রক্তমুকুট ২।০
ত্রিশক্তি ২॥০
অভিনয় শিক্ষা ১৲
স্বদেশ ২।০
পুষ্প-সমাধি ২।০

নন্দগোপাল রায় চৌধুরী

যুগনেতা ২।০
কবির কল্পনা ২।০
শহীদ বীর ২॥০
মুক্তিপথের যাত্রী ২॥০

অভয়চরণ দত্ত

মান্ধাতা ২।০
মাল্যবান ২॥০

অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক

সগরাভিষেক ২৲
প্রমীলা ২৲

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পাষাণের মেয়ে ২॥০
গীতা ২।০

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

রামানুজ ২॥০

পাষাণী ২।০
রামকৃষ্ণবাকংসবধ ২।০
মায়ের দেশ ২।০

বেণীমাধব কাব্যবিনোদ

প্রেমের পূজা ২।০
যুগান্তর ২।০

শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

নবাব সিরাজদ্দৌলা ২॥০
অসবর্ণা ২॥০
রাজা সীতারাম ২॥০

পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন

পার্থ-বিজয় ২॥০
রূপসনাতন ২॥০
যুগসন্ধি ২৲

কেদারনাথ মালাকার

উর্ব্বশী ২।০

গোবর্দ্ধন শীল

বিদর্ভ-নন্দিনী ২॥০

ব্রজেন্দ্রকুমার দে

বজ্রনাভ ২॥০

মণীন্দ্রলাল ঘোষ

যদুপতি ২॥০

শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়

রঘু ডাকাত ২॥০
দস্যুকন্যা ২॥০

প্রাপ্তিস্থান—

[illegible], [illegible] চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬